শুভদৃষ্টি

সামাজিক নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩,১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

আমার

পরম আরাধ্য দেবতা

স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

পিতাঠাকুর মহাশয়ের

পবিত্র নামে

তাঁহারই আশীর্ব্বাদের ফল

এই নাটক

উৎসর্গ করিলাম

বিজ্ঞাপন

চারি বৎসর পূর্ব্বে লর্ড লিটনের সুপ্রসিদ্ধ নাটিকা 'Lady of Lyons' ('লেডি অফ্ লায়ন্স্') অনুবাদ করি। তখন ইংরাজী চরিত্র-গুলির নামের পরিবর্ত্তে মুসলমানীয় নাম ব্যবহার করিয়াছিলাম ; কিন্তু অনুবাদ করিবার পর দেখি, ইংরাজী নাটকে যে রস, আমার গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিস্ফুট হয় নাই ; বরং ইংরাজী সমাজের চিত্র মুসলমানীয় সমাজে পরিণত করায় একটা উৎকট ভাবের বিকাশ হইয়াছে মাত্র। অভিনয় করিয়া পুস্তকখানি ফেলিয়া রাখি ; কিন্তু "লেডি অফ্ লায়ন্স্" নাটিকায় লিটন 'পলিন' চরিত্রে প্রেম ও গর্ব্বের যে সমুজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা নাটকে অবতারণা করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই। অথচ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও এই ইংরাজী নাটকের অবদান কি মুসলমান সমাজ, কি হিন্দু সমাজ, কোন সমাজেই ঠিক থাপ্ খাওয়াইতে অপারগ হই। সেই নিমিত্তই এবারে দো আঁশলা ইঙ্গ-বঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল সমাজের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া "লেডি অফ্ লায়ন্স্" অবলম্বনে, অনেক স্থানে অনেক দৃশ্য যথাযথ অনুবাদ করিয়া, "**শুভদৃষ্টি**" নাটক প্রণয়ন করিলাম। কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ ও চরিত্রগত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া অনেক স্থলে নিজের কল্পনারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। লিটনের অঙ্কিত কোন কোন পাত্রপাত্রীর চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তনও করিয়াছি। সারদা, শিরোমণি, শ্যামলাল প্রভৃতি চরিত্র লিটনের নাই—ইহারা আমার কল্পিত। দামোদর, ঘনবরণ, প্যারীচাঁদ লিটনের চরিত্র, আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া বাঙ্গালীর আকার দিয়াছি। মহামায়াও মূলগ্রন্থের চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

লেডি স্যাভারাম, স্যার স্যাভারাম, ডোরা-নলিনী লিটনের অঙ্কিত চরিত্রের কায়া ও ছায়া অবলম্বনে লিখিত। বিশ্বনাথকে 'জাল যুবরাজ' সাজান, স্যার স্যাভারামের বাটীতে ডোরা-নলিনীর সহিত তাহার প্রেমাভিনয়, অঙ্গুরীয় ও নস্যদানি লইয়া রহস্য, বিবাহের পর বিশ্বনাথের গৃহে আগতা ডোরা-নলিনীর আকস্মিক পরিবর্ত্তন—এই সমস্ত ঘটনা মূল গ্রন্থেও যেমন আছে, আমার নাটকেও ঠিক সেইভাবেই রাখিয়াছি, বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করি নাই; এমন কি অনেক স্থলে আমার ভাষা লিটনের অনুবাদ মাত্র।

ইহা ইংরাজী নাটকের কায়া ও ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইলেও আমাদের দেশের মাটির উপযোগী হইয়াছে কি একেবারেই মাটি হইয়াছে, সমালোচক তাহা বিচার করিবেন। যদি ইহা কোন অংশে দর্শক ও পাঠকের মনোজ্ঞ হয়, তাহা লিটনেরই কৃতিত্ব; যদি রসভঙ্গ কিছু হইয়া তাহা আমারই অক্ষমতা।

৫৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
২৬শে শ্রাবণ, ১৩২২ সাল

বিনীত
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শোভারাম চক্রবর্ত্তী (ওরফে সার স্যাভারাম)			ধনাঢ্য চর্ম্মব্যবসায়ী
ঘনবরণ	...	...	জমীদার
প্যারীচাঁদ	...		ঐ বন্ধু
দামোদর	..	...	শোভারামের সম্পর্কীয় শ্যালক
বিশ্বনাথ	...	..	নব্যযুবক
বিহারী	...	...	ঐ বন্ধু
শ্যামলাল	...	...	দালাল ও ঘটক
শিরোমণি	...	...	পল্লীগ্রামস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত

বালকগণ, প্রতিবেশিগণ, উড়ে খানসামা, দ্বারবান প্রভৃতি

স্ত্রী

ক্ষান্তমণি (ওরফে ডেনী স্যাভারাম)			শোভারামের স্ত্রী
ডোরা নলিনী	...	...	ঐ কন্যা
ক্লোরা-কাদম্বিনী	...	...	ঐ সহচরী
মহামায়া	...	...	বিশ্বনাথের মাতা
সারদা	...	...	ঘনবরণের স্ত্রী

ডোরা-নলিনীর সহচরীগণ, প্রতিবেশিনীগণ প্রভৃতি

শুভদৃষ্টি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘনবরণের কক্ষ

ঘনবরণ ও শিরোমণি

ঘন। Nonsense! আমার স্ত্রী? কে আমার স্ত্রী?

শিরো। রুদ্রদেবপুরের বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীর মেয়ে—নাম সারদা।

ঘন। আমি রুদ্রদেবপুর চিনিনা, বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীকে চিনিনা, তার মেয়ে সারদাকেও চিনিনা।

শিরো। খুব চেন বৈ কি বাবা! আজ বারো বছর তুমি দেশছাড়া; বারো বছর আগেকার কথা মনে ক'রে দেখ দেখি, তখন তোমার বাপ বেঁচে। তোমার বয়স তখন পনের কি ষোল, তোমার বাপ দাঁড়িয়ে থেকে তোমার বিয়ে দিলেন। বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী গরীব; তোমার বাপ টাকা দেখে ছেলের বিয়ে দেননি, মেয়ের রূপ দেখে উপযাচক হ'য়ে মেয়েটী চেয়ে নেন। তোমাদের বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত ছিলেম। বিশ্বেশ্বর আমার প্রতিবেশী, আমার বন্ধু, আমার সুহৃদ্। এখন চিনিনি বল্লে চ'ল্‌বে কেন?

ঘন। Nonsense! কে আপনাকে এ ঘরে আস্‌তে বল্লে? দরওয়ান লোকজন সব মরে আছে? কার্ড পাঠান নেই—বলা নেই—কওয়া নেই—কোথাকার পাড়াগেঁয়ে—

শিরো। দরওয়ানরা মরেছে কি আছে, সে তোমার দরওয়ানদের সঙ্গে বোঝাপড়া কোরো, এখন আমার কথার উত্তর দাও। বিশ্বেশ্বর মেয়ের বিয়ের কিছুদিন পরেই মারা যায়; সংসারে তার এক জ্ঞাতি বিধবা বোন্ আর এই মেয়েটী ভিন্ন কেউ ছিলনা। তোমরা দেশের সম্পর্ক তুলে দিয়েছ, চিঠি লিখলেও উত্তর দাওনা; আমিও কার্য্যোপলক্ষে বহুকাল বাড়ীছাড়া, কাজেই কল্‌কাতায় এসে তোমার কোন সন্ধান ক'রতে পারিনি। অর্দ্ধোদয়যোগে আমার বাড়ীর সব মেয়েরা কালীঘাটে এসেছে, এই সুযোগে সারদাকেও সঙ্গে ক'রে এনেছি। দেশে অবক্ষিতা সুন্দরী যুবতী—কে তার ভার গ্রহণ করে! ধর্ম্মপত্নী ব'লে যাকে বিবাহ ক'রেছ, ধর্ম্মতঃ তার ভাব নিতে তুমি বাধ্য। চেন না চেন—তোমার স্ত্রীকে আমি তোমার বাড়ী রেখে গেলেম। আমিই বা পরের বোঝা কতদিন ব'য়ে নিয়ে বেড়াই?

ঘন। Nonsense! কি আপনি পাগলের মত বক্‌ছেন? নাবালক অবস্থায়, আমার অনিচ্ছায়, বাবা যার সঙ্গে আমায় বিয়ে দিয়েছেন—তা'কে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রতে আমি কোন আইনেই বাধ্য নই। এই জন্যই আমি সে স্ত্রীর কোন সন্ধানই এতদিন নিইনি। তার বাপ মরে যাক্, সে খেতে না পাক্—আমার কি? এমনতো কতলোক না খেতে পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি এখানে Benevolent Society খুলিনি, যে অনাথাদের খেতে পর্‌তে দেব! আমাকে না জানিয়ে, কোন খবর না দিয়ে, একজনকে আমার স্ত্রী ব'লে এখানে ফেলে দিয়ে গেলে আমি আপনাকে শুদ্ধ পুলিসে arrest করিয়ে দেব!—আমার স্ত্রী?

Audacious! কোথাকার কে পাড়াগেঁয়ে বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী—তার মেয়ে! আমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিতে তার অধিকার কি? আর তুমিও বুড়ো হ'য়ে ম'রতে ব'সেছ, তোমারও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? অশিক্ষিত—অসভ্য—বর্ব্বর—মূর্খ! এই কথা নিয়ে আমার এখানে আস্‌তে তোমার সাহস হ'ল?

শিরো। আমি অসভ্য বটে, বর্ব্বর বটে,—কিন্তু মূর্খ নই। আমি কি—সে বোঝবাব ক্ষমতা তোমার নাই। তুমি মূর্খ বর্ব্বর ব'ল্লে আমি পচে যাবনা। যখন দেশে ছিলেম, শুনতেম কল্‌কাতায় এসে কল্‌কাতার বাঁদরদের সঙ্গে মিশে তুমি উচ্ছন্ন গিয়েছ! এখানে এসে দেখ্‌ছি—তুমি শুধু উচ্ছন্ন যাওনি—গৌরীপুরের রায়বংশের কুলাঙ্গার—তুমি আত্মহত্যা ক'রে প্রেতের অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছ! তা তুমি প্রেতই হও, আর যাই হও, সে বিচারে আমার প্রযোজন নাই। এই ঘরের পাশে, ঐ সিঁড়ির কাছে, তোমার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন—তুমি তাকে রাখতে হয় রেখ, তাড়িয়ে দিতে হয় তাড়িয়ে দিও—আমি তাকে তোমায় দেখিয়ে দিয়েই ধর্ম্মে খালাস! বিশ্বেশ্বরের কাছে বাক্যদত্ত ছিলেম ব'লেই তোমার কাছে অযাচিত হ'য়ে আজ এই গালাগালিগুলি সহ্য কল্লেম—নইলে চণ্ডালেও তোমার মত প্রেতের ছায়াও স্পর্শ করেনা।

ঘন। দরওয়ান্! দরওয়ান্!

শিরো। দরওয়ান্ ডাক্‌ছ কি? এখনও দু'চারটে ভোজপুরী দরওয়ানের আর তোমার হাড় ক'খানা গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে পারি—বুড়ো হ'লেও সে ক্ষমতা রাখি। কি বলব, সত্যে আবদ্ধ, তোমার কথার উত্তর দেওয়াও আমার উচিত নয়।—মা সারদা!

অবগুণ্ঠনবতী সারদার প্রবেশ

এই তোমার স্বামী। যে নারায়ণ সাক্ষী ক'রে তোমায় বিবাহ ক'রেছিল, তোমার সে স্বামী নয়—তার প্রেতমূর্ত্তি! অসমান ঘরে বিবাহ

দিতে আমি বিশ্বেশ্বরকে বারংবার নিষেধ ক'রেছিলেম, কিন্তু সে তা শোনেনি। তুমি সুখে থাক্‌বে ব'লে, গরীব হ'য়েও সে বড় ঘরে তোমার বিবাহ দিযেছিল। এ তোমার স্বামীর প্রেতমূর্ত্তি! এ তোমায় চিনতে চায়না, জানতে চাযনা, তোমাব সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে চায়না। তুমি হিন্দুর মেযে, সতীলক্ষ্মীর গর্ভে তোমার জন্ম, তোমার বাপ আচারবান্ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। এ তোমায গ্রহণ করুক, আর না করুক—তথাপি জেনে রাখ—এ তোমার স্বামী! মানুষ হ'ক, আর প্রেত হ'ক—জেনে রাখ—এ তোমার স্বামী! ইহকালে হ'ক আর পরকালেই হ'ক, এ সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন হবার নয়! এস, স্বামীকে প্রণাম কর, স্বামীর মুখে তোমার কর্ত্তব্য শোন—আমি আজ ঋণমুক্ত! প্রস্থান

ঘন। (স্বগতঃ) What nonsense! যাচ্ছি একটা শুভকাজে—কোথা থেকে এক আপদ এসে জুট্‌ল! বারো বছর যার কোন খোঁজ খবর পাইনি, মনে ক'রেছিলেম সে মবে গেছে; একি জঞ্জাল! বাপটা ম'ল—মেয়েটা ম'র্‌তে পাল্লেনা! আমি এই পাড়াগেঁযে পেত্নীটাকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রব? কখন না—কখন না। আমার কি এতটুকু moral courage নেই? "ডোরা" আমার ভাগ্যবিধাত্রী হবে, এ সময়ে একে আমি ঘবে জাযগা দেব কেমন ক'রে? এখানে সকলে জানে, ছেলেবেলায আমাব একবার বিযে হযেছিল, সে স্ত্রী মবে গেছে। এখন তার বেঁচে থাকা কোন রকমেই উচিত নয়! (প্রকাশ্যে) তুমি দাঁড়িযে রইলে কেন? যার সঙ্গে এসেছিলে, সে বোধ হয় এখনও ফটক পার হয়নি; এই বেলা যাও, নইলে তার সঙ্গ নিতে পারবেনা। তবু দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও!

সান্ধা। কোথায় যাব?

ঘন। কোথায় যাবে আমি কি জানি? এখানে তোমায় কে আস্‌তে বল্লে?

সারদা। কেউ বলেনি, আমি আপনি এসেছি।

ঘন। কেন এসেছ ?

সারদা। কোথায় থাক্‌ব ? আমার তো আর আশ্রয় নেই! পরে দেয়, খাই। পরের গলগ্রহ হ'যে কতদিন থাক্‌ব ? তাই আপনি জোর ক'রে এখানে এসেছি।

ঘন। আমায় না জানিয়ে আসা তোমার ভাল হয়নি। আমায় লিখলেই হ'ত, আমি মাসে মাসে কিছু খোরাকী পাঠিয়ে দিতেম।

সারদা। আগে আগে শিরোমণি জ্যাঠা চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর পান্‌নি। চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায়না, তাই বড়মুখ ক'রে নিজে এসেছি।

ঘন। সাত আট বছর আগে এক একখানা চিঠি পেতেম বটে, কিন্তু তারপর কোন খোঁজ খবর না পেয়ে, মনে করেছিলেম যে তোমরা মরে গেছ।

সারদা। না, মরিনি ; অনেকবার মরবার ইচ্ছা হ'য়েছে বটে, কিন্তু মরিনি।

ঘন। বেশ, না মরেছ না মরেছ! এতদিন যাদের কাছে ছিলে, তাদের কাছেই থাকগে, আমি দয়া ক'রে মাসে মাসে কিছু খোরাকী পাঠিয়ে দেব।

সারদা। যাদের কাছে ছিলেম, তারা আর আমায় কতদিন দেখবে ? এতদিন যে দেখেছে, এই যথেষ্ট। আর, আমার স্বামী বর্ত্তমানে আমি পর-ঘরী পর-ভাতী হ'য়ে থাক্‌ব কেন ? কি অপরাধে তুমি আমার খোঁজ করনি ? কি অপরাধে আমি পরের গলগ্রহ হ'য়ে থাকব ? কি অপরাধে আমি তোমার সেবা ক'রতে পাবনা ?

ঘন। অপরাধ তোমারও নয়, অপরাধ আমারও নয়,—অপরাধ ধর্ম্মের

গোঁড়ামীর—অপরাধ কুশিক্ষার! যাই হ'ক, আমি এখন বড় ব্যস্ত, কথা-কাটাকাটি ক'রে সময় নষ্ট করবার অবসর আমার নেই। ছেলেবেলায় বাপ মা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন—তখন জ্ঞান হয়নি, ভাল মন্দ বোঝবার ক্ষমতা জন্মায়নি। বিলাতী সমাজ হ'লে আমি তোমায় divorce কর্‌তেম; তা হ'লে তোমার আর কোন কষ্টই থাকৃতনা, আপনার পথ আপনি দেখে নিতে পারতে। কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ—মূর্খের সমাজ। কিছু কষ্ট তোমায় সইতেই হ'বে। তবে আমি অনুগ্রহ ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমায় খরচ পাঠাব, কিন্তু তুমি কাউকে পরিচয় দিওনা যে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ ছিল বা আছে। আজ তুমি যাও—কাল হ'ক পরশু হ'ক, যে বুড়োর সঙ্গে এসেছ, তাকে একবার পাঠিয়ে দিও, যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'র্‌ব।

সারদা। কি ব্যবস্থা ক'র্‌বে? পেটের ভাত? এতদিন চলেছে, আর যে ক'দিন বাঁচব,—একমুঠো ভাত—কার বাড়ী হাত পাতলে আমায় কে না দেবে? কিন্তু আমার মান, আমার মর্য্যাদা, আমার ধর্ম্ম—তার কি ব্যবস্থা কর্‌বে? দু'টো ভাতের জন্য আমি পথে পথে দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াব—আর লোকে দেখে, আমায় নিয়ে, হাস্‌বে, বিদ্রূপ ক'র্‌বে, রহস্য ক'র্‌বে—অনাথিনী আশ্রয়হীনা—দুষ্টলোকের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে কে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে? স্ত্রীলোক—আমিই বা কোন্‌ সাহসে শিয়াল কুকুরের মত পথে পথে বেড়াব? আমায় গ্রহণ কর না কর—আমি তোমার স্ত্রী—তোমার বাড়ীতে থেকে, তোমার বাসন মেজে, রাজরাণীর গর্ব্ব নিয়ে আমায় এখানে বাস ক'র্‌তে দাও—আমি তোমার মাসোহারার ভাত খেতে চাইনি।

ঘন। তা হবার উপায় নেই। বারো বছর আগে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়েছিল, এইটুকু আমার মনে আছে। কিন্তু তোমার উপর

আমার কোন রকম মমতা বা ভালবাসা নেই--থাক্‌তে পারেনা। আমার মাসোহারার ভাত খেতে না চাও, আপনার পথ আপনি দেখ ; আমার এখানে তোমায় আমি রাখতে পার্‌বনা। Nonsense ! (ঘড়ী দেখিয়া স্বগতঃ) পাঁচটা বাজে, আর দেরি কল্লে ডোরার সঙ্গে হয়তো দেখাই হবেনা।—আহা ! কতক্ষণ তাকে দেখিনি ! (প্রকাশ্যে) তোমার কথা আমি শুনেছি, আমার উত্তরও তুমি পেয়েছ, আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। আমার এখানে অন্য স্ত্রীলোক কেউ নেই, আমি চলে গেলে কেবল চাকর-বাকর দরওয়ান্‌রাই থাকবে ; অপরিচিতা—তোমাকে এখানে দেখলে তারা অপমান ক'র্‌বে।

সারদা। অপমান ক'র্‌বে ? এর চেয়ে আর কি অপমান হবে ? বড় আশা ক'রে আমি তোমার কাছে এসেছিলেম। সকলে বারণ ক'রেছিল, ব'লেছিল—কল্‌কাতায় থেকে তুমি আর হিন্দু নেই, তোমার জাত গেছে। যে বারো বছর স্ত্রীর কোন খোঁজ নেয়নি, গেলেই যে সে স্ত্রীকে নেবে, তার ঠিক কি ? আমি কিন্তু কোন কথা শুনিনি। আমি তোমাকে পাবার জন্য দিনরাত ভগবান্‌কে ডেকেছি। কখনও আমার মনে হয়নি তুমি আমায় নেবেনা, এমনি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে। আমার মন ব'ল্‌ত—'কলকাতায় যা, সেখানে তোর স্বামীকে পাবি।' আমি মনের কথা শুনে এখানে এসেছি। মনের ছলনা বুঝিনি। গুরুজনের কথা না শোনার ফল আমার হাতে হাতে ফলেছে। কিন্তু এখনও তোমার কথা আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে ইচ্ছা হচ্ছেনা ! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি বল—আমায় গ্রহণ ক'র্‌বে ?

ঘন। না—না—না ! হলফ্‌ ক'র্‌তে বল, হলফ্‌ ক'রে বল্‌ছি—"না" ! তোমায় কখনও আমি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বনা—তুমি আমার উপযুক্তই নও !

সারদা। কেন নই ?

ঘন। এ "কেন" বোঝাবার যো নেই। তোমার সঙ্গের লোক বোধ হয় এতক্ষণ চলে গেল। যেখান থেকে এসেছ—আমার দরওয়ান গাড়ী ডেকে দিচ্ছে--সেইখানে চলে যাও। এখানে যদি তুমি কারো কাছে আমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দাও, আমি ব'ল্‌ব—তুমি বেশ্যা, আমাকে বিপদে ফেলে কিছু পয়সা আদায়ের জন্য এই পরিচয় দিচ্ছ। আমার পয়সা আছে, আমার কথা সকলে বিশ্বাস ক'র্‌বে। তোমার ভালোর জন্যই ব'ল্‌ছি, কেন আর অপমানিত হবে ? আমি আর দেরী ক'র্‌তে পার্‌ছিনি. চল্লুম। দরওয়ানকে বলে যাচ্ছি, যে ঠিকানায় ব'ল্‌বে সেই-খানের জন্য গাড়ী ডেকে দেবে।

প্রস্থান

সারদা। উঃ ভগবান্! (বসিয়া পড়িল)

দ্বারবানের প্রবেশ

দ্বার। (স্বগতঃ) বাবু বোল্লে একঠো আউরৎ আছে, উসিকো ওয়াস্তে গাড়ী বোলানে। কাঁহা আউরৎ ? (অন্বেষণ করিয়া) হিঁইতো এক আউরৎ পড়া হায়। (প্রকাশ্যে) কৌন্ ঠিকানামে গাড়ী বোলাতে হোবে ?—(স্বগতঃ) আরে, শোন্‌নে নেহি মিলতা! (প্রকাশ্যে) মায়ি! কোন্ ঠিকানায় গাড়ী হোবে ?

সারদা। (স্বগতঃ) স্বামী—স্বামী! মানুষ হ'ক, প্রেত হ'ক—স্বামী! আশ্রয় দিক আর না দিক—স্বামী! ইহকালে পরকালে এ বাঁধন ছেঁড়েনা! স্বামী—স্বামী!—কোথায় যাব ? শিরোমণি জ্যাঠা বোধ হয় এতক্ষণ চলে গেছেন। কালীঘাটে তাঁদের বাসা। পথে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে কালীঘাটেই ফিরে যাব। যে চিনেও আশ্রয়

দিলেনা, স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিতে বারণ ক'রে গেল, তার চাকরে গাড়ী ডেকে দেবে—এ সাহায্যেরই বা দরকার কি? সেই, পথেই তো ভাসতে হবে—তবে আবার এ সাহায্য কেন? ভগবান্! আমার শ্বাস রোধ কর—আমার বুকের নিশ্বাসে যেন আমার স্বামীর অমঙ্গল না হয়! স্বামী ভাল হ'ক মন্দ হ'ক—তবু আমার স্বামী!

প্রস্থান

দ্বার। এ বাউরা না কা?

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সার হ্যাভারামের বাটীর কক্ষ

'ডোরা-নলিনী ও ক্লারা-কাদম্বিনী

ডোরা। না, Marie Corelli একটু বেশী বাড়াবাড়ি! সমাজের উপর শ্লেষ-বিদ্রূপটা একটু বেশী তীব্র! এ Moralityর lecture আর ভাল লাগেনা।—ক্লারা, তুই পিয়ানো বাজিয়ে একটা গান গা'—সেই গানটা—সেই "মলয় এসেছে আজ মল্লেরি বেশে, কাড়িয়া লইতে যুবতী প্রাণ!"

ক্লারা। যখন কিছুই ভাল লাগছেনা, তখন গান কি আর ভাল লাগবে? হাজার হ'ক তোমার চেয়ে আমি দশ বছরের বড়। আমি জানি—এই সতেরো থেকে বাইশ—এ বয়সে নায়ক-বিহীন নায়িকার নভেল পড়তেও ভাল লাগেনা আর গান শুনতেও ভাল লাগেনা—সব যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। কেমন জান? যেমন—গান নেই, শুধু সঙ্গত চ'ল্‌ছে।

ডোরা। তোর এক কথা! ভাল লাগবেনা কেন? আমার গানও ভাল লাগে, নভেলও ভাল লাগে; তবে monotonyটা আমি একেবারেই পছন্দ করিনা, সেইজন্যই তোকে একটা গাইতে ব'ল্‌ছিলেম। তা তুইতো গাইবিনি, খালি কথা-কাটাকাটি ক'র্‌বি!

ক্লারা। না ভাই, ঘাট হ'য়েছে, আর কথা-কাটিকাটি ক'র্‌বনা। গান গাইতে বল্লে, গানই গাচ্ছি। তবে, "মলয় এসেছে আজ মল্লেরি বেশে"—এ গান আমার আদৌ পছন্দ নয়—most prosaic! ফুরফুরে

হাওয়া, কাল কোঁকড়া চুল কি ফিনফিনে কাপড় উড়িয়ে তোমার মত যুবতীদের সঙ্গে একটু রঙ্গরস করে বটে; সে যে গোলাম আলি কি নবীবক্সের মত মল্ল সেজে তাল ঠুকে রসবতী যুবতীর প্রাণ কেড়ে নেয়, এ কথা স্বয়ং Shelley যদি হলফ্ ক'রে বলেন, আমি বিশ্বাস করিনা।

ডোরা। না ক্লারা, realisticএর সঙ্গে এমন idealএর কল্পনা—মলয়ের সঙ্গে মল্লের উপমা—এ আমাদের একজন আধুনিক কবি লিখেছেন। এমন গান তোর ভাল লাগেনা? Pity! তোর কোন sentiment বোধই নেই!

ক্লারা। তা যাই বল, আমার কিন্তু মনে হয়, মলয় না হ'য়ে উপস্থিত একটা বলিষ্ঠ গরীষ্ঠ মালতীমোহন মল্লের বেশে এলেও একটা Romantic হ'ত! তা যাক, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, একটা গানই গাই।

গীত

সে রসিক শেখর নাগর নটবর
হৃদয়-যমুনা-তটে বাঁশরী বাজায়।
উচাটন আনমন, ঘরে আর নাহি মন,
বিবশা কিশোরী-প্রাণ বনপথে ধায়॥
দোলায়িত অঞ্চল চুম্বিছে চরণে,
সদা বিলসিত চিত মাধব স্মরণে,
চাঁচর চিকুরে ঢাকা চপলা চমকি যায়।
উথলে রস-সাগর, মিলে নাগরী-নাগর,
মোদিনী মেদিনী ভাসে সুধার ধারায়॥

লেডী হ্যাভারামের প্রবেশ

লেডী। Fie! তোরা এখনও গান গাচ্ছিস্? আজ যে Purdah Park এর Openiog Ceremony—সাড়ে ছ'টার মধ্যে সেখানে

পৌঁছতে হবে। আমি বলি তোরা তৈরী হ'য়েছিস্।—ক্লারা, একি ক'রেছিস্? ফুলটা ওখানে না দিয়ে একটু বাঁদিকে হেলিয়ে দে (ক্লারার তথাকরণ) দেখ্ দেখি কেমন চুলের বাহার খুল্‌ল! মরি মরি কি সুন্দর দেখাচ্ছে আমার ডোরাকে! ঠিক যেন ত্রিশ বছরের আগেকার আমি! আমার মেয়ের রূপ নিয়ে দেশ বিদেশে যে এত তোলপাড় হবে, তার আশ্চর্য্য কি! মাসিকপত্রে তোর ছবি দেবার জন্য প্রত্যহ কুড়ি পঁচিশখানা ক'রে চিঠি আসে। ভাল চেহারার ছবি না বা'র ক'র্‌তে পাল্লেতো কাগজের কাটতি হয়না। আমি কোন কাগজে দিতে রাজী হইনি—সাহেব যেমন হাঁদারাম!—কে একজন ওঁর বন্ধু বড় জমীদার, তার কাগজে তোমার একখানা 'ফটো' দিয়েছেন; শুন্‌লেম ছবিও বেরোন, আর কাগজের কাটতিও খুব বেড়ে গেল। এবারে শুনছি তোর নমুনা দেখে, আমার ছবি নিতে চেয়েছে।

ক্লারা। (স্বগতঃ) তা মন্দ হবেনা; মেয়ের ছবিতে কাগজ কাটছে, মায়ের ছবি বেরোলে সম্পাদক কাটবে!

ফুলের সাজী হস্তে উড়ে খানসামার প্রবেশ

খাম। মিসি বাবা, ই ফলার সাজী আউছি; কৌঁটি রখিমি?

লেডী। কে দিলে?

খান। গুটে বচ্ছা সাহেব পরা।

প্রস্থান

ডোরা। বাঃ বাঃ কি চমৎকার ফুল! কে এ ফুল দিলে?

লেডী। তোমায় ফুল দেবার লোকের অভাব কি মা? দেশ বিদেশ থেকে কত রাজরাজ্‌ড়া তোমার রূপের কথা শুনে তোমায় পাবার জন্য

কত ভাল ভাল ভেট পাঠাচ্ছে, এ ফুলও সেই রকম কেউ পাঠিয়েছে বোধ হয়।—ক্লারা, দেখ্‌তো Motor ready কি না ?

ক্লারার প্রস্থান

ডোরা। (স্বগতঃ) রোজ রোজ এ ফুলের ডালি কে আমায় দেয় ? কি চমৎকার ফুল !

উড়ে খানসামার পুনঃপ্রবেশ

খান। ঘণ্টাকরণ সাহেব আউছি।

লেডী। কে ? কুমার ঘনবরণ ? Fie ! তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে !—আচ্ছা, আসতে বল্‌।

খানসামার প্রস্থান

ডোরা ! আবার ঘনবরণ আস্‌ছে। এমন shameless creature তো দেখিনি ! পইপই ব'লেছি আমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবেনা—হ'তে পারেনা—তবু লজ্জা নেই ! আর বাছা, তোমাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য রোজ রোজ এত লোকের ভিড়—আমিতো আর পারিনা—তোমার বাপের উচিত হিসাব ঠিক রাখতে একজন পাকা Book keeper রাখা।

ঘনবরণের প্রবেশ

ঘন। আমার আসতে একটু দেরী হ'য়েছে। আমার সৌভাগ্য, দেরীতে এসেও আপনাদের দেখা পেলেম।

লেডী। হাঁ, আমরাও বেরোচ্ছি আর তুমি এলে। বেশীক্ষণ তোমার সঙ্গে বসে কথা কইতে পার্‌বনা, সাড়ে ছ'টার মধ্যে purdah parkএ যেতে হবে।

ঘন। আমি আপনাদের বেশীক্ষণ detain ক'রবনা। ডোরার জন্য

এই সামান্য উপহার—এই একছড়া মুক্তার শেলি এনেছি—গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করুন। আর আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে স্যাভারাম সাহেবের কি মত আমায় অনুগ্রহ ক'রে বলুন, আমি আশাপথ চেয়ে আর কতদিন থাক্‌ব ?

লেডী। মাফ্ কর কুমার বাহাদুর, তোমার এ উপহার নিয়ে তোমাকে অনুগৃহীত ক'র্‌তে পাল্লেম না ব'লে বড়ই দুঃখিত হচ্ছি। আর, ডোরার সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা ? দেখ, তুমি যদি "কুমার" না হ'য়ে "মহারাজা" কি অন্ততঃ একটা রাজাও হ'তে—তা হ'লে ডোরার স্বামী হ'বার কতকটা দাবী তোমার থাকৃত। কোন স্বাধীন রাজারাজ্‌ড়া Feudatory Chief না হ'লে আমার মেয়ের বিয়ে দেবনা।

ঘন। (স্বগতঃ) এও কি সম্ভব ? আমরা সাতপুরুষে জমীদার, বাপ-পিতামহ "রাজা" "মহারাজা" ব'লেই Governmentএর কাছে সম্মান পেয়ে এসেছেন,—একটা কসাইয়ের মেয়ে—ব্যবসা ক'রে বড়লোক—পয়সা হ'য়েছে—আর সাহেবী চাল-চলন ব'লে অনুগ্রহ ক'রে যার সঙ্গে আমরা মিশি—তার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে আমি উপযাচক—সেটা এরা সৌভাগ্য ব'লে মনে কল্লেনা ! কি স্পর্দ্ধা !!

লেডী। বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে নাই হ'ল, আমাদের বাড়ীতে কি ব'স্‌তেও নেই ? শুধু বিয়ের সম্বন্ধ নিয়েই তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নয়তো ?

ঘন। লেডী স্যাভারাম আপনি এখনও বিবেচনা ক'রে দেখুন। আমায় নিরাশ ক'র্‌বেন না, আমি যথার্থই ডোরাকে ভালবাসি, আমার পূর্ব্বপুরুষদের 'রাজা' উপাধি ছিল ; আমি এখন কুমার, কিন্তু আমার জমিদারীর যা আয়—আমি পয়সা খরচ কল্লে "রাজা" থেকে "Heredi tary অধিরাজ" পর্য্যন্ত হতে পার্‌ব, সে ভরসা রাখি। আমি জানি,

স্যাভারাম সাহেবের স্বতন্ত্র মত কিছুই নেই, আপনি যা বলেন তাই হয়। আপনি অমত ক'র্‌বেন না।—ডোরা! তুমি কথা কচ্ছনা যে? তুমি আমার হ'য়ে বল।

ডোরা। আমায় মাফ ক'র্‌বেন, আমি নিতান্তই আপনার অযোগ্যা।

ঘন। মুখ ফেরালে ডোরা? মুখ ফেরালে? তুমি আমার যোগ্যা কি অযোগ্যা, সে বিচার তোমার নয়—আমার।

লেডী। এত ব'ল্‌তে হবে কেন? কোন কথাই হ'তনা—যদি তুমি 'রাজা' কিম্বা 'মহারাজা' হতে। 'কুমারের' 'কুমারী' হবার জন্য আমার মেয়ে জন্মায়নি। তুমি ছেলেবেলা থেকে আস যাও, তোমাকে বাড়ীর ছেলের মতই দেখি, এই জন্য ডোরাকে তোমার সঙ্গে মিশতে দিই। তুমি মনে মনে আমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার দুরাশা ক'রেছ জানলে কখনই ডোরাকে তোমার সঙ্গে মিশতে দিতেম না। তার উপর, শুনেছি তোমার একবার ছেলেবয়সে কোথায় এক পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হ'য়েছে।

ঘন। হাঁ হাঁ, বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে স্ত্রী আমার মারা গেছে।

লেডী। তা যাক আর না যাক, সে জানবার আমার দরকার নেই। এই বাঙ্গালাদেশের কাগুজে-কলুমে রাজার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবনা। কোন স্বাধীন রাজা, মহারাজা, সুলতান, নিজাম, না হয় বিলেতের কোন Earl বা Duke—

ঘন। (স্বগতঃ) যথেষ্ট হ'য়েছে! এমন অপমান আমার জীবনে হয়নি। চামড়া বেচে পয়সা—একটা কসাই—তার স্ত্রী ডেকে হেঁকে আমায় অপমান কল্লে!

লেডী। কিছু মনে কোরনা। তোমার সঙ্গে তো আমাদের আজকার পরিচয় নয়? পাড়াগাঁ থেকে যখন প্রথম তোমরা এখানে এলে, আমাদের

সাহেবইতো এখানকার Elite classএর সঙ্গে তোমাদের Introduce করে দেন। তোমার বাপ আমাদের সাহেবের খুব বন্ধুই ছিলেন—তোমার উচিত ডোরার একটা ভাল সম্বন্ধ খুঁজে দেওয়া।

ঘন। তা হ'লে এ উপহার?

লেডী। ও তুমি নিয়ে যাও। যখন তোমার সঙ্গে ডোরার বিয়েই দেবনা, তখন ও উপহার রাখব কেন? এখন তুমি ও রাখ, যদি ইচ্ছা হয়, ডোরার বিয়ের সময় যৌতুক দিও। কিছু মনে কোরোনা,—যেমন আসতে যেতে, এস যেও। জানতো, সাহেব তোমায় ভালবাসেন, আমিও স্নেহ করি।

ঘন। আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হ'লেম। (স্বগতঃ) Nonsense! আজ আমার স্বপ্ন ভাঙল! মনে ক'রেছিলেম ডোরাকে বিয়ে ক'রে সুখী হব—সে আশায় বাজ প'ড়ল! উঃ এত তেজ! এ অপমান কি ক'রে সহ্য ক'র্‌ব? এর কোন প্রতিশোধ নিতে পারি—এদের এই দম্ভ, এই তেজ, এই অহঙ্কার মুছে দিতে পারি?—দেখি কি হয়! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তবে এখন আসি।

প্রস্থান

লেডী। Fie! কি স্পর্দ্ধা এই ঘনবরণের—আমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে চায়? হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন মিষ্টি অপমান করা গেল!

দামোদরের প্রবেশ

দামো। এই যে দিদি, তোমরা এখানে? সমস্ত বাড়ীটা খুঁজে তোমাদের দেখ্‌তে পেলেম না। স্যাভারাম শালাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, সে কোন খবরই ব'ল্‌তে পাল্লেনা। কুমার ঘনবরণ এইমাত্র এখান থেকে গেল না? খুব হাঁস ফাঁস ক'র্‌তে ক'র্‌তে গেল দেখলেম; জল-যোগের

ঘটাটা খুবই হয়েছিল বুঝি ? ন'লের বিয়ের সম্বন্ধ কি ওর সঙ্গেই পাকাপাকি কল্লে ?

লেডী। দামু, তোর দেখছি মাথা খারাপ হ'য়েছে! আমার মেয়ের বিয়ে দেব একটা পাড়াগেঁয়ে জমীদারের ছেলের সঙ্গে ? Fie !

দামো। কেন, দোষটা কি ? ওর বাপতো অগাধ পয়সা রেখে গেছে। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, আমাদের স্বজাত ; তবে একটা পেঁচ আছে—শুনেছি ছেলেবেলায় ওর একবার বিয়ে হ'য়েছিল। বলে, সেটা মরে গেছে। সেটা সত্য কি মিথ্যা একবার খবর নেওয়া উচিত।

লেডী। তোর এখনও সেকেলে ভাব গেলনা। জাত জাত কি ক'র্‌ছিস ? জাতের তোয়াক্কা আমরা কি রাখি ? আমি মেয়ের বিয়ে দেব রাজা মহারাজা নবাব বাদশার ঘর দেখে !

দামো। হাঁ, যেমন আজকাল একটা ঢং উঠেছে—পদ্মমুখী প্যারাঞ্জপে, ক্ষেমঙ্করী খাটোয়া, ললিতা ল্যাঙ্গড়সিং—এ রকম না হ'লে আজকালকার বাঙ্গালী সাহেবদের মেয়ের বিয়ে দিয়ে মন উঠেনা। ছিলে খোলাকাটা বামুনের মেয়ে, চামড়ার ব্যবসা ক'রে শালা শোভারাম পয়সা ক'রেছে, তিনবার বিলেত ঘুরে এসেছে। "শোভারাম চক্রবর্ত্তী" থেকে একেবারে "সার স্যাভারাম চ্যাক্‌রাভাটী"—আর দেশী বলদ পছন্দ হয়না। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে বিদেশী ষণ্ডাষাঁড় দেখে—তা সে মাদ্রাজীই হ'ক, পাঞ্জাবীই হ'ক, শেখই হ'ক, আর টীবেটের লামাসাহেবই হ'ক !

লেডী। Fie এতদিন আমাদের সঙ্গে মিশলি, এত চেষ্টা কল্লেম, তবু কিছুতেই তোকে মানুষ ক'র্‌তে পাল্লেম না—তুই যে দামু সেই দামুই র'য়ে গেলি !

দামো। দিদি, আশীর্ব্বাদ কর, আমি যে দামু জন্মেছি সেই দামু থেকেই যেন এই বাঙ্গালার মাটীতে হাড় ক'খানা মেশাতে পারি। চৌদ্দ-

পুরুষ ধ'রে যে পড়া পড়ে এসেছি, সে পুরাণো পড়া দু'দিন ইংরাজী কপ্‌চে সহজে ভুল্‌তে আমি রাজী নই। আমি স্যাভারাম শালার তত দোষ দিইনা—দোষ তোমার। তোমার বয়স হ'য়েছে, এ বয়সে তোমার এ বিবিয়ানা ঢং—এ কি ভাল দেখায়, না ভাল শোনায়?

লেডী। কি বল্লি দামু, কি বল্লি? আমার বয়স হ'য়েছে? Fie! আমার মুখের উপর একথা ব'ল্‌তে তোর একটু আট্‌কাল না? অন্ততঃ সত্তর বছর না হ'লে কোন অবলাকে বয়স হয়েছে বলা—শুধু ভদ্রতা-বিরুদ্ধ নয়—আইন-বিরুদ্ধ! তোর ব্যবহারে তোর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ রাখতে ইচ্ছা হয়না।

দামো। সম্বন্ধ তুমি না রাখলেও, আমিতো ছাড়ছিনা। তিনকুলে কেউ নেই, বে-থা করিনি, এক জ্ঞাতিসম্পর্কে তুমি বোন্। বিদেশে কাজকর্ম্ম করি, খাটি খুটি, আর মাঝে মাঝে তোমাদের এখানে এসে সাহেবীয়ানা রঙ্গ দেখে মুখ বদলে যাই। নিজেরা যা উচ্ছন্ন যাবার তাতো গেছ, শোধরাবার আর বয়স নেই। তোমাদেরও তো বংশের মধ্যে এই একটা মেয়ে—তা এখনও চীনরাজকুমার কি বোগ্‌দাদ-বসোরার শাজাদা নবাবজাদার সঙ্গে বিয়ে দেবার বাসনা না ক'রে, এদেশী একটা দেখে শুনে কারো সঙ্গে বিয়ে দাওনা—বাড়ীর কাছে থাক্‌বে মনে কল্লেই দেখে আসতে পারবে।

উড়ে খানসামার প্রবেশ

খান। সে হাওয়া-গাড়ী হজীর অছি, ম্যামসাহেব।

প্রস্থান

লেডী। চল্ ডোরা, এদিকেও ছ'টা বেজে গেল।—দামু, তোর idea বড় সেকেলে। আমার এমন মেয়ে—

দামো। দেখলে কে ব'ল্‌বে যে এর বাপ একটা আস্ত বাঁদর!

ডোরা। মামা, তুমি ভারি দুষ্টু! তুমি আস, আর খালি আমার মা'র সঙ্গে কি বাবার সঙ্গে ঝগড়া কর!

দামো। কি ক'র্‌ব মা, জ্ঞাতি-বোন্‌, রক্তের টান, ভগবানের আশীর্ব্বাদে মা-লক্ষ্মীর একটু কৃপা হ'য়েছে, দেশের মানুষ দেশের হয়—দেখতে একটু সাধ হয় বৈকি! তাই প্রাণের জ্বালায় থাক্‌তে পারিনা, দু'কথা বলি। দিদিতো কথায় কথায় সম্বন্ধ তুলে দিতে চায়, তবে আমি নেহাত নিঘিন্নে, দুর্‌দুর্‌ কল্লেও যাই না।

লেডী। দামু, কিছু মনে করিস্‌নি; তুই ভাই, সেইজন্যই তো তোর সঙ্গে ঝগড়া করি। তা তোর তো মুখের আগ্‌ঢাক্‌ নেই! যা, সাহেবের কাছে বসে খানিক গল্প ক'র্‌গে যা, আমরা এই ঘণ্টাখানেকের ভিতর ফিরে আসছি।

দামো। সে শালা চামড়ার ব্যবসা ক'রে শুক্‌নো চামড়ার মত নীরস হ'য়ে আছে। তার খালি পয়সা—পয়সা—পয়সা! সে পৃথিবীতে দু'টো জিনিস চিনেছে—পয়সা আর সাহেব। তা যাও, তোমরাও ঘুরে এস, আমিও দেশের দু'চারজন যারা এখানে আছে, তাদের সঙ্গে দেখাশোনা ক'রে আসি।

ডোরা। মামা, বেশী দেরী কোরোনা, সন্ধ্যার পরই এস, তোমার কাছে আজ কত গল্প শুন্‌ব। (ফুলের সাজী তুলিয়া লইয়া স্বগতঃ) রোজ রোজ কে এ ফুল আমাকে পাঠায়?

লেডী ও ডোরার প্রস্থান

দামো। মেয়েটার সব ভাল, শুধু অত্যধিক আদর দিয়ে আর কুশিক্ষায় এর মাথাটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে। এই এক কি ফ্যাসান

হয়েছে, পয়সা হ'লে আর জাত দেখবেনা, ধর্ম্ম মানবেনা, গরীব জ্ঞাতি-গোত্র যদি কেউ থাকে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ তুলে দেবে! একটা ধুয়ো ধরেছে—বাঙ্গালী দুর্ব্বল হ'য়ে যাচ্ছে, জাতটাকে বলবান্ ক'রতে হ'লে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে হয় লঙ্কায় না হয় Lancashireএ! নিজের জাত-ভাইকে দেখতে পারেনা, মুখে কেবল লম্বা লম্বা বাক্যি—"সাম্য আর সখ্য!" দূর তোর ঝাড়ু মারি তোদের সাম্য আর সখ্যের মাথায়! বেঁচে থাক্‌লে কতই দেখব!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পর্দ্দা পার্ক

পার্ক-বিহারিণীগণ

গীত

বিরহিণী নারী।
সুখ কি বল ঘরের ভিতর কেবল ক'রে পাইচারী॥
সেথা বয়না হাওয়া ফুরফুরে,
গুন্‌গুনিয়ে ভোমরা দু'টো বেড়ায়না ঘুরে,
অন্ধকারে বন্ধ থাকা সারাদিনটী ঝকমারি।
(হয়) বুকশূল নয় হিষ্টিরিয়া কচ্ছে বড় দিক্‌দারী॥
তাই মিসেসদের ব'লে,
নরম গরম কত চাল চেলে,
বেড়াচ্ছি এই ফর্দ্দা মাঠে পর্দ্দা-পার্কের ফেরারি।
(কত) ঘোমটা-খোলা গোলাপ-বেলা-সূর্য্যমুখীর কেয়ারি।
নয়ক-ছাদে—গাছতলায় ব'সে,
নতুন ছাঁদে, নতুন রসে প্রাণ নিয়ে র'সে,
লিখছি সনেট, বুনছি বনেট, পুরুষের কি ধার ধারি।
(হেথা) কুঞ্জ-আড়ে থাকবেনাক কপট কুঞ্জবিহারী॥

চতুর্থ দৃশ্য

বিশ্বনাথের বাটী

মহামায়া ও সারদা

মহা। তা হ'লে এখন কি ক'র্‌বে?

সারদা। কর্‌বার কোন উপায় না দেখে গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌তে গিয়েছিলেম, আপনি বাধা দিলেন। এখন কি ক'রব, আপনিই বলুন।

মহা। আমি রোজই প্রাতঃস্নানে যাই, আজ সময় বুঝতে পারিনি, রাত থাক্‌তে উঠে গঙ্গায় গিয়েছিলেম। ঘাটে কেউ ছিলনা, তোমায় ও অবস্থায় দেখে আমার সন্দেহ হ'ল। মনে হ'ল কোন অভাগিনী জ্বালা জুড়োতে গঙ্গায় ডুবতে এসেছে। আমি তোমার সে কাজে বাধা দিই। তোমার কি জ্বালা তা তুমি আমায় সব খুলে বলনি, তা জানবারও আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার মুখ দেখে বুঝেছি, তোমার বড় অভিমানে বড় ঘা লেগেছে; ছেলেমানুষ—সামলাতে পারনি, ম'রে জুড়োতে গিয়েছিলে।

সারদা। হাঁ মা আপনার অনুমানই ঠিক; সামলাতে পারিনি—এখনও সামলাতে পার্‌ব কিনা তাও জানিনি। সংসারে মুখ চাইবার আমার কেউ নেই, পরের আশ্রয়ে থাকি, পরকে আপনার ক'র্‌তে দেশ ছেড়ে এখানে এসেছিলেম, কপালদোষে পর পরই রইল—আপনার হ'লনা! যাঁর সঙ্গে দেশ থেকে এখানে এসেছিলেম, তিনি অতি সদাশয়। ধর্ম্মতঃ যিনি আমায় আশ্রয় দিতে বাধ্য, তাঁর পায়ে পৌছে দিয়ে তিনি পথে অপেক্ষা ক'র্‌ছিলেন—আমার ভাগ্যে কি হয়, আশ্রয় পাই কি না।

আশ্রয় পেলেম না ; ফিরে আসতে দেখলেম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাপের মমতা বুকে নিয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখেই ব্রাহ্মণ আমার অবস্থা বুঝতে পাল্লেন। বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন—"ভয় কি মা, আমি তোমার বাপ, তুমি আমার মেয়ে, স্বামী যদি তোমায় আশ্রয় না দিলে, আমার আশ্রয় থেকে তুমিতো বঞ্চিত হওনি, আমার সঙ্গে এস।" দুঃখে, কষ্টে, অপমানে, আমি কথা কইতে পাল্লেম না। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাসায় কালীঘাটে ফিরলেম। রাত্রে বাসার সকলে খেয়ে দেয়ে ঘুমোল। আমার চোখে ঘুম নেই—সমস্ত রাত মা কালীকে ডাকলেম। বুঝতে পাল্লেম না, কি পাপে আমার এই শাস্তি! বুঝতে পাল্লেম না, আমার এ জীবন রাখার কি প্রয়োজন! কিছু ঠিক ক'রতে না পেরে মনে ক'ল্লেম গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরি। কিন্তু মা, আমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে—মরা হ'লনা ; ভগবান্ কোথা থেকে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমার মৃত্যুর পথ রোধ ক'ল্লেন।

মহা। এ ব্রাহ্মণ তোমার কে ?

সারদা। আমার বাপের বন্ধু, প্রতিবেশী, গ্রাম সম্পর্কে আমার জ্যাঠা।

মহা। তোমার বাপ কতদিন মারা গেছেন ?

সারদা। আমি যখন খুব ছোট তখন আমার মা মরেন ; যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমার বয়স ন' বছর। বিয়ের ছ' মাসের মধ্যে বাবার মৃত্যু হয়। কি মাতৃকুলে কি পিতৃকুলে এক জ্ঞাতি পিসী ভিন্ন এখন আর কেউ নেই।

মহা। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ?

সারদা। যে স্বামী আশ্রয় দিলেন না, যে স্বামী তাঁর পরিচয় দেবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত কল্লেন, সে স্বামীর বাড়ীর কথা কেমন ক'রে

বলি? আমি গরীব, তিনি বড়লোক। পরিচয় দিলে তাঁর মর্য্যাদা-হানি, সেই জন্য তিনি পরিচয় দিতে নিষেধ ক'রেছেন, সে পরিচয় দিতে তো পারবনা।

মহা। বুঝলেম সব। অর্থের লোভে বাপ বড় ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিল, স্বামী গরীবের মেয়ে ব'লে গ্রহণ ক'রতে চায়না। পরিচয় দিতে যখন তুমি ইচ্ছুক নও, তখন তোমার পরিচয়ও আমি জানতে চাইনা। কিন্তু আমার একটী কথা রাখবে কি?

সারদা। কি বলুন।

মহা। তুমি হিন্দুর মেয়ে, তোমার তো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই! যতদিন কুমারী ছিলে, ততদিন তোমার পিতৃদত্ত জীবন সম্পূর্ণ পিতারই আয়ত্তাধীন ছিল। যখন তুমি বিবাহিতা, তখন তোমার জীবন-মরণের ভার তোমার স্বামীর—তা সে স্বামী তোমায় গ্রহণ করুন আর নাই করুন। অভিমান? দুঃখ? যদি সইতেই না পারবি তো হিন্দুর ঘরে, বাঙ্গালীর মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিলি কেন? ম্লেচ্ছের ঘরে জন্মাতে পারিস্‌নি?—টুস্‌কীর ভর সইতনা, ভেঙে পড়তিস্! সযবার জন্যই তো বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম। যে বড়, সেই সয়। বাঙ্গালীর মেয়ের এই সহ্যগুণ আছে বলেই বাঙ্গালীর মেয়ে মানুষ হ'য়েও দেবী! কিন্তু মা, দেবীর ঘরে দেবীর গর্ভে জন্মে পিশাচীর মত আত্মহত্যা ক'র্‌বি? ছিঃ!

সারদা। কি ক'রব?

মহা। রামচন্দ্র সীতাকে বর্জ্জন করেছিলেন—সীতা কি ক'রে-ছিলেন? হৃদয়-মন্দিরে রামের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিত্য চোখের জলে তাঁর পা ধুইয়ে দিতেন—মনে মনে ফুল চন্দন দিয়ে স্বামীর মানস-পূজা ক'র্‌তেন। তুমি মা যুবতী, সুন্দরী, একা সংসার-সমুদ্রে আপনাকে না ভাসিয়ে দিয়ে, তোমার পরিত্যক্ত পিতৃ-গৃহেই ফিরে যাও। মনে মনে

তোমার রামচন্দ্রের মূর্ত্তি গ'ড়ে তাঁর পূজা কর ; সইতে এসেছ, সও। আর জন্মে কার স্বামী কেড়ে নিয়েছিলে, এ জন্মে এই হ'ল—তপস্যা কর—পরজন্মে যেন তোমার রামচন্দ্রকেই স্বামী ব'লে পাও—স্বামীর ঘর ক'রে সুখী হও।

সারদা। আপনি আমায় মহাপাপ থেকে বাঁচিয়েছেন, আপনার কথা আমি ঠেল্‌বনা। বেশ, মনকেই বোঝাব—সইতে এসেছি, সইব। বাড়ী ফিরে যাব। কিন্তু মা কালীঘাটে শিরোমণি জ্যাঠাকে খুঁজে বা'র ক'র্‌ব কেমন ক'রে ? আমি তো এখানকার কিছুই জানিনা !

মহা। সে ভার আমি নিচ্ছি। দু' একদিন আমি তোমাকে আমার এ কুটীরে স্থান দিতে পার্‌ব, তবে বেশীদিন তোমায় আমি রাখতে পারবনা। আমার ছেলে আছে, সে যুবক ; অনাথিনী নিরাশ্রয়া তুমি, আমার এখানে বেশী দিন থাকা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তোমার উচিত নয়। আমি আজই আমার ছেলেকে ব'লে কালীঘাটে তোমাদের দেশের লোকের সন্ধান করাব। যতদিন সন্ধান না হয, নিশ্চিন্ত মনে তুমি এখানে থাক। তুমি আমার মেয়ে ; কায়মনোবাক্যে মায়ের প্রাণ নিয়ে আমি আমার কুলদেবতাকে ডাকব, তিনি যেন আমার এই অনাথিনী মেয়ের উপায় ক'রে দেন।

সারদা। তোমার পায়ের ধূলো আমায় দাও, তোমার মনের বল, তোমার তেজ, তোমার প্রাণ আমায় দাও, আশীর্ব্বাদ কর—যেন আমার এই নতুন মায়ের মুখ রাখতে পারি।

মহা। তুমি এস, বেলা হ'ল, খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করিগে। বিশ্বনাথ আসুক, তার বোনের বিলি আজই ক'র্‌ব।

উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ঘনবরণের বাগান-বাটী

ঘনবরণ, প্যারীচাঁদ ও শ্যামলাল

শ্যাম। কুমার বাহাদুর, কিছু ভাববেন না, কিছু ভাববেন না। এবারে ইহুদীর মেয়ে দেখে আপনার সম্বন্ধ ক'র্‌ব। নয়, বলেন তো কোন বিলাতী থিয়েটারের একট্রেস্—এমন তো রাজারাজ্‌ড়ার ঘরে আজকাল চল্‌ছে।

ঘন। সে পরের কথা পরে। এখন এই অপমানের শোধ নিই কি ক'রে? মাগী নাক নেড়ে বল্লে "রাজারাজড়া হ'লেও কথা ছিল, কুমারের কুমারী হবার জন্য আমার মেয়ে জন্মায়নি!" এ তেজ তার ঘোচাতে পারি—একটা ভিখিরীকে ধ'রে মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে পারি!

প্যারী। হাতে হাত দাও দাদা, হাতে হাত দাও। এতদিন মনে মনে গুমরে ছিলেম, কাউকে ফুটিনি। যখন তুমিই ব'লে ফেল্লে, তখন আর আমার চুপ ক'রে থাকাটা ভাল দেখায়না। আরে brother, আমাকেও তো মাগী ঐ ব'লে তাড়িয়েছে! আমি কি চেষ্টা করিনি? পানি না পেয়েতো হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি।

ঘন। বলিস্ কি প্যারী, বলিস্ কি? আমার মত তোকেও ঐ ব'লে তাড়িয়েছে? আঃ! বুক থেকে যেন একটা পাহাড়ের বোঝা নেবে গেল! একেই তো বলি ব্যথার ব্যথী!

প্যারী। Birds of the same feather! Peg চালাও শ্যামলাল, Peg চালাও।

শ্যাম। চালাব বই কি বড়বাবু, চালাব বই কি। একটু টেনে সজীব হ'য়ে নিন্—শ্যামলাল যখন আছেন, কিছু ভাবতে হ'বেনা, সব ব্যথা জল ক'রে দেব। সাতপুরুষ আমাদের ঘটকালী ক'রে গেছে। আমি ইংরাজী শিখে ঘটককে ঘটক, দালালকে দালাল। আমি থাক্‌তে কারো বুকের ব্যথা রাখবনা, সব জুড়িয়ে দেব, সব জুড়িয়ে দেব। এই দেখুন না, দু'জনেরই এমন সম্বন্ধ ক'রে দেব, যে ক'নে দেখলেই একেবারে দাঁতকপাটী!

ঘন। না, বিয়ে আমি আর ক'র্‌বনা—আমি বেদান্ত প'ড়্‌ব—গেরুয়া নেব—মেয়েমানুষ দেখলে "বাজিনঃ শতহস্তেন!"

প্যারী। শুধু "শতহস্ত" কল্লে কি হবে? এর একটা শোধ নেওয়া যেত!

ঘন। শোধ নিতেই হবে, যেমন ক'রে হ'ক, শোধ নিতেই হবে—যত পয়সা লাগে। যদি শোধ না নিই, প্যারীলাল, জেনো কেশবরায়ের ঔরসে আমার জন্ম নয়!

শ্যাম। অ্যা—হ্যা—হ্যা! একেবারে কটু দিব্যি ক'রে ফেল্লেন?

প্যারী। আচ্ছা ঘনবরণ, তুই অমন কথায় কথায় কটু দিব্যি ক'রিস্ কেন বল্‌তো? ও রকম দিব্যি কি ক'রতে আছে?

ঘন। নে নে, তোর হিতোপদেশ রাখ্, দিব্যি না ক'রে কি ক'র্‌ব বল্? জীবনে এত মিথ্যা কথা বলা গেছে যে ও রকম দিব্যি না ক'র্‌লে মনে হয় শালারা আমার কথা মোটেই বিশ্বাস ক'র্‌ছেনা।

শ্যাম। আজ্ঞে, তা বেশ ক'রেছেন, ও মুখের কথা বইতো নয়, বেশ ক'রেছেন। আর এই তো বেটাছেলের কথা—শোধ নিতেই হবে! পয়সা খরচ কল্লে আবার শোধ নেবার ভাবনা?

(নেপথ্যে)। Three cheers for the Prince! Hip Hip Hurrah!! যুবরাজ বাহাদুরের জয়!!!

প্যারী। কে বাবা 'জয় জয়' ক'রে নেশা ছুটিয়ে দিলে? এ আবার

কোন্ শালা যুবরাজ? যুবরাজ আবার কে? এ অঞ্চলে কেউ যুবরাজ আছে, কৈ তাতো শুনিনি।

ঘন। Prince! Prince আবার কে? এখানেতো রাজার ছেলেকে কুমার বাহাদুর ব'লেই ডাকে। Nonsense!

শ্যাম। ও সব আজকাল একটা ফ্যাসান হয়েছে। ডাকের কাজ করা শোলার মুকুট প'রে কেউ রাজা হচ্ছে, কেউ 'Prince of Burgundy' হচ্ছে—এ সেই রকম কেউ একটা হবে বোধ হয়।

(নেপথ্যে)। Long live the Prince! Long live our Prince Vishwanath!

প্যারী। ও বাবা! এতো শুধু Prince নয়, এ যে আবার Prince বিশ্বনাথ!

শ্যাম। আজ্ঞে, হ'য়েছে, এবার বুঝতে পেরেছি, এ বেটা আমাদের টালীগঞ্জের "পাগলা বিশে"! কোন খেলায় বোধ হয় জিতেছে, তাই ছোঁড়ারা আমোদ ক'রে ওকে ঘরে পৌছে দিতে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের ছোঁড়ারা ওকে Prince ব'লেই ডাকে; আপনারা শোনেন নি?

প্যারী। না, সে সৌভাগ্য এতদিন হয়নি।

ঘন। ওর বাড়ী কোথায়?

শ্যাম। এই পাড়ায়। ওর বাপের নাম দয়াল ভট্চায্। সে বড় লোক ছিল ভাল, সকলে তাকে দয়াল ঠাকুর দয়াল ঠাকুর ব'লে ডাকৃত।

ঘন। দয়াল ঠাকুরের ছেলে Prince বিশ্বনাথ! বাপকে 'দয়াল-ঠাকুর না ব'লে 'Maharaja of Scindhia কি Holkar' বল্লেইতো মানাত!

শ্যাম। আজ্ঞে না, ওর বাপ খুব লোক ছিল ভাল, ধর্ম্মভীরু ছিল, সদাগরী আপিসে কি কাজ ক'র্ত আর পূজা-অর্চ্চা নিয়েই থাকৃত।

প্যারী। মহারাজ-পুত্র Prince এখন করেন কি ?

শ্যাম। কিছু করেনা, বাপ কিছু রেখে গিয়েছিল, আর ছেলেও খুব চৌখস—ইংরাজিতে যাকে বলে Genius—আজকালকার বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যা'। Genius অসাধ্য কিছুই নেই,—দুঃখ কেবল যা অন্নবস্ত্রের।

ঘন। তা হ'লে শুধু Prince নয় ? Prince—আবার Genius !

প্যারী। Peg চালাও বাবা, Peg চালাও, মনটা অমাবস্যার অন্ধকারের মত হ'য়ে আছে, একটু জোনাকী ঝিলিক্ মারুক !

শ্যাম। আজ্ঞে, Peg তো চলবেই, হুকুম করেন তো দুই একজন বাইজী নিয়ে আসি ; শুধু Pegএ কি এ অমাবস্যাব অন্ধকার যাবে ? একটা আধটা দোয়েল কোকিল না ডাক্‌লে জোচ্ছনা ফুটবে কেন ?

প্যারী। বাইজীতে সুবিধা হবেনা বাবা। শ্যামলাল, তুমি কুচ্ কাম্‌কা নেহি ! মাসে মাসে যে অতগুলো ক'রে টাকা নাও, নতুন মেয়েমানুষ আমদানী কর্‌বার জন্য—কৈ তার তো অনেকদিন কিছু নমুনা দেখিনি ! দু'একটা নতুন সন্ধানে থাকে, ছাড়না বাবা, মুখ বদলাই হ'ক—ডোরার প্রেমেতো গয়ার পিণ্ডি প'ড়ল !

শ্যাম। কি ব'লব বড়বাবু, বাজার বড় মন্দা প'ড়েছে। গেরস্থর বৌ ঝি সহজে আর বাড়ী থেকে বেরোতে চায়না। নইলে বামী বৈষ্ণবী চেষ্টার কসুর ক'র্‌ছে না—আর শান্তিপুর, অগ্রদ্বীপ, মেদিনীপুর, কল্‌কাতার আশপাশে সবদিকেই তো লোক লাগান আছে ; তবে আজকাল আমদানী কম। লড়াইয়ের দরুণ সব জিনিসই আক্রা।

ঘন। না আর মেয়েমানুষে কাজ নেই। কাল এক অপয়া মেয়েমানুষ দেখে বেরিয়েই শালা স্যাভারামের বাড়ী তাড়া খেয়েছি।

প্যারী। দূর বেল্লিক ! মেয়েমানুষ কখনও অপয়া হয় ?

ঘন। By the bye. শ্যামলাল, তোমার Prince উপাখ্যান বল, শুনে একটু অন্যমনস্ক হই। আমি যতক্ষণ প্রতিশোধ নিতে না পারছি, ততক্ষণ কিছুতেই স্থির হ'তে পারছিনা।

শ্যাম। আজ্ঞে, ও আর কি শুন্‌বেন। নোটো ছেলে, বয়স এমন কি বেশী, বাইস কি তেইস, বছর আট দশ হ'ল বাপটা মারা গেছে, তা বেটাচ্ছেলেকে বেশী কষ্ট পেতে হয়নি, বাপ যৎকিঞ্চিৎ রেখে গিয়েছিল। মনে কল্লে পাশ ক'র্‌তে পার্‌ত; দুর্ভাগ্যবশতঃ তা করেনি—Genius কিনা!—তবে শুনেছি সংস্কৃত জানে, ইংরাজী জানে, গান বাজনায় বেশ দখল আছে, এমন ছবি আঁকে—বড় বড় পোটোদের হারিয়ে দেয়; বাঙ্গালা জানতে হয়না—না জেনেই কবিতা লেখে, নাটক লেখে, কাব্যি লেখে; গায়ে ক্ষমতাও আছে খুব—রামমূর্ত্তি এল, তার কসরৎ দেখে নিজেই বুকের উপর পাথর রেখে ভাঙতে আরম্ভ কল্লে; Football, Tennis, Cricket-খেলায় গোরাদের হারিয়ে দেয়; গেরস্থর ছেলে—কিন্তু খুব লেফাফা-দোরস্ত, চাল চলন সব বড়লোকের মত, নবাবী-কেতা; ছেলেরা এর ভারি গোঁড়া, এর রকম-সকম দেখে সকলে Prince ব'লে ডাকে।

প্যারী। অদ্ভুত জীব! চাকরী-বাকরী কিছু করেনা কেন?

শ্যাম। আজ্ঞে, কর্‌বার যো কি—Genius কি না! আরও একটু পেঁচ আছে।

ঘন। আবার পেঁচ কি?

শ্যাম। আজ্ঞে, যে পেঁচে আপনারাও লাট খাচ্ছেন, ছোঁড়াটাও শুনেছি শোভারামের মেয়ের জন্য পাগল! উঠ্‌তি বয়সে পেত্নীতে পেয়েছে, আর কি কাজ কর্‌বার বখৎ রেখেছে?

ঘন। Nonsense!

প্যারী। তাহ'লে শুধু Genius নয়—এর ভিতর একটু Dramatic আছে !

শ্যাম। আজ্ঞে, একটু কেন, বিলক্ষণ আছে।

ঘন। দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই ছোঁড়াটাকে দিয়ে শোধ নিলে হয়না ? বেটা চামড়াবেচা কসাইয়ের মেয়ে,—পয়সা আর রূপের গরবে মাটীতে পা পড়েনা—এই ছোঁড়ার সঙ্গে যদি তার বিয়ে দিতে পারি—তা হ'লে বিলিতী ধরণের প্রতিশোধ নেওয়া হয় ! বুঝেছ প্যারীচাঁদ ?

প্যারী। বুঝে গেছি দাদা ! দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক Peg টেনে নিই। মাথার ভিতর যেন ধুঁয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোমার Prologue বুঝতে পাল্লেম না।

ঘন। দূর গাধা ! এমন জলের মতন—বুঝতে পাল্লিনি ? এই ছোঁড়াকেই একটা বেলুচিস্থানের নবাব কি ভুটানের যুবরাজ সাজিয়ে শালা শোভারামের চোখে ধুলো দিলে হয়না ?

প্যারী। কি ক'রে ?

ঘন। এই বুদ্ধি নিয়ে তুই ডোরাকে বিয়ে ক'র্‌তে গিয়েছিলি ? Nonsense ! বেশ করেছিল, দূর ক'রে দিয়েছিল—আবার বলে "কি ক'রে ?" এখন আছে "বিশে পাগলা"—দু'দিন পরে "Prince" সকৎজঙ্গ" হ'য়ে দাঁড়াবে ! বাড়ী হবে, বাগান হবে, হীরের আংটী হবে, মুক্তোর মালা হবে, মাথায় শিরপ্যাঁচ চড়বে, ডোরার সঙ্গে সম্বন্ধ হবে, প্রেম হবে, কবিতা হবে—তারপর গান্ধর্ব্বমতে মাল্যবদল ! পয়সার সঙ্গে যদি বুদ্ধি থাকে তো কি না হয় ?

শ্যাম। আজ্ঞে, ঠিক অনুমতি ক'রেছেন কুমার বাহাদুর, ঠিক অনুমতি ক'রেছেন। পয়সা থাকলে একজনকে দিয়ে বই লিখিয়ে নিজে গ্রন্থকার হওয়া যায়, ছাপায় চেহারা ওঠে—লম্পট সাধু হয়, মাতাল জোচ্চোর চোর

ভদ্রলোক হয়—আর একজনকে নবাব কি বাদশা সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া যায়না? আপনারা হুকুম করেন তো আমি একহাত খেলাই।

ঘন। শ্যামলাল, তুমি দালালী ক'রে মাথার চুল পাকালে, তুমি খেলাবে না তো খেলাবে কে? ছোঁড়াটার বাড়ী এখান থেকে কত দূর?

শ্যাম। আজ্ঞে, বেশী দূর নয়; এই গলি থেকে বেরিয়ে যে কোম্পানীর বাগান, সেই বাগানটা পার হয়েই এদের বাড়ী।

প্যারী। ওর আর কে আছে বল্লে?

শ্যাম। এক বুড়ো মা আছে, আর তিনকুলে কেউ নেই।

ঘন। Nonsense! রোসো বাবা। মা আছেন, তার আবার বয়েস হ'য়েছে—বুড়ীকে কিছু জান্‌তে দেওয়া হবেনা। ও থিতোনা বুদ্ধির কাছে আমাদের মতলব টেঁক্‌বেনা। ছোঁড়াটাকে চিঠি লিখে এখানে আনাতে হ'বে।

প্যারী। বেশ বেশ, আর কিছু না হ'ক, খুব রগড় হবে! "ঘনবরণ প্যারীচাঁদ এণ্ড কোং—নবাব-বাদশা তৈয়ারির আজব কারখানা! খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়।"

শ্যাম। আজ্ঞে, নীচে একটু লিখে দেবেন "ধারে কারবার নাই।" অনেক বড়লোকে ধারে কেনে, দাম দেয়না। বাঙ্গালাদেশে যত "এণ্ড কোং"—সব ফেল হ'ল ধারে বেচে।

ঘন। তোমরা ভাবছ "রগড়"—আমি ভাবছি "প্রতিশোধ"!

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিশ্বনাথের বাটীর সম্মুখস্থ পথ

বিশ্বনাথ ও বালকগণ

গীত

হিপ্ হিপ্ হুররে ! হিপ্ হিপ্ হুররে !
আমাদের আর কে পারে ?
ব্যাক্ ফর্ওয়ার্ড সমান খেলি যমের দোসর দু'ধারে ॥
দলের কাপ্তেন বিশ্বনাথ,
হেলায় করি বাজীমাৎ,
পাস্ করি বল্ স্থড়ুক্ ক'রে সেণ্টার থেকে কর্ণারে ॥
ধারিনাক বুটের ধার,
খালি পায়েই সামলান ভার,
বল্টী পেলে গোল্টী করি, ঘেঁস্তে দিইনা যারে তারে।
ফিল্ডে নাব্লে সিল্ড্টী নেব কেয়ার কি করি কারে ॥

বিশ্ব। বেশ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ? চল, আমার বাড়ী চল। খুব মেহন্নত হ'য়েছে, একটু জলটল খেয়ে বাড়ী যাবে।

১ম বালক। না, রাত্রি হ'য়েছে, আজ আর যাবনা ভাই, আজ এইখান থেকেই বিদায় হলেম।

বিশ্ব। আর কোথাও ফূর্ত্তি-টুর্ত্তি আছে বুঝি ? বেশ বেশ, Good bye to all of you !

বালকগণ। Long live the Prince ! জয় যুবরাজ বিশ্বনাথের জয় !!

সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

বিশ্বনাথের বাটী

মহামায়া

(নেপথ্যে)। Hip! Hip! Hurrah!

মহা। এই দেখ, পোড়াকপালে বুঝি এক পাল ছেলে নিয়ে আসে! এখনি ব'ল্‌বে এদের খাবার যোগাড় কর। এত বড় ছেলে হ'ল, একটু আক্কেল হ'লনা! বোঝেনা যে কলসীর জল গড়াতে গড়াতে ক'দিন থাকে।

বিশ্বনাথের প্রবেশ

বিশ্ব। পায়ের ধূলো দাও মা। দেখছ এই সোণার পদক, একে কি বলে জান? Medal! Medal! আজ ফুটবল্ খেলায় আমরা গোরাদের হারিয়ে দিয়েছি, এই মেডেল পেয়েছি।

মহা। তোর আক্কেলটা কি বল্ দেখি? সেই সকালবেলা বেরিয়েছিস্, এতখানি রাত্রি হ'ল, আমি বুড়ো মা, মলুম্ কি বাঁচলুম্—সমস্ত দিন একটা খবর নিলিনি? খাওয়া নেই, নাওয়া নেই—খালি খেলা—খালি খেলা? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বয়স হ'তে চ'ল্ল, এখনও ছেলেমানুষী গেলনা? এ ছাইপিণ্ডি নিয়ে কি হবে বল্ দেখি? এর দাম কি?

বিশ্ব। ছাই পিণ্ডি? হাঃ হাঃ! মা, তুমি নেহাত সেকেলে। এ সব জিনিসের দাম হয়না—যশ অমূল্য!

মহা। তোমার কথা তুমিই জান বাবা, আমরা অত শত কি বুঝি? তবে, পাড়ার লোকে নিন্দা করে, বলে "অত বড় ছেলে—মায়ের দুঃখ বোঝেনা—কি ক'রে সংসার চল্‌বে সেদিকে দৃষ্টি নেই!"

বিশ্ব। হাঁ মা, এমন কথা লোকে বলে? আমি তোমার দুঃখ কষ্ট বুঝিনা? বাবা মারা গেলেন, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল; তুমি বুক দিয়ে ঢেকে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত কোন অভাবই জানতে দিলেনা —আর আমি তোমার দুঃখ কষ্ট বুঝিনা? আমি কি এমনি প্রেত, পিশাচ, ভূত?

মহা। না বাবা, তুমি আমার শিবরাত্রির সল্‌তে, তুমি আমার দুঃখ বুঝবেনা তো কে বুঝবে? এখন হাত মুখ ধোও, সমস্ত দিন কিছু খাওনি বোধ হয়? ঠাণ্ডা হও, তার পর—ভগবান মাথায় এক গুরুভার দিয়েছেন —কাল সকালে উঠে তার বিহিত কোরো।

বিশ্ব। আমি তোমার দুঃখ বুঝিনি? বুঝিনি তো এত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখেছি কেন? মা, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, তুমি দেখতে পাচ্ছনা —আমি দেখতে পাচ্ছি—আজ আমি গরীব আছি, একদিন আমি খুব বড়লোক হব, সোণার মন্দির তৈরী ক'র্‌ব—সে মন্দিরে তোমায় বসিয়ে নিত্য তোমার পা পূজা ক'র্‌ব। আমার মা! আমার মা! আমি তার দুঃখ বুঝিনা? আমার একদিকে যেমন তুমি—আর একদিকে তেমনি— না থাক্, আর ভাববনা।

মহা। এইতো বাবা, একটা কাজের কথা বল্‌তে এলেম, অমনি পাগলামো সুরু ক'ল্লে। সারাদিন ছুটোছুটি ক'রে এসেছিস্, আমি যাই তোর খাবার দিইগে। (স্বগতঃ) মা কালী! তোমার চরণে আর কিছু চাইনা মা, আমার ক্ষ্যাপা ছেলে, তাকে একটু সুমতি দিও।

প্রস্থান

বিশ্ব। (স্বগতঃ) মা মনে করে আমি পাগল! মা'র বড় কষ্ট আমি মানুষ হ'লেম না। আমার মানুষ হ'বার পথে প্রতিবন্ধক কে? (একখানি ছবির আবরণ উন্মোচন করিয়া) এই আমার মানস-প্রতিমা! নিত্য ফুল দিয়ে আমি এই দেবীর সজীব মূর্ত্তির পূজা করি, কিন্তু সে জানেনা তার কোন্ ভক্ত তাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দেয়! দিনরাত দেখব ব'লে আমি তার এই মূর্ত্তি এঁকেছি। ছার তুলি! ছার এ চিত্রপট! তুলির সাধ্য কি—চিত্রপটের সাধ্য কি—তার মূর্ত্তি প্রাণময়ী ক'রে আঁকে! আমি পাগল হব—মরে যাব—যদি তাকে না পাই! বেহারী এখনও আস্‌ছে না কেন? আমার চিঠি কি তাকে দিতে পারেনি? আমার বুকের ভিতর ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে! বেহারী এখনও এলনা কেন?

(নেপথ্যে)। বিশ্বনাথ, বাড়ী এসেছ?

বিশ্ব। কেও, বেহারি? এস এস। বাড়ী এসেছি? প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার অপেক্ষা কর্‌ছি।

বিহারীর প্রবেশ

বল ভাই বল, আমার চিঠি তাকে দিয়েছ? কেমন ক'রে দিলে? কা'র হাত দিয়ে দিলে? সে চিঠি তার হাতে পৌছেছে? সে তার উত্তর দিয়েছে?

বিহারী। ঘরে জল আছে?

বিশ্ব। কেন? কেন?

বিহারী। বোসো, আগে একটু জল খাই, ধাত আসুক।

বিশ্ব। বুঝতে পেরেছি ভাই; বড় কষ্ট হ'য়েছে! কৈ? চিঠি কৈ?

বিহারী। এই নাও। (পত্র প্রদান)

বিশ্ব। (দেখিয়া) একি! এ যে আমি তোমায় যে চিঠি দিয়েছিলেম, সেই চিঠি! ও—তা'হ'লে তুমি যাওনি বুঝি?

বিহারী। যাইনি—সে কথা ব'ল্‌তে দিচ্ছিনি; আমি যে গিয়েছিলেম তার সাক্ষী পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছি—এই দেখ।

বিশ্ব। একি! তোমার পিঠে কালশিরের দাগ কেন? কি হ'য়েছে তোমার?

বিহারী। যা হওয়া উচিত তাই হ'য়েছে, আর কি হবে! তুমিও যেমন পাগল, তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমাদেরও একটু আধটু ছিট্ হ'য়েছে।

বিশ্ব। কি হয়েছে খুলে বল, তোমার এ দশা কে কল্লে?

বিহারী। ভোজপুরী দরওয়ান।

বিশ্ব। বল কি?

বিহারী। আর ব'ল্‌ব কি! তোমার চিঠিখানা দরওয়ানের হাতে দিলেম, বল্লেম, "মিস্ ডোরা-নলিনীর চিঠি, একজন বড় কবি পাঠিয়েছেন, উত্তরের জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

বিশ্ব। তার পর?

বিহারী। খুব লম্বা সেলাম ক'রে দরওয়ানজী চিঠি নিলে, উত্তরের আশায় ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেম, খানিক পরে দরওয়ান সাহেব ফিরে এল, তারপর পা থেকে নাগ্‌রা খুলে পিঠে ঘা কতক দিয়ে বল্লে, "যো বাউরা চিঠি দিয়া, উস্‌কো বি ভেজ দেও, ও শ্বশুরাকে ইস্‌মাফিক হাল কর্‌কে ছোড় দেগা!"

বিশ্ব। তোমায় মার্‌লে? কেন, তোমার অপরাধ কি? চিঠিতে তো মন্দ কথা কিছু লেখা ছিলনা। আমি যা লিখেছিলেম,—হাফেজ তাঁর প্রণয়িনীর উদ্দেশে এমন কবিতা লিখেছেন কি না সন্দেহ! এমন

কবিতা প'ড়ে তারা তোমায় মার্‌লে ? বেহারী—ভাই—তুমি কিছু মনে কোরোনা। এ মার শুধু তোমাকে হয়নি ; তোমার অপমানে আমার বুকের এক একখানা পাঁজরা খসে যাচ্ছে ! মানুষ এমন হয় ? পৃথিবীর রাণীকে তাঁর একজন দীন প্রজা যা লিখতে পারে আমি তাই লিখেছিলেম —তার পুরস্কার এই ? বেহারী—ভাই—তুমি স্থির জেনো—আমি এ অপমান কখনও সহ্য ক'র্‌বনা। আমার জন্য তুমি যে লাঞ্ছিত হ'য়েছ, তার শোধ আমি অক্ষরে অক্ষরে নেব !

বিহারী। স্থির হও ভাই, স্থির হও। না বুঝে কাজ কল্লে যা হয়, তা হ'য়েছে। এখন উত্তেজিত হ'য়ে লাভ কি ?

বিশ্ব। লাভ কি ? তুমি কি মনে কর আমি কথার কথা ব'ল্‌ছি ? যাকে আমি দেবী মনে ক'রে কল্পনা-কুসুম দিয়ে পূজা ক'রেছি—তার এই ব্যবহার ! কেন ? কিসের জন্য ?

বিহারী। কিসের জন্য, বুঝতে পার্‌ছনা ? যদি কোন বড়লোক বিদ্রূপ ক'রেও কিছু লিখত, সেটা তারা সৌভাগ্য বলে মেনে নিত। তুমি গরীব, তোমার এ দুঃসাহস করাই অন্যায়।

বিশ্ব। কেন ? গরীব কি মানুষ নয় ? গরীবের কি প্রাণ নেই ? গরীবের দেহে কি রক্ত নেই, মাংস নেই, অস্থি নেই, মজ্জা নেই ? গরীব কি অন্য ধাতুতে গড়া ? যে আগুনে বড়লোক পোড়ে, সে আগুনে কি গরীব পোড়েনা ? যে শীতে গরীবের বুকের রক্ত জমাট বেঁধে বরফ হ'য়ে যায়, সে শীতে কি বড়লোক কাঁপেনা ? বড়লোক—বড়লোক ! গরীব—গরীব ! কেন ? বড়লোকের হৃদয় আছে—গরীবের নেই ? বড়লোকের স্নেহ আছে, মমতা আছে, দয়া আছে, মান আছে, মর্য্যাদা আছে—গরীব কি পাষাণ ?—না,—এ অপমান আমি কখনও সহ্য ক'র্‌ব না—সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌বনা ! বড় যত্ন ক'রে আমি তার ছবি এঁকেছিলেম, টুক্‌রো

টুক্‌রো ক'রে এ ছবি আমি বাতাসে উড়িয়ে দেব!—বেহারী! বেহারী! আমি কি কুঁজো? খোঁড়া? কুৎসিত?

বিহারী। না—তুমি—

বিশ্ব। ভীরু? কাপুরুষ? চোর? জোচ্চোর? মিথ্যাবাদী?

বিহারী। না—তুমি আমাদের—

বিশ্ব। বোকা? বুজরুক? আহাম্মক?

বিহারী। না—তা কেন—তবে—

বিশ্ব। তবে কি? এর চেয়েও হীন?

বিহারী। তুমি গরীব!

বিশ্ব। নিরীহ গরীব কি এতই হীন? গরীবকে কি ভালবাস্‌তে নেই? গরীবের কি উচ্চ আশা থাকৃতে নেই? গরীবের ভগবান্‌ কি স্বতন্ত্র? গরীব জন্মেছে কি শুধু বড়লোকের গোলামী কর্‌বার জন্য? গরীব কাঠ কাঠবে, জল তুলবে, খেয়ে না-খেয়ে, রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে, লাঙ্গল চষ্‌বে—আর বড়লোক শুধু বড় ঘরে জন্মেছে ব'লে, হেলায়-ঘৃণায়—গরীবের ক্ষেতের ফসল খেয়ে গায়ে জোর ক'রে তা'কে চাবকে ছেড়ে দেবে? একদিন পৃথিবীর গরীবরা হাত গুটুক্‌ দেখি—দেখি—বড়লোকের ঐশ্বর্য্য, বড়লোকের অহঙ্কার, বড়লোকের অত্যাচার কোথায় থাকে? দেখি বড়লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে কি না?

(নেপথ্যে)। কে আছো? দরজা খোল। (দ্বারে করাঘাত)

বিশ্ব। কে ও?

(নেপথ্যে)। তোমার বন্ধু।

শ্যামলালের প্রবেশ

শ্যাম। বিশ্বনাথ বাবু কা'র নাম?

বিশ্ব। কেন ?

শ্যাম। তাঁর নামে একখানা চিঠি আছে।

বিশ্ব। কে চিঠি দিয়েছে ? আমার নাম বিশ্বনাথ।

শ্যাম। পড়্‌লেই বুঝতে পার্‌বেন। (পত্রপ্রদান)

বিশ্ব। কে চিঠি দিয়েছে ?

শ্যাম। কুমার ঘনবরণ বাহাদুর।

বিশ্ব। (পত্রপাঠ) "যুবক ! যদিও তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তথাপি আমি তোমার মনোভাব জানি। তুমি যাকে ভালবাস, তার সামাজিক অবস্থা তোমাপেক্ষা অনেক উচ্চ। আমি তোমার আশা পূর্ণ করিতে পারি। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, ডোরা-নলিনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব। যদি সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা থাকে, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে পত্রবাহকের সঙ্গে আমার নিকটে এস। জেনো, আমি তোমার বন্ধু ও হিতৈষী।"

একি ! আমার চক্ষু কি আমায় প্রতারিত ক'র্‌ছে ? এ কি সত্য, না ইন্দ্রজাল ?—কোথায় গেলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হবে ?

শ্যাম। তিনি নিকটেই তাঁর বাগানবাড়ীতে আছেন, যদি দেখা কর্‌বার কোন বাধা না থাকে, আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

বিশ্ব। (স্বগতঃ) প্রেম আর প্রতিহিংসা ! তোমাদের মধ্যে কার শক্তি অমোঘ ? (ছবির নিকট গিয়া) এই যে ! এ মুখে এখনও হাসি ফুটে র'য়েছে ! আমি মূর্খ—আমি উন্মাদ ! এখনও কি আমি তাকে ভালবাসি ? না—না—না—আমি এতদিন আমার কল্পিত মানস-প্রতিমার পূজা ক'রেছি, সত্য ডোরাকে আমি আর ভালবাসিনা—ভাল-বাস্‌তে পারিনা—ভালবাসা উচিত নয় ! ঘৃণার প্রতিদান ঘৃণা—ভালবাসা নয় !—(প্রকাশ্যে) বেহারী ! তোমার অপমানের প্রতিশোধ আমি নেব

—নেব—নেব। আমার মাথা ঘুরছে, পৃথিবী যেন পায়ের নীচে থেকে সরে যাচ্ছে! তা যাক, তবু আমি প্রতিহিংসা নিতে ভুলব্না। হে অজ্ঞাত বন্ধু! তুমি দেবতা কি সয়তান জানিনা, তবুও আমি তোমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত—চল।

প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সার স্থাভারামের কক্ষ

সার স্থাভারাম ও দামোদর

দামো। জালন্ধরের যুবরাজ ?

স্থাভা। হাঁ, তাইতো পরিচয় পেলেম। আমার চৌরঙ্গীর বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। বয়স কম, কিন্তু খুব Polished। এখানকার কেউ জানেনা, Incognito এসেছে। মেজাজ খুব আমীরী। বড়জোর মাসখানেক থাকবে, আমি তিন মাসের কম ভাড়া দেবনা বল্লেম, কথাটি কইলেনা, তিন মাসের ভাড়াই advance ফেলে দিলে।

দামো। তা বেশ হয়েছে। তবে আমি বলছিলেম, যুবরাজই হ'ক্ আর যেই হ'ক, incognitoই আসুক আর প্রকাশ্যেই আসুক, তার সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা করা, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া— এটা কি রকম কি রকম ঠেকে।

স্থাভা। তোমার সব Primitive idea ! আমাদের উন্নত সমাজে এগুলো দোষ নয়—গুণ। সব বিষয়ে up-to-date না হ'লে দেশের উন্নতি হবে কি ক'রে ? আমরাই তো example set ক'রে Massকে টেনে তুলব !

দামো। বেশ, যা ভাল বোঝেন, করুন। আমাদের Conservative idea, বয়স কম হ'লেও আপনারা সেকেলে ব'লে নাক সেঁটকান্; পয়সার গরম বড় গরম, আপনারা তো কারো কথা শুনবেন না; তবে চিরকাল মাথার উপর কেউ ছিলনা, শাসনকর্ত্রীও জোটেননি যে কারো শাসন মানতে হয়, কাজেই ভয়ে বা খাতিরে উচিত কথা বলতে বড় একটা বাধেনা। যা হ'ক একটা সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে আছে, কাজেই অসহ্য হ'লে দু'একটা অপ্রিয় কথা না ব'লে থাকতে পারিনি।

শ্যাভা। তুমিতো বরাবরই বল, তোমার কথা শোনে কে? কখনও তো ভারতবর্ষের বাইরে পা দাওনি। যদি একবার বিলেত ঘুরে আসতে, তাহ'লে বুঝতে পারতে যে আমরা কত পেছিয়ে পড়ে আছি।

দামো। আজ্ঞে হাঁ, তুলনা সমানে সমানেই হয়, অ-সমানে তুলনা কল্লে ঐ রকম একটা উদ্ভট মনে হবে বইকি। হরিণ যদি বাঘের সঙ্গে আপনার তুলনা করে, তাহ'লে মনে করবে বাঘেব চেয়ে সে অনেক পেছিয়ে আছে। হরিণের নখ নেই, গায়ে বোট্কা গন্ধ নেই, মানুষের ঘাড় ভাঙবার মত ধারাল দাঁত নেই—

শ্যাভা। পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে আমাদের তুলনা অসমান হ'ল বুঝি? তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ; তবে শিক্ষা ও সভ্যতায় তারা আজ পৃথিবীর আদর্শ। আদর্শের অনুকরণ ক'রবনা?

দামো। তা আর ক'রবনা! তবে, মাটী আর জল-হাওয়ার গুণে বাঙ্গালার লাউ কুমড়ো তো বিলাতী Croton কোনকালে হবেনা। আদর্শটা সাগরপারে খুঁজতে না গিয়ে দেশে বুঝি আদর্শের দুর্ভিক্ষ হ'ল? বিলাতী আদর্শে পয়সা রোজকার করেছেন, আমাদের দেশে মুচীতে যে ব্যবসা করে, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, দক্ষের বংশে জন্মে সেই ব্যবসা

ক'র্‌ছেন। মা লক্ষ্মীর তো জাত বিচার নেই, তাঁর অনুগ্রহে বাঁশবেড়ের শোভারাম চক্রবর্ত্তী কলকাতায় ইংরাজটোলায় বাড়ী ক'রে "স্যাভারাম চ্যাক্রাভার্টী" হয়েছেন, মেয়েকে ইংরাজী শিখিয়েছেন, মেম Governess রেখে Ball Dance শিখিয়েছেন, ছিল "নলিনী"—সাহেবী ধরণে নামকরণ করেছেন "ডোরা-নলিনী"—ষষ্টিরামের মেয়ে ক্ষান্তমণিকে Gown পরিয়ে একেবারে ল্যাডী স্যাভারাম ক'রে তুলেছেন—রূপচাঁদের মহিমায় সব খাপ খেয়ে যাচ্ছে—পরিণামটাতো একবার ভাবছেন না!

স্যাভা। পরিণাম আবার কি? আমি যা বিষয় সম্পত্তি করেছি, আমার একটা মেয়ে, তার পক্ষে যথেষ্ট। তার পর, মেয়েটার যদি একটা রাজা-মহারাজার ঘরে বিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে আর আমায় পায় কে?

দামো। কি আর ব'লব বলুন; মার্কণ্ডের প্রমাই নিয়ে জন্মান্‌নি, নইলে, এর উপর যদি আর শতাবধি বছর বাঁচতেন, তাহ'লে হলফ্ ক'রে বলছি—আপনি কিংবা আপনার মত জাত হারিয়ে "সার স্যাভা-রাম" যাঁরা—তাঁরা সকলেই দেখে যেতেন, যে আপনাদের প্রপৌত্রের ছেলে, এখন যতই কেন পয়সা করুন না—এই আমাদের মত 'নড়ে-ভোলা'—সেকেলে ঢংয়ের তিতুরামের বাড়ীতে 'লোবো'র দলের সঙ্গে ভেঁপু বাজাচ্ছে!

স্যাভা। কি রকম?

দামো। ঐ রকম! যা নয়, তা কস্মিন্‌কালে টেঁকেনি, টেঁকবেনা। গাছ পুঁতে যদি ফলভোগ করতে চান, তা, হ'লে আগে মাটী চিনতে হবে। ইংরাজের আসল সদ্‌গুণ যা—তা অনুকরণ করবার ক্ষমতা নেই, সাহস নেই, বুদ্ধি নেই। বাইরের জাঁকজমক দেখে কেবল কাঁচের গেলাস কাঁচের ফানুষে বাড়ী সাজিয়েছেন। একটা দমকা হাওয়ায় সে কাঁচের

আসবাব যখন ভেঙে যাবে, তখন সেই ভাঙা কাঁচ মুক্ত ক'রতে নিজেরই হাত কাটবে। লাভ বড় বেশী কিছু হবে ব'লে মনে হয়না।

স্যাভা। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও, পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের কোন উপকার নেই?

দামো। শিক্ষায় উপকার নেই, এ কথা বলবার মত মূর্খ বোধ হয় আমি নই।

স্যাভা। তাহ'লে পথে এস; এই দেখনা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা কু-সংস্কারের বাঁধ একেবারে ভেঙে দিয়েছি। জাতিভেদ নেই, সমস্ত ভারতবাসীই আমরা এক জাত; ধর্ম্মের গোঁড়ামী নেই, এক ঈশ্বরকেই আমরা সকলে মানি; Touch-me-not-ism একেবারেই আমরা তুলে দিয়েছি; আর একটা মস্ত লাভ—পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই আমরা বুঝেছি —"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

দামো। যা বল্লেন, আগাগোড়া কতকগুলো সাজান মিথ্যা কথা। জাতিভেদ তুলে দিলেন? না নিজের জাতের সঙ্গে চলতে লজ্জিত হ'য়ে পরের জাতে জোড়-কলম বাঁধলেন!—আর, ধর্ম্ম? আপনাদের ধর্ম্মে তো ঈশ্বর নেই—যা করেন Almighty All-powerful Dollar! দেশ চিনেছেন? আগে নিজের বাস্তুভিটার খবর রাখুন, তারপর ও লম্বা কথা "ভারত মাতা" ব'লে গলা ভাঙাবেন। বাঁশবেড়ের মাঠে বাঁশ জন্মায় কি ঘাস জন্মায়, সে জ্ঞান নেই, বলবার সময় "শিয়রে যাহার হিমাদ্রি শিখর" ব'লে বাহাদুরী নেবার ঘটাটা খুব আছে। দেশকে ভালবাসেন? নিজের বাপ পিতামহের নামে পরিচয় দিতে যাদের লজ্জা হয়, তাদের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধ কি? গরীব জ্ঞাতি, গরীব পড়শী,—তারা দু'বেলা আঁচায় কিনা, তার খবর নেবার অবসর নেই—আর Fiji দ্বীপে ভারতের কুলীর দুঃখে দম ফেটে মরে যান। যা শেখবার তাতো শেখেননি,

শিখেছেন কেবল স্বার্থপরতা। কি ক'রে নিজে খেয়ে দেয়ে স্ফূর্ত্তি ক'রে বাবুগিরিতে দিন কাটে, আর সস্তায় একটা Martyr কি Patriot হওয়া যায়, তারি সুবিধা খুঁজতে!

স্যাভা। তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করা বৃথা, তুমি Most unpractical man কোন Responsibility-জ্ঞান নেই, কোন সংস্কার নেই।

লেডী স্যাভারামের প্রবেশ

লেডী। শনিবারেই জলন্ধরের যুবরাজকে At-home দেবার দিন ঠিক কল্লেম। Card ছেপে এসেছে, যাদের যাদের invite করবার দরকার, সেগুলো আজই সেরে ফেলতে পাল্লে ভাল হয়।—দামু, তুই যাবি যাবি বলছিলি, এ ক'দিন আর যাস্‌নি, শনিবার পর্য্যন্ত থেকে যা।

দামো। বেশ, এ ক'টা দিন থেকেই যাই, যুবরাজ দর্শন যদি ভাগ্যে থাকে তো হয়ে যাক। তা তোমাদের এখানে Entertainmentএ বাসা থেকে তো খেয়ে আসতে হবে; Peliti তো ধাতে সইবেনা! তা আমায় নগদ কিছু ধ'রে দিও, আমি কালীঘাটে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ক'রে এসে, তোমাদের Polkaয় যোগদান ক'র্‌ব।

লেডী। তোর কেবল ঠাট্টা, মুখে আগুন আর কি!

দামো। দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আর একবার "মুখে আগুন" ব'লে গাল দাও, বহুকাল পরে তুষ্টিরামের মেয়ে ক্ষান্তমণির মুখে উপযুক্ত গাল শুনে প্রাণটা ধাতে আসুক। আবরণ দিলে কি হবে বল? জাত কাঠ—গালাগাল দেবার সময় ঠিক স্বরূপ বাক্য বেরিয়ে প'ড়েছে। না—তাহ'লে আর একেবারে হাল ছাড়বনা, এখনও দেখছি ধাত আছে।

লেডী। তোর সঙ্গে বসে ফষ্টিনষ্টি করবার সময় এখন নেই, আমার হাতে এখন অনেক কাজ।—তুমি একখানা দশ হাজার টাকার চেক

আমার নামে দাও, আমাকে এখনি Oslerএর বাড়ী যেতে হবে, decoration এর arrangement কর্‌তে।

স্ঠাভা। চল, দিচ্ছি।

দামো। আমারও খোরাকীর কিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিও। শনিবার পর্য্যন্ত যখন আমায় থাকতেই হবে, তখন নিজের পয়সায় আর খাই কেন?

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিশ্বনাথের বাটী

মহামায়া ও বিহারী

মহা। কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা ?

বিহারী। না, কে একজন বড়লোক, নাম শুনলেম ঘনবরণ, তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে একজন এল, তারপর তার সঙ্গে যে সেই চলে গেল, আর এ ক'দিন কোন খোঁজই নেই। আমার যতদূর সাধ্য, খেয়ে-না-খেয়ে সমস্ত টালীগঞ্জ, কালীঘাট, আশপাশ, সব খুঁজে দেখেছি, কেউ কোন সন্ধানই বল্‌তে পাল্লেনা। খুঁজে খুঁজে ঘনবরণের বাড়ীতেও গিয়েছিলেম; সে বড়লোক, তার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পাল্লেম না, দরওয়ানের তাড়া খেয়েই সরে পড়লেম।

মহা। বেহারী, তুই যা কচ্ছিস, আমার পেটের আর একটা ছেলে থাকলে এত ক'রত কিনা বলতে পারিনা। সবই আমার অদৃষ্ট; নইলে একটা ছেলে, তার এমন মতিগতি হবে কেন? সেতো অবাধ্য নয়, তবে কেন এমন হ'ল ?

বিহারী। (স্বগতঃ) কি ব'লে বুড়ীকে বোঝাই। মার উপর টান যে নেই তা নয়; তবে ধার করা প্রাণের টানে ছুটে বেরিয়েছে, এখন কিছুদিনের জন্য মাতৃভক্তি ধামাচাপা থাকবে বৈকি। (প্রকাশ্যে) মাসিমা, বিশু আমাদের বোকা নয়; তাকে যে ভুলিয়ে কেউ কোথায় নিয়ে যেতে পারবে তা আমার মনে হয়না। নিজের খেয়ালেই কোথায় আছে। তোমায় না দেখে আর ক'দিন থাকবে ?

আর আমিও তো সহজে ছাড়ব না। দেখি চেষ্টা করে, যদি সন্ধান কর্‌তে পারি।

মহা। বাবা সত্যনারায়ণের মনে যা আছে তাই হবে, ভেবে কি ক'রব! ভগবান্ এর উপর মাথায় আর এক গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছেন। আমার নিজের ছেলের জন্য যা ভাবনা, তার জন্যও কম নয়। তারই বা কি করি? অনাথিনীকে আশ্রয় দিয়েছি, তারওতো কোন কিনারা করতে পাল্লেম না। কালীঘাটে গিয়েছিলি? মধুসূদন শিরোমণির খোঁজ পেলিনি?

বিহারী। খোঁজ পেলেম, কিন্তু তাতে কোন কাজ হ'লনা।

মহা। কেন?

বিহারী। অনেক কষ্টে, যে দোকানে তারা ছিল, সে দোকান খুঁজে বা'র কল্লেম। দোকানদারও বল্লে, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ব'লে একজন তাদের দোকানে ছিল, তার সঙ্গে অনেক মেয়েছেলেও ছিল; তার মধ্যে একটী মেয়ে বছর ১৯।২০ বয়স, সে একদিন রাত্রে উঠে কোথায় চলে যায়। ব্রাহ্মণ তার কোন সন্ধান না পেয়ে থানায় থানায় লিখে রেখে, আজ দু'দিন হ'ল কালীঘাট থেকে চলে গেছে। সে বলে গেছে বাড়ীর মেয়েদের রেখে আবার এখানে ফিরে আসবে।

মহা। আমিও মেয়েটীকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখাই, ব্রাহ্মণ অনর্থক না ভাবে।

বিহারী। মাসিমা, এখন আমি আসি, সন্ধ্যার পর এসে তোমাকে খবর দেব।

প্রস্থান

মহা। যাই, ব'সে ব'সে ভেবে আর কি ক'রব, পুরুতঠাকুরকে ডেকে পাঠাই, তিনি নারায়ণকে তুলসী দেবার ব্যবস্থা করুন। গোপীবল্লভ যদি

আমার বিশ্বনাথকে আনিয়ে দেন,—নইলে দুখিনী আমি, আমার আর সহায় কে ?

সারদার প্রবেশ

সারদা। মা, তোমার ছেলের কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা ? শিরোমণি জ্যাঠারও সন্ধান পেলেন না ?

মহা। না মা, বেহারী প্রাণপণ ক'রে ঘুরে কারও কোন খোঁজই পেলেনা, তবে শুনে এসেছে তোমার শিরোমণি জ্যাঠা দেশে ফিরে গেছেন, মেয়েদের বাড়ীতে রেখে আবার এখানে আসবেন।

সারদা। মা, আমি অলক্ষণা। তোমার বাড়ীতে পা দিতে না দিতে তোমার এই বিপদ। শিরোমণি জ্যাঠার সঙ্গে এলেম, বরাবর তাঁর গলগ্রহ হয়ে আছি, কিন্তু দেখুন আমার জন্ত তাঁর কি ভাবনা। কেন আমার এ মতিচ্ছন্ন হ'ল ? ডুবে ম'রব ব'লে বাড়ী থেকে না বেরোলে এ সবতো কিছুই হ'তনা।

মহা। এখন আক্ষেপ করা বৃথা। মানুষ আপনার অদৃষ্ট নিয়ে জন্মায়, অদৃষ্টের ভোগ ভোগে, আক্ষেপ ক'রে মন খারাপ করায় লাভ কি ?

সারদা। সমস্ত আশ্রয়ের বাঁধন ছিঁড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, নিরাশ্রয়া আমাকে, আপনি আবার আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছেন। আপনার যা বিপদ, এ সময়ে আপনাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয় ; নইলে মনে হ'চ্ছিল, এ অলক্ষণার সংসর্গে আপনার আরও অমঙ্গল হ'তে পারে— আমি আর আপনার ভার বাড়াবনা, যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব।

মহা। কোথায় যাবি মা ? একা, নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক, পথে বেরোলে পায়ে পায়ে বিপদ, আমারও মেয়ে নেই, এক ছেলে—কোথায় বিবাগী

হয়ে গেল জানিনা—সে একদিনও আমার কাছ ছাড়া হ'যে থাকেনা,—আজ দশদিন যখন তার কোন সন্ধান নেই - তখন নিশ্চয় তার একটা বিপদ হয়েছে। আজ যদি তোকে না পেতেম, বোধ হয় আমার বাক্‌রোধ হয়ে যেত। দেশে চিঠি লেখ, যাঁরা এতদিন তোমার ভার নিয়েছেন, তাঁরা এসে তোমার ভার নিন, আমি নিশ্চিন্ত হই—নইলে তোমায় তো আমি ছেড়ে দিতে পারবনা!

সারদা। মায়ের স্নেহ কি তা কখনও জানিনি, ক'দিন তোমার এখানে আছি, আমার বুকে পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখ, তবু মনে হচ্ছে মায়ের কোলে শান্তিতে আছি? এ আশ্রয় ছেড়ে আমিও যাবনা।

মহা। আমিও তোমায় যেতে দেবনা। আমার একদিকে বিশ্বনাথ, একদিকে তুই। ছেলে আমার নিরুদ্দেশ, তুই যদি না বলে চলে যাস্, আমি মরে যাব, তোর মাতৃহত্যার পাতক হবে।

সারদা। ভাল, দেখি ভগবান্ মা ও মেয়ের কপালে কত দুঃখ লিখেছেন!

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সার স্থাভারামের উদ্যানবাটী

ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদ

ঘন। দেখলে বাবা, কেমন চাল চাল্লেম; একেবারে ঘোড়ার চালে দাবা ধরা পড়ল। এবারে ব'ড়ে টিপে কিস্তি দিলেই মাত! তুমি ভাবছিলে! পয়সায় কিনা হয়? টালীগঞ্জের পাগলা বিশে ওরফে Prince পয়সার জোরে আর আমার বুদ্ধিতে একদম জালন্ধরের যুবরাজ ব'নে গেছে। স্থাভারাম হাঁদারাম, মাগী যা বলে তার উপর কথা কয়না; জালন্ধরের যুবরাজের সঙ্গে যেমন আলাপ করে দেওয়া—ফোতো স্থাভারাম-গিন্নীর আর তার দেমাকে মেয়ের মুণ্ড একেবারে ঘুরে যাওয়া!

প্যারী। আর ছোঁড়াও খুব খেলোয়াড়; এই ক'দিনের ভিতর দেখনা কেমন কাজ এগিয়ে নিয়েছে।

ঘন। হাঁ, ওসব নভেল-পড়া ছেলে; যেমন নায়িকাকে দর্শন অমনি মদনের খরশাণ-বাণবর্ষণ, ডোরা-নলিনীর ঈষৎ কম্পন, আর সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত সমর্পণ। এখন বাকী কেবল মাল্য-অর্পণ, পরে যবনিকা পতন!

প্যারী। আর খুব বুদ্ধি ক'রে খবরের কাগজে বিশ্বনাথের—থুড়ি—জালন্ধরের যুবরাজের রাজবেশের ছবিখানা বা'র করা গিয়েছিল।

ঘন। হাঁ হাঁ বাবা, সব রকম বুদ্ধি চাই। শুধু কি জাল-যুবরাজ সাজালেই হয়? মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় না কল্লে জাল টেঁকবে কেন? তাইতো কিছু খরচ ক'রে কাগজে একটা articleই বা'র করে দিলেম—"জালন্ধরের যুবরাজ ঝগড়া ক'রে রাজ্য থেকে বেরিয়েছেন, তাঁর ফটো

এই, যদি কেউ তাঁর সন্ধান ক'রে দেয় সে দশহাজার টাকা পুরস্কার পাবে।"

প্যারী। আর দেখেছ? ছোঁড়াটার চাল চলনও ঠিক রাজা রাজড়ারই মত; একবারও ধরা পড়বার যোগাড় হয়নি!

ঘন। এ বড়মানুষী চাল চলন ও শিখলে কোথা থেকে? আমরা থতমত খাই, শালা আমাদের উপরও টেক্কা দেয়! আর শালা দু'হাতে পয়সাগুলো খরচ করছে দেখছ?

প্যারী। শালার খরচ করবার রকম দেখে আমার এক এক সময় মনে হয়, আমাদের পয়সা লুটিয়ে দিয়ে যেন আমাদের উপর দাদ তুলছে! জোব্বা-জাব্বা প'রে শালাকে মানিয়েছে দেখেছ? আমার পান্নার নস্যদানী হাতে করে যখন বাগানে ঘুরে বেড়ায়, তখন সত্যই মনে হয় যেন আলীবর্দ্দীখাঁর নাতি!

ঘন। আমার হীরের আংটীগুলো প'রে কি রকম নবাবীটা ক'রে নিলে! আমি একদিনও প্রাণ ধ'রে পরিনি—এ রকম হীরে আজ কাল পাওয়া যায়না।

প্যারী। এই সব হীরে জহরত মুক্তার মালা দেখেই তো শালা স্যাভারাম কি তার গিন্নীর মোটেই সন্দেহ হয়নি।

ঘন। রোসো ভাই, এখন শেষ পর্য্যন্ত টেঁকলে হয়! এই তো সবে নাটক আরম্ভ হয়েছে, যতক্ষণ শালা বিয়ে ক'রে পগার পার না হচ্ছে, ততক্ষণ বিশ্বাস নেই। আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি, মাঝে মাঝে শালা কি ভাবে। যদি খপ্ করে একদিন ধর্ম্মজ্ঞান জেগে উঠে, তাহ'লেই যুবরাজের আমার রাজত্ব করা ঘুরে যাবে। নিজেই হয়তো হাটে হাঁড়ি ভেঙে বসবে!

প্যারী। না না, সে ভয় নেই। আমি দেখেছি যে শালারা খেতে

পায়না—গরীব—তারা বড় একটা কথার নড়চড় করেনা, তার উপর, যখন দিব্যি করে কাজে হাত দিয়েছে, তখন বোধ হয় আর পেছোবেনা।

ঘন। আমার ভয় হয়, শালা স্যাভারামের শালা দামু-মামাকে। তার রকম-সকম আমার বড় ভাল ঠেকেনা। কর্ত্তা গিন্নী আর মেয়েটা নিজেদের স্বার্থেই অন্ধ, কিন্তু ঐ "শিশুপালের বাবা দামু ঘোষ"—শালা দামু মামা বড় ধড়ীবাজ! ও শালা কেমন গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে!

প্যারী। দাঁড়াও, কত দামুই দেখলেম বাবা; আমরা হচ্ছি কলকাতার ঘোডেল, আমাদের কাছে ও দামুটামুর কেরামতি খাট্‌ছেনা। আমি আজকেই নলিনীর সঙ্গে জালন্ধরের বিয়ে দিযে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি।

ঘন। কি ক'রে—কি ক'রে?

প্যারী। সে সব যোগাড় ক'রে রেখেছি হে! তোমার একারই বুদ্ধি আছে, আমাদের কি নেই? "Blasphemy" কাগজের আজকের Evening Edition এ বেরোবে, "জালন্ধবের মহারাজা মৃত্যুশয্যায়, তাঁর একমাত্র পুত্র নিরুদ্দিষ্ট; তিনি যদি রাজ্যাধিকার চা'ন, বাপের সঙ্গে শেষ দেখা করবার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে এই খবব পাবামাত্রই যেন দেশে ফিরে আসেন।" হরকরায় কাগজ দিয়ে যাবে, স্যাভারাম পড়বে, যুবরাজ বাহাদুর বাড়ী যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠবেন, স্যাভারাম গিন্নী তাল ফস্‌কায় দেখে তাঁর আদুরে মেয়েকে সই ক'রে যুবরাজের অঙ্কভাগিনী ক'বে দেবেন—তার পর "বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ"—আমাদেরও নাটকের অভিনয় শেষ!

ঘন। চামড়া-বেচা কসাইয়ের মেয়ে—আমি হ্যামিলটনের বাড়ী থেকে শেলী কিনে নিয়ে এলেম—আমি অনুগ্রহ ক'রে বিয়ে করতে চাইলেম—

শালীর তা পছন্দ হ'লনা! এখন খোড়ো চালের নীচে, সুঁদরী কাঠের ধোঁয়ায় রাঁধতে রাঁধতে রাণীগিরির স্বপ্ন দেখুন! কি ক'রে প্রতিশোধ নিতে হয়, তা আমি দেখিয়ে যাব! যদি না পারি আমি কি বলেছি! মাগী বড় নাক ঘুরিয়ে বলেছিল, কুমারের কুমারী হবেনা—এখন কুমোরের মাটী হয়ে পায়ের থেঁতলানী থাক্।

লেডি স্যাভারাম ও দামোদরের প্রবেশ

লেডী। এই যে ঘনবরণ, প্যারীচাঁদ! তোমরা খেতে খেতে উঠে এসে বুঝি বাগানে পায়চারী ক'রছ? ডোরার সমিতির সভ্যেরা সব কোথায় গেল? এই যে হল-ঘরে সব গান গাচ্ছিল? কোথায় গেল সব? যুবরাজ বাহাদুরের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করুক।

দামো। আলাপ করবার ফুরসুৎ আর তুমি দিচ্ছ কোথায়, দিদি? তুমি একলাই তো জামাইকে আগ্‌লে নিয়ে বেড়াচ্ছ।

লেডী। আহা, যুবরাজ আমাদের কথা কন্ কি মিষ্টি!

দামো। রাজকথা কি না যেন আকের টিকলী!

লেডী। তা হবেনা! রাজার ছেলে, পেট থেকে পড়ে অবধি রাজ-সহবত্ শিখে আসছে!

দামো। হাঁ, সালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! তুমি ছিলে তষ্টিরামের মেয়ে ক্ষান্তমণি; কপাল জোর,—বুড়ো বয়সে হয়েছ "লেডী স্যাভারাম!" কাজেই রাজ-সহবত তো তোমার জানতে কিছু আর বাকী নেই? বাইরের চকচকানি দেখেই মাথা ঘুরে গেল, ভিতরটা কি তা জানবার চেষ্টাও কল্লেনা।

লেডী। দেখ্ দামু, তুই বড় বে-সহবত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তোর মত লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে। আমি—দু'দিন বাদে জাল-

শ্বরের যুবরাজ যার জামাই হবে—তার সঙ্গে তুই এমন ইতরভাবে কথা কচ্ছিস ?

দামো। জন্মের দোষ দিদি, কি করব বল ? দুর্ভাগ্য কি শুধু একা তোমার ? দুর্ভাগ্য তোমার বাপ তষ্টিরামের—যে তোমার মত মেয়ের বাপ হয়েছিল !

ঘন। চুপ চুপ, ঐ যে যুবরাজ বাহাদুর আসছেন।

বিশ্বনাথ ও ডোরা-নলিনীর প্রবেশ

ডোরা। চমৎকার কবিতা !

বিশ্ব। কিন্তু আমার মনে হয় যে এ কবিতা তোমার উপযুক্ত নয়। আচ্ছা ডোরা, আর কেউ কখনও তোমায় কোন কবিতা উপহার দেয়নি ?

ডোরা। কৈ, আমার তো মনে হয়না। তবে সেদিন কে একজন একটী কবিতা লিখে আমায় পাঠিয়েছিল, সে কবিতা যদি তুমি দেখতে, না হেসে থাকতে পার্‌তেনা।

বিশ্ব। কে সে ?

লেডী। শুনেছিলেম এই টালীগঞ্জে কে একজন বামুন ছিল, তার একটা পাগলা ছেলে আছে, সেই আমার ডোরার নামে কবিতা লিখে পাঠিয়েছিল।

বিশ্ব। উল্লুকের তো ভারি স্পর্দ্ধা !

দামো। আমি আবার শুনেছি সেই পাগলা ছোঁড়াটার সঙ্গে আমাদের যুবরাজের চেহারা অনেক মেলে।

বিশ্ব। হাঃ হাঃ হাঃ ! আপনার ব্যঙ্গ অতি সরস !

লেডী। দামুর ঐ এক কথা ! fie ! যুবরাজের মত ?

ডোরা। (বিশ্বনাথকে) তোমার মত? মামা, তুমি বড় দুষ্টু, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কইবনা।

বিশ্ব। (স্বগতঃ) ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদার কি মোহিনী শক্তি! কুৎসিতকেও সুন্দর করে! আমি যদি দরিদ্র বিশ্বনাথের স্বরূপ মূর্ত্তিতে এখানে আসতেম, এরা ঘৃণায় মুখ ফেরাত, এদের লোকজন আমায় মারত, তাড়িয়ে দিত! আজ জালন্ধরের যুবরাজ বলেই আমি সুন্দর! (প্রকাশ্যে ঘনবরণের প্রতি) কুমার বাহাদুর, আপনারা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? একটু নস্য ইচ্ছা করুন।

ঘন। মাফ করবেন যুবরাজ, কোন নেশায় আমি নেই!

বিশ্ব। এটা নেশা নয় বলেই আপনি এতে নেই!

লেডী। কেমন উত্তর পেয়েছ ঘনবরণ?

ঘন। (স্বগতঃ) শালা পাজীর পা-ঝাড়া!

লেডী। বাঃ বাঃ—চমৎকার নস্যদানী তো! আসল পান্নার কি না।

বিশ্ব। এ আর এমন কি সুন্দর?

ডোরা। নস্যদানীর চেয়ে এই আংটীটী আরও সুন্দর!

বিশ্ব। না না, এমন বিশেষ কিছু নয়। তবে এই আংটী আর নস্যদানীর সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সম্বন্ধ আছে বলেই উদ্ভট প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছেই এর যা মূল্য! হুমায়ুন বাদশা তখন দিল্লীর সিংহাসনে, আমার ঠাকুরদাদার বাপের বাপের বাপের বাপের সঙ্গে তাঁর একবার লড়াই হয়; সেই লড়াইয়ে হুমায়ুন বাদশা হেরে যান, তারপর সন্ধি হয়। সেই সন্ধির সময় হুমায়ুন বাদশা যে সব যৌতুক পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে এই নস্যদানীটী ছিল। (লেডীর প্রতি) আপনি এইটী গ্রহণ করে আমায় চরিতার্থ করবেন কি?

প্যারী। (জনান্তিকে) হাঁ হাঁ কর কি—কর কি? অতটাকা দামের

নস্যদানীটা থামকা দিয়ে দিচ্ছ ? তুমি পাগল হলে না কি ? জান, এর দাম কত ?

বিশ্ব। (গ্রাহ্য না করিয়া লেডীর হস্তে নস্যদানী দিয়া ও ডোরার দিকে ফিরিয়া) ডোরা, এই আংটী তোমার পছন্দ ? এস, এটী তোমায় পরিয়ে দিয়ে ধন্য হই। এই আংটীও তোমার, আমিও তোমার।

ঘন। (জনান্তিকে) দিওনা, দিওনা—বদমাইসী না কি ? কার আংটী দিয়ে নবাবী হচ্ছে ? জান, ফাঁসীকাঠে লট্‌কে দেব ?

বিশ্ব। (গ্রাহ্য না করিয়া) এই আংটী ! আহা ! অতীত যুগের একটী পরিপূর্ণ প্রণয়-গাথা এই আংটীর বুকে লুকান আছে। আমার মাতামহ খোরাদাবাদের মহারাজ এই আংটী হাতে দিয়ে ভিন্দীপালের রাজকন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে যান।

ঘন। (জনান্তিকে) তোমার গুষ্টীর পিণ্ডি চটকাতে যান—শালা চোর কোথাকার !

বিশ্ব। (জনান্তিকে) এখন চট্‌লে কি হবে ? "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" রাজারাজড়ার নজর ছোট কল্লে চলে ?

দামো। (স্বগতঃ) এত টেপাটেপি, এর মানে কি বাবা !

বিশ্ব। আপনি এঁদের রকম দেখে একটু অবাক্ হয়েছেন বোধ হয় ? এঁদের সঙ্গে যদিও আমার অল্পদিনের আলাপ, কিন্তু আমার প্রতি এঁদের বড়ই অনুগ্রহ। এমন কি, আমার জিনিসকে এঁরা এঁদের নিজের জিনিস বলেই মনে করেন।

ঘন। হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছেন, যুবরাজ বাহাদুর ঠিক বলেছেন।

প্যারী। বাঙ্গালীর প্রাণ বড় কোমল প্রাণ কি না, নিজের ভেবে ফেলেছি।

বিশ্ব। (জনান্তিকে) যুবরাজের কাজে বাধা দেও, তোমরা কি রকম বেল্লিক ?

দামো। (স্বগতঃ) এত টেপাটেপি কানাকানি, এর ভিতর কিছু আছেই আছে। চাল-চলন কথাবার্ত্তা সবই তো বাঙ্গালীর মত, অথচ পরিচয় দিচ্ছে, বাড়ী জালন্ধর। আচ্ছা, আমি তো পশ্চিমে অনেকদিন কাটিয়েছি, একবার উর্দ্দু ভাষায় কথা কয়ে দেখি, কি উত্তর দেয়। (প্রকাশ্যে) আপ্ কি তান্ দুরস্তি হায় ?

বিশ্ব। হাঃ হাঃ! আপনি পাগলের মত কি বকছেন ?

দামো। মেজাজ আলা হায় ? কবতক্ এহাঁ ওয়াসর করোগি ?

বিশ্ব। দেখ দেখ, ক্ষেপে গেল না কি ? কি বলছে শোন।

দামো। রায়ৎ খুসীমে হায় ?

বিশ্ব। আপনি আবল তাবল কি বলছেন ?

দামো। বলছেন এই, যে জালন্ধরের যুবরাজ বাঙ্গালায় তো বেশ কথা কইতে পারেন—কিন্তু তাঁর দেশের ভাষা উর্দ্দু কিছুই বোঝেন না।

বিশ্ব। বুঝব কেমন ক'রে ? ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃত, উর্দ্দু, ফারসী, ইংরাজী, বাঙ্গালা—সব ভাষায় কথা কইতে-আর পড়তে শিখেছি, কিন্তু আপনি যেমন বদ্ উচ্চাবণ কল্লেন, আমি না হেসে থাকতে পাল্লেম না।

লেডী। কেমন ? কেমন হয়েছে ? যা জাননা, তা নিয়ে বিদ্যা জাহির কর কেন ?

ডোরা। মামা, আর উর্দ্দু বলবে ?

ঘন। (প্যারীচাঁদের প্রতি) খুব তুখোড় আছে শালা।

প্যারী। (জনান্তিকে) হায় হায়, নস্যদানীটা খামকা খামকা গেল। দূর তোর্ শালা তুখোড় !

দামো। (স্বগতঃ) কেমন কেমন ঠেকছে। এর চৌদ্দপুরুষের বাড়ী

জালন্ধরে নয়। দাঁড়াও, তোমার বুজরুকি ভাঙছি। আমি সাত-হাটের কাণাকড়ি, আমার কাছে উড়ে যাবে? (প্রকাশ্যে) গরীব লোক—রাজসঙ্গ অধিকক্ষণ ভাল নয়—একটু যাত্রা বদলে আসি।

প্রস্থান

লেডী। যুবরাজ, চল আমরা হল-ঘরে যাই, নিমন্ত্রিত মেয়েরা আমাদের না দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হবে।

ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

প্যারী। চল চল দেখি, শালা দামু কোথায় যায়। আমার মনে হয়, ও কিছু সন্দেহ করেছে।

ঘন। চল দেখিগে, এত-টাকার আংটীটা গেল!

প্যারী। আর আমার নস্যদানী। বড় জবরদস্ত যুবরাজ দেখছি। একে গদী থেকে সরাতে না পাল্লে, আমরাই দু'দিনে ফতুর হব।

ঘন। আর বেশীদিন রাজত্ব করতে দেওয়া হবেনা, ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই deportation করিয়ে দিচ্ছি। শালাকেও গ'ড়ে পিটে ঠিক ক'রে রেখেছি।

প্যারী। চল, দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।

উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

সার স্থাভারামের উদ্যানবাটীর কুঞ্জ

ডোরার সহচরীগণের প্রবেশ

গীত

সাজদেখে সই লাজ পেয়েছে গরবিনী যামিনী।
লুটিয়ে দেছে ফুলের হাসি মান করেছে চাঁদিনী ॥
এত রূপ লুকিয়েছিল কোন খানে,
আকাশ ছেড়ে চাঁদ উঠেছে শতদলের মাঝখানে,
কোন হাওয়া বল্ গায়ে মেখে উঠ্‌লে ফুটে কামিনী।
রূপ-সাগরে ভাসিয়ে দিলে মানের ভারা মানিনী ॥

প্রস্থান

বিশ্বনাথ ও ডোরা-নলিনীর প্রবেশ

ডোরা। আমার মনে হচ্ছে যেন এ পৃথিবীতে আর আমি নেই! যেন কোন স্বপ্নের দেশে এসেছি; সে দেশের সবই সুন্দর—গাছ সুন্দর—লতা সুন্দর—ফুল সুন্দর—মাথার উপর আকাশ—যেন লক্ষ লক্ষ হীরা-বসান চন্দ্রাতপ! আর এই অসংখ্য সৌন্দর্য্যের মাঝখানে তুমি—যেন মৃগয়াক্লান্ত দুষ্মন্ত কিংবা পথভ্রান্ত ফার্দ্দিনান্দ! এ মোহ, এ স্বপ্ন কি চিরদিন থাকবে?

বিশ্ব। কেন থাকবেনা ডোরা? জীবনের স্বপ্ন আজ মূর্ত্তিমতী হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! তুমি আমি যদি পরস্পরের অব-

লম্বন হই, এ স্বপ্ন কে ভাঙবে? কিন্তু ডোরা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। আজ তোমার যে আনন্দ, জালন্ধরের যুবরাজ না হ'য়ে যদি কোন দরিদ্রের দীনমূর্ত্তিতে তোমার সামনে এসে দাঁড়াতেম, তাহ'লে কি তুমি এমনি সুখী হ'তে?

ডোরা। না হব কেন? কিন্তু—

বিশ্ব। কিন্তু কি?

ডোরা। ঐশ্বর্য্যে আর বংশমর্য্যাদায় সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব যেমন ফুটে উঠে, দারিদ্র্যে কি তেমন হয়?

বিশ্ব। জানিনা। অতীতের গর্ব্ব নিয়ে বড়লোক জন্মায়। দরিদ্রের পূর্ব্ব পরিচয় কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের গরীমার আর প্রতিষ্ঠার দ্বার তার মুক্ত! পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির দোহাই দিয়ে যারা ঘুমায়, আমার মনে হয় তারা চোর—একজনের সঞ্চিত অর্থে তারা বাবুগিরি করে—দুর্ব্বলকে পীড়ন ক'রে বাহাদুরী দেখায়। যে দরিদ্র নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, নিজের পুরুষকারে তার ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য, অক্ষয় কীর্ত্তি, অনন্ত যশ সঞ্চয় ক'রে রেখে যায়—সে এমন ধার-করা-বড়লোকের চেয়ে সহস্রগুণে বড়।

ডোরা। তুমি যা বল তাই মিষ্টি; জালন্ধরের মহিমান্বিত বংশের অলঙ্কার তুমি—

বিশ্ব। না না, আমি এ গর্ব্ব চাইনা; মৃতের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্টে জীবন ধারণ ক'র্‌তে আমি ঘৃণা করি। কেন? নিজের কর্‌বার কি কিছুই নেই? নিজে কি বড়লোক হ'তে পারিনা? হায় ডোরা, যদি আমার চোখ নিয়ে তুমি সংসার দেখতে—

ডোরা। থাক্‌, আমি আমার চোখ দিয়ে তোমায় দেখি। জালন্ধরের রাজবংশের অলঙ্কার—মনে ক'র্‌তেও গর্ব্বে আমার হৃদয় আনন্দে মেতে

উঠে! তুমি আমায় ভালবাস—কত সৌভাগ্য আমার! কতবার তোমার মুখে তোমার পূর্ব্বপুরুষের গুণগরীমার কথা শুনেছি, মনে হয়েছে Othello যেন Desdemonaর কাছে কত বীরত্ব-কাহিনী ব'লছে। তোমার ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা আমার উপন্যাস ব'লে মনে হচ্ছে। তুমি কতবার তোমার ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের শুভ্রশির মর্ম্মর প্রাসাদের কথা আমায় ব'লেছ, আমি বিমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় তোমার সে বর্ণনা-গীতি শুনেছি; শুনে এ প্রাণ তোমার চরণে ডালি দিয়েছি। তোমার সে অমিয়-মাখান কথা শুনে এখনও আমার তৃপ্তি হয়নি, তুমি আবার বল, আমি আবার শুনি। যেখানে তুমি জন্মেছ, যে প্রাসাদে তোমার বাল্যকৈশোর অতিবাহিত হ'য়েছে, তোমার কাব্যের ভাষায় আর একবার বল, আমার পিপাসিত কর্ণ তৃপ্ত হ'ক্।

বিশ্ব। ছার মর্ম্মর প্রাসাদ! কোন্ স্বর্গের কোন্ কনক-মন্দিরে বসিয়ে তোমার পূজা ক'র্ব বুঝতে পাচ্ছিনা। যদি তোমার ন্যায় প্রণয়িনীর যোগ্য আবাস-মন্দির দেখতে চাও, আমার কল্পনার সঙ্গে তোমার কল্পনাকে মিশিয়ে দিয়ে দেখ—

উচ্চশির শৈলমালা বেষ্টিত সে দেশ,
পদতলে তার
বহে কলস্বনা স্রোতস্বিনী,
ফুটে শ্বেত পীত লোহিত বরণ
ধরিত্রীর অপূর্ব্ব ভূষণ
কুসুম রতন কত!
প্রাণ মন করিয়া হরণ
মৃদুমন্দ বহে সমীরণ,
সৌরভে আপনহারা!

কুঞ্জে কুঞ্জে অলি ধায়,
বিহঙ্গিনী কলকণ্ঠে গায় তব নাম,
ললিত কনক কান্তি
বেড়ে লতা মাণিক-মণ্ডিত তরু,
ফল তার হীরক খচিত,
তার মাঝে
মর্ম্মর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য—
শুভ্রশির যার
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-করে করে ঝলমল !
সুবর্ণ প্রাচীরে ঘেরা—
বসি' তোরণে তাহার,
বদ্ধদৃষ্টি নয়নে নয়নে—
তুমি আমি মুক্তপ্রাণ
মুক্তকণ্ঠে করিব সে গান—
ভাব ভাষা শব্দ অলঙ্কার
প্রেমমাত্র ঝঙ্কার যাহার !
জাগরণে দেখিব স্বপন,
ভুলে যাব নিখিল ভুবন,
বিশ্ব আসি' লুটাবে চরণে—
মোহিনী মাধুরী হেরি'
প্রকৃতি সুন্দরী
লালসা-বিহ্বল নেত্রে রহিবে চাহিয়া !

ডোরা। অনন্ত পীযূষপূর্ণ বচন তোমার
আকণ্ঠ করিয়া পান

আত্মহারা আমি !
বল প্রিয়তম !
ভাগ্যবতী মম সম কেবা—
তুমি ভালবাস মোরে !
শুনি' এ কাহিনী,
ধরামাঝে কে আছে রমণী,
ভাল না বাসিবে তোমা আমার সমান ?

বিশ্ব। হায় নারী,
আপাদমস্তক তব মিথ্যায় গঠিত !
প্রতারণা নয়নের জলে,
প্রতারণা ঢাকা কেশ-জালে,
হাসে ভাষে, হাব ভাবে
প্রতারণা তব !
বিধাতার অপূর্ব্ব গঠন,
ছলমাত্র নারীর জীবন !
ছলনা, ললনা তোমার নাম !
ভালবাস মোরে ?
মিথ্যা কথা।
ভালবাস ঐশ্বর্য্য আমার,
ভালবাস বংশ-অহঙ্কার,
ভালবাস অমর-বাঞ্ছিত পুরী
বর্ণনার অক্ষরে অক্ষরে
সুধা ক্ষরে যার !
কিন্তু যদি এই দণ্ডে

আঁকিতাম দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণশালা,
শতছিদ্র শতভগ্ন মলিন কুটীর,
লেলিহান ক্ষুধিত কুক্কুব
ফিরে যেথা উন্মত্তের প্রায়,
শীর্ণকায়,
অন্নাভাবে করে হাহাকাব,
কোটবনিবিষ্ট চক্ষু—
অন্ধ জ্যোতিহীন,
নহে সুধা—
হলাহলে জর্জ্জবিত হইতে এখনি !
ডোবা,
নাহি জান
কাবে বলে ভালবাসা !

ডোরা। অন্যায এ অনুযোগ তব।
কেন মোবে কর দোষী ?
সত্য বটে
প্রথম দর্শনে
ঐশ্বর্য্যে তোমাব বিজিত এ প্রাণ মম।
কিন্তু সত্য কহি,
সত্য প্রিযতম !
এখন যদ্যপি তুমি হও অন্যরূপ,
নিয়তির অভিশাপে
দীন হীন যদি—

বিশ্ব। বটে ? এতদূর ? এই একটু আগে ব'ল্‌ছিলে না, কে এক

দরিদ্র উন্মাদ তোমায় কবিতা উপহার দিয়েছিল ? যদি এই মুহূর্ত্তে আমি তার মত দরিদ্র হই ?

ডোরা। তাই যদি হও, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কম্‌বেনা, বাড়বে। আমার প্রেম—এ আমার নারীত্বের গর্ব্ব। তুমি রমণীর প্রাণ জাননা। আমরা পতঙ্গ, উজ্জ্বল আলো দেখে সাম্‌লাতে পারিনা, ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু তার পর কি হয় জান ? আগুনে পতঙ্গের পালখ যখন পুড়ে যায়, তখন পূর্ণচন্দ্রের রূপ-বৈভব দেখলেও তার দিকে আর ফিরে চাইতে ইচ্ছা করেনা ! যে আগুনে প'ড়ে একবার ঝলসায়, আমরণ সেই আগুনেই বুক দিয়ে প'ড়ে থাকে !

বিশ্ব। তুমি মানবী নও—দেবী ! (স্বগতঃ) কি ক'রেছি ? এই সরলা বালিকার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছি ! একি জ্বালা ! এ যদি আমায় ঘৃণা ক'র্‌ত, তাচ্ছিল্য ক'র্‌ত, পদাঘাতে দূর ক'রে দিত, সে আমার শতগুণে ভাল ছিল। এর ভালবাসায় আমার সুখ—না যন্ত্রণা ? না না, তা কখন হ'বেনা, তা কখন হ'বেনা ! এ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা নিয়ে এ সরলা বালিকার সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'র্‌তে পার্‌বনা। আমি ঘনবরণের কাছে যাই। ঐ যে সে আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) ডোরা, তুমি আমার একটি অনুরোধ রাখ, আমায় একটু একলা থাক্‌তে দাও। ঐ যে কুমার বাহাদুর আস্‌ছেন, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।

ডোরা। আমি যাচ্ছি, বেশী দেরী কোরোনা।

প্রস্থান

ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদের প্রবেশ

বিশ্ব। আমায় মুক্তি দাও, আমি ডোরাকে বিবাহ ক'র্‌বনা।

ঘন। এখন 'না' বল্লে চল্‌বে কেন? তুমি ভগবানের নাম নিয়ে দিব্যি ক'রেছ, তবে তোমায় বিশ্বাস ক'রে এ কাজে হাত দিয়েছি।

বিশ্ব। না না, আমি শপথ করিনি, প্রতিহিংসায় অন্ধ হ'য়ে সয়তানের আশ্রয় নিয়েছিলেম; সেই সয়তানই শপথ ক'রেছিল, আমি নই! তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় দয়া কর, আমি ডোরাকে বিবাহ ক'র্‌তে চাইনা। আমার মনুষ্যত্ব আমায় ফিরিয়ে দাও, আমার মায়ের কুটীরে যে পবিত্রতা, যে সম্মান—তা আমায় ফিরিয়ে দাও। এ ধার-করা-রাজার-ঐশ্বর্য্য আমি চাইনা।

ঘন। এখন তো দেখছি জ্ঞান বেশ টন্‌টনে! কিন্তু বড় অসময়ে জ্ঞানোদয় হ'ল। বিয়ে তোমাকে ক'র্‌তেই হ'বে, আর আজ—এখনি। সে বন্দোবস্তও আমরা সব ক'রে এসেছি। দামু মামার নজর বড় সাফ, সে তোমায় সোবে ক'রেছে। বোধ হয় এতক্ষণ পুলিসে খবর দিলে! এখন বিয়ে ক'র্‌বনা ব'ল্‌ছ, তখন যে এ কূল ও কূল দু'কূল যাবে।

বিশ্ব। তোমরা মানুষ, না পিশাচ?

প্যারী। আর তোমার প্রণয়িনীর কি হ'বে জান? অপবাদে লোকালয়ে মুখ দেখাতে পার্‌বেনা, লোকলজ্জায় হয় আফিং খাবে, নয় গলায় দড়ী দেবে, আর না হয়—বাপের পয়সা আছে—কেউ যদি অনুগ্রহ ক'রে বিয়ে ক'র্‌তে চায়, তার গলায় বাধ্য হ'য়ে মালা দেবে।

ঘন। Nonsense! আবার কেউ-কেটার দরকার কি? আমিই গলা বাড়িয়ে দেব। এমন সুন্দরী, এ কি সহজে ছাড়া যায়? একটু আধটু অপবাদ হয়—কুচ্‌ পরোয়া নেই—ফজলী আমেও পীল পড়ে, দাগী হয়—সেইটুকু বাদ দিয়ে খেলেই হ'ল। গোটা আমটা আর কি দোষ ক'রেছে?

বিশ্ব। (স্বগতঃ) ভগবান্! কি দিয়ে তুমি কু-চরিত্র বড়লোক তৈরী কর, তুমিই জান। মানুষের আবরণ, মানুষের মত সব, কিন্তু সয়তানও বুঝি এদের দেখলে শিউরে উঠে! (প্রকাশ্যে) নরাধম, তা কখনই মনে করিস্‌নি। তুই ডোরাকে বিবাহ ক'র্‌বি? অসম্ভব! না —আমি আমার কথা রাখব—ডোরাকে আমিই বিবাহ ক'র্‌ব। তোদের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রেছি, কথা দিয়ে আর কথা ফেরাবনা।

ঘন। যুবরাজের আবার ঝাঁজটুকুও আছে! 'জালন্ধরের যুবরাজ' না ক'রে, শালাকে 'আরবী পাশা' কল্লেই হ'ত।

প্যারী। গয়ার পাপ এখনি বিদায় কচ্ছি, দাঁড়াও না।

ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদের প্রস্থান

বিশ্ব। ক্ষণিক মোহের উত্তেজনায় আমি কি বল্লেম! এ সরলা বালিকার অপরাধ কি? আমার কেন এমন মতি হ'ল? আমি তো এমন ছিলেম না, আমি তো কল্পনায়ও কখনও কারও অনিষ্ট ক'র্‌ব ভাবিনি—তবে ভগবান্, আমার এ দুর্ম্মতি তুমি কেন দিলে? শুনেছি, পয়সা না থাক্—আমাদের ধর্ম্মের সংসার। বাপ পিতামহ কখনও অধর্ম্ম করেননি, আমিই বংশের কুলাঙ্গার—আমার দুঃখিনী কাঙ্গালিনী মা ধর্ম্মের মুখ চেয়ে আমায় বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছেন, আমি কেমন ক'রে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব? আমার এ কি হ'ল? কেন আমি জ্ঞান হারালেম? ভগবান্! কেন তুমি ডোরাকে সৃষ্টি ক'রেছিলে?

ঘনবরণ, প্যারীচাঁদ, ডোরা, সার হাভারাম ও লেডীর প্রবেশ

লেডী। অঁ্যা তাইতো, এ কি হ'ল! জালন্ধরের মহারাজ মৃত্যু শয্যায়? ঘনবরণ, যুবরাজ বাহাদুরকে কি আজই যেতে হবে?

ঘন। আরে বাপরে! আজ না গেলে চলে? ঈশ্বর না করুন, যদি মহারাজার একটা কিছু হয়, আর যুবরাজ বাহাদুর সে সময়ে সেখানে উপস্থিত না থাকেন— রাজা-রাজড়ার কাণ্ড—শেষটা সিংহাসন নিয়ে একটা গোল বাধবে? উনিই যেন বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পালিয়ে এসেছেন—আমরা তো ওঁর শত্রু নই—ওঁকে কি আর আটকে রাখতে পারি?

স্বাভা। কাগজে যা লিখেছে, তা যদি সত্য হয়—

ঘন। আজ্ঞে, এর আবার "যদি" কি? যখন কাগজে লিখেছে, তখন কি এ মিছে হ'বার যো আছে?

স্বাভা। তবু—

লেডী। Fie! তোমার কোন বুদ্ধি নেই! যখন খবরের কাগজে লিখেছে, তখন মহারাজ যদিও আর দু'পাঁচবছর বাঁচতেন, কিন্তু আর আশা নেই। তিনি মর্তে না চাইলেও এরা না মরিয়ে ছাড়বেনা!

ঘন। এই ঠিক বুঝেছেন আপনি! এমন বুদ্ধি না হ'লে কি রাণীর মা হওয়া যায়, না রাজার শাশুড়ী হওয়া যায়?—যুবরাজ বাহাদুর, এই দেখুন টেলিগ্রাম—জালন্ধরের Special news—মহারাজ পীড়িত—মৃত্যুকালে আপনাকে দেখতে চা'ন। এ খবর শুনে আর কি আপনার দেরী করা উচিত?

বিশ্ব। আমি—

ঘন। আর 'আমি' 'আমি' বল্লে চল্‌ছেনা। আপনার সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হয়েছে, তখন আপনার যদি মন্দ হয়, তা প্রাণ ধ'রে দেখতে পারবনা। আজকের Punjab Mailএই আপনাকে রওনা হ'তে হবে।

লেডী। হায় হায়, আমার এত আশায় ছাই প'ড়ল! আমার

মেয়ে রাণী হবে, আমি রাজার শাশুড়ী হব—আমার এ স্বপ্ন ভেঙে গেল! Fie!

ঘন। স্বপ্ন ভাঙবে কেন? আপনার মেয়ে জন্মেছে রাণী হ'বার জন্য! সুযোগও ভগবান্ ক'রে দিয়েছেন! জানা নেই, শোনা নেই, হঠাৎ জালন্ধরের যুবরাজ আপনাদের বাড়ীভাড়া নিলেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ডোরাকে দেখে ইনিও মোহিত, ডোরাও এঁকে দেখে মোহিত। যদিও শিক্ষিত আমরা, ভগবান্ মানিনা, তথাপি কথাপ্রসঙ্গে ব'ল্‌তে হয়—এ ভগবানের খেলা! রাণীর মা হওয়া আপনার ঘোচায় কে?

লেডী। কি ক'রে? বলতো বাবা ঘনবরণ, কি ক'রে? তোমরাই তো বল্‌ছ আজই ওঁকে যেতে হবে।

ঘন। সে সব ব্যবস্থা আমিই করে দিচ্ছি। আমাদের বিয়ের তো কোন হাঙ্গাম নেই। রেজিষ্ট্রারকে খবর দিই, তিনি তাঁর খাতা নিয়ে এসে শুভকার্য্য সম্পন্ন করুন।

স্যাভা। তবু—

লেডী। Fie! তবু? এত পয়সা রোজকার কল্লে, তিন তিনবার বিলেত ঘুরে এলে, তবু তোমার "তবু" গেলনা? কুমার বাহাদুর কি বল্‌ছে শোনই না। আমরা কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেছি, তবু যে কুমার বাহাদুর আমাদের এমন হিতৈষী—

বিশ্ব। (স্বগতঃ) পিশাচ!

স্যাভা। তবু—

লেডী। আবার "তবু"! দেখছি তোমার জন্য আমার "রাণীর মা" হওয়া হ'লনা! এ তোমার চামড়ার গুদাম নয়, এখানে তোমার "তবু" খাটছেনা। তুমি চুপ ক'রে থাক। বলতো বাবা ঘনবরণ' কি বল্‌ছিলে বলতো?

ঘন। তার পর আর কি? কোন রকম ক'রে বিয়েটা সেরেই যুবরাজ বাহাদুর সস্ত্রীক আজকের মেলেই স্বরাজ্যে রওনা হ'ন। তার পর সেখানে গিয়ে যদি তেমন তেমন দেখেন Coronation and Marriage Festival একসঙ্গেই হবে। আপনারা সেখানে উৎসবে যোগ দিতে পারবেন, আর যুবরাজ বাহাদুর বোধ হয় আমাদেরও নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে ভুলবেন না!

লেডী। আজই বিয়ে?

বিশ্ব। অসম্ভব! (স্বগতঃ) এ ঘনবরণ মানুষ না রাক্ষস?

ঘন। নিশ্চয়—আজই বিয়ে—আজই যুবরাজের সস্ত্রীক স্বরাজ্যে যাত্রা।

লেডী। আমি ডোরাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌ব!

ঘন। তা একটু কষ্ট সইতে হবে বৈকি। রাণীর মা—রাজার শাশুড়ী—এ কি সহজে হয়?

স্যাভা। তবু—

লেডী। Fie! আবার "তবু"? (স্বগতঃ) সইতে হয়, সইব—এ সুযোগ কখন ছাড়ব না। মেয়ে রাণী হবে—আমি রাজার শাশুড়ী হব!

বিশ্ব। (জনান্তিকে) এ তুমি কি বলছ? আমি জুচ্চুরি ক'রে এ বিয়ে ক'রবনা।

ঘন। (জনান্তিকে) ও সব চালাকি রাখ। তোমার রাজত্ব বজায় রাখতে অনেক পয়সা খরচ হয়েছে। এখন পেছোলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। বিয়ে না কল্লে জেল! বরং বিয়ে হয়ে গেলে এরা জামাই ব'লে ক্ষেমা ঘেন্নাও করতে পারে।

বিশ্ব। (স্বগতঃ) এ সয়তানের কথায় রাজী হয়ে কি সর্ব্বনাশই করেছি!

স্যাভা। ঘনবরণ, যুবরাজ বাহাদুর কি বলছেন ?

ঘন। আর বলবেন কি ? বাপের শোকটা লেগেছে কিনা—তাই বুক গুর্‌গুর্‌ ক'রে উঠেছে ! তাই বলছেন—এ সময়ে বিয়ে—

বিশ্ব। না, আমি বিবাহ ক'রবনা।

ঘন। আমরা বিয়ে না দিয়ে ছাড়ব না।

লেডী। তোমায় বিয়ে ক'র্‌তেই হবে।

স্যাভা। তবু—

লেডী। Fie !

বিশ্ব। ডোরা, তুমি এ বিবাহে সম্মত হয়ো না, এ বিবাহ তোমার পক্ষে—

ঘন। পরম মঙ্গল !

ডোরা। আমার অদৃষ্টে যাই হ'ক্‌, আমি তোমার।

স্যাভা। তবু—

লেডী। তোমার মুণ্ডু ! কসাইয়ের বুদ্ধি কি না, কত ভাল হবে ? রাজার শ্বশুর হ'লে, তবু বলে "তবু" !—এস বাবা, এতদিন অতিথি ছিলে, আজ জামাই হ'লে।

পঞ্চম দৃশ্য

কালীঘাট—রাস্তা

ভিক্ষুক

গীত

ভাল ভুলালে।

মায়ার পুতুল হাতে দিয়ে খেলতে পাঠালে ॥

তুমি যদি দয়াময়,

দিলে ভাল পরিচয়,

পরঘ'রী ক'রে আমায় কেবল কাঁদালে।

তুমি আমি একান্তর,

কল্লে কেন স্বতন্তর,

এমন অনাসৃষ্টি ক'রে সৃষ্টিশুদ্ধ জ্বালালে ॥

রূপ-মোহে অন্ধ আঁখি,

তোমার মায়া তোমার ফাঁকি,

আমিই হ'লেম ফলের ভাগী (ভাল) উল্টোবিচার দেখালে।

রতি মতি সবই তোমার (কেন) নামে রুচি নাহি দিলে ॥

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কালীঘাট—দোকান বাটী

শ্যামলাল, ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদ

শ্যাম। কেমন কুমার বাহাদুর, দেখলেন তো? টাকার কেরামতিটা একবার দেখলেন তো? পয়সার জলুষ বড় জলুষ! চাকৃতীর চক্‌চকানি দেশশুদ্ধ লোককে কাণা ক'রে রেখেছে—ও তো হ্যাভারাম, তার গিন্নী, আর একটা ছোট মেয়ে!

ঘন। যাহ'ক খুব শোধটা নেওয়া গেছে কিন্তু! কাল সকালে শালার কুঁড়ে ঘরে উঁকি মেরে দেখতে হবে "জালান্ধরের রাণী" ব'সে কেমন ভাবনা কাটছে!

প্যারী। আস্তে কথা কও, যুবরাজ যুবরাজপত্নী ভিতরেই আছেন, এখনি রাণীর স্বপ্নটা নাই ভাঙ্‌লে। আমরা সরে পড়ি চল, আমাদের কাজ তো হয়েছে।

ঘন। আজকের মেলেই জালন্ধরে রওনা হবে কি না, তাই কালীঘাটের দোকানে বসে তামাক খেয়ে নিচ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

প্যারী। হ্যাভারামের গিন্নী আমোদেই উন্মত্ত, ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে পর্য্যন্ত এল না।

ঘন। আসবে কি ক'রে? আমি যে আগে থেকেই সে পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেম। জালন্ধরের মহারাজ মরেন, যুবরাজ যাচ্ছেন স্বরাজ্যে

ফিরে—সেখানে গিয়েই গদীতে বসবেন—কাজেই বাড়ী যাবার মুখে এজেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে না গেলে হয়? সেইজন্যই যুবরাজ সপত্নীক এলেন আলীপুরের দিকে, হ্যাভারাম আর হ্যাভারাম-গিন্নী গেলেন হাবড়া ষ্টেশনে।

শ্যাম। সেখানে মেয়ে জামাইকে না দেখে মাগীতে মিন্‌সেতে বুক চাপড়ে ম'র্‌বে আর কি!

প্যারী। বুক চাপড়াক্ আর যাই করুক, আমাদের কাজ তো হয়েছে!

ঘন। এখনও একটু বাকী আছে। আমরা যে এই জুচ্চুরীর ভিতর নেই, সেটা বজায় রাখতে হবে। ছোঁড়া দিব্যি করেছে সে কথা প্রকাশ করবেনা, এ পর্য্যন্ত তো করেনি। চল, আমরাও হাবড়ায় গিয়ে বুক চাপড়াই গে। শ্যামলাল, যাও, গাড়ী তৈয়ার করতে বল।

শ্যাম। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

গৃহাভ্যন্তর হইতে বিশ্বনাথের প্রবেশ

ঘন। জালন্ধরের যুবরাজ বাহাদুর, মেজাজ সরিফ? অধীন আপনারই তাঁবেদার, আপনি রাজত্ব খুব চুটিয়েই করেছেন, আপনাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছি; কিন্তু অধুনা আপনি রাজ্যচ্যুত হওয়াতে আমরা বড়ই দুঃখিত। কি করবেন বলুন? পৃথিবীর নিয়মই এই— আজ রাজা, কাল ফকীর!

বিশ্ব। আমি তোমাদের যা কথা দিয়েছিলেম, তা রেখেছি কি না?

উভয়ে। আজ্ঞে।

বিশ্ব। তোমাদের যা করবার তা করেছে। আর কেন, এখন এখান থেকে দূর হও!

ঘন। রাজত্ব গেছে, কিন্তু এখনও রাজাগিরির ঝাঁজ মরেনি দেখছি!

বিশ্ব। আর বিদ্রূপ নয়; এখনও বলছি আমার সামনে থেকে দূর হও। আর আমি সে আমি নেই। পিশাচ, সয়তান, কাপুরুষ! যদি জীবনে মমতা থাকে, আমার সামনে থেকে চলে যা।

প্যারী। (জনান্তিকে) আর কাজ কি ঘেঁটিযে, চলেই এসনা?

ঘন। রাজাদেশ পালনে ভৃত্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হাঃ হাঃ হাঃ!

ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদের প্রস্থান

বিশ্ব। খুন কল্লেও রাগ যায়না! এমন মানুষও পৃথিবীতে জন্মায়? নিরপরাধ সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ ক'রে এরা আনন্দ কচ্ছে, আর আমার অন্তরে তুষের আগুন! এত বড় জুচ্চুরী ক'রে আমি কেমন ক'রে বেঁচে থাকব? আমার এ দুর্ম্মতি কেন হয়েছিল? বুকের ভিতর পুড়ে যাচ্ছে—কোথায যাব—কি কল্লে এ জ্বালাব হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব? ক্রমে অন্ধকাব হ'যে আসছে—এখানে ব'সে কি উপায় হবে! ডোরাকে কি ব'লব? তাকে এখানে রাখা কোনোমতেই নিরাপদ নয়। চারিদিকে মাতাল, বদমায়েস! যদি কেউ ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ কবে—প্রাণ থাকতে তা সহ্য করতে পারবনা। কোথায যাই? আমাব ভাঙা ঘরেই ফিরে যাই। সেখানে আমার মা আছেন, সে আমার অট্টালিকা! আজকের রাত্রের মত সেইখানেই ডোরাকে রাখি। সেখানে তাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। সেখানে কেউ তাকে রহস্য করবেনা, তার মর্ম্মে আঘাত দেবেনা। সেখানে গিয়েই সে জানবে কেমন সযতানকে সে স্বামী ব'লে বরণ করেছে!

ডোরার প্রবেশ

ডোরা। কি ভীষণ স্থান! এই স্যাঁতা ভাঙা ঘর—এখানকার লোকজন যেন সব কেমন কেমন! এমন ইতর লোক, এমন কদর্য্য স্থান আমিতো কখন দেখিনি। এখানে নাম্‌লে কেন? আমাদের গাড়ী কোথায়? একি? তোমার মুখ শুকনো, কপালে ঘাম? একি? হাত যে বরফের মত ঠাণ্ডা? তোমার অসুখ করেনিতো?

বিশ্ব। না, হঠাৎ কেমন—বাতাসে—

ডোরা। না না, তোমার মুখ এমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? নিশ্চয় তোমার অসুখ করেছে। কি হবে? তোমার লোকজন সব কোথায়? তুমি তাদের ডাক।

বিশ্ব। স্থির হও, আমি অসুস্থ নই।

ডোরা। হাঁ, আমি নিশ্চয় বলছি তোমার কি অসুখ করেছে। এই ইট বার করা ঘর, মাটীর মেজে, চারিদিকে দুর্গন্ধ, কখনও তো এমন স্থানে আসনি! আমিও জীবনে কখনও এমন স্থান দেখিনি, তবু আমি তোমার মত কাতর নই। তোমার পাশে আছি, আমার কোন কষ্ট নেই। মিছে এখানে দেরী কচ্ছ কেন? গাড়ীর চাকা ভেঙে গেল ব'লেই আমাদের এখানে নামতে হ'ল। দেখ, এখনও কি গাড়ী হয়নি? তোমার লোকজন কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

(নেপথ্যে বালক বালিকাগণ)। জয় যুবরাজ বাহাদুরের জয়!

ডোরা। কি ক'রে এরা তোমায় চিনলে? কি আশ্চর্য্য! সূর্য্যের আলো কেউ ঢেকে রাখতে পারেনা—এ কথা সত্য। ঐ দেখ, কতকগুলো ছেলে মেয়ে তোমার জয়গান ক'রতে ক'রতে এই দিকেই আসছে।

জালন্ধরে যেতে আমাদের ক’দিন লাগবে? সেখানে তোমার সেই মর্ম্মর প্রাসাদে ব’সে আজকের ঘটনা নিয়ে কত রহস্য ক’রব! একি? তুমি হাসছনা কেন? কি ভাবছ?

বিশ্ব। সুন্দরি! তুমি যদি চাও, মরুভূমিতেও ফুল ফোটে, হাসির লহর ছোটে! কিন্তু আজ আমার—চল প্রিয়ে এখানে তোমায় নিয়ে আর থাকতে আমার সাহস হচ্ছেনা। আমার সঙ্গে এস, এখান থেকে কিছু দূরে আমার পরিচিত একটী কুটীর আছে—চল, সেখানে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি। যদিও সে কুটীর ভগ্ন, কিন্তু সে ভগ্ন আবাসে শান্তির অভাব নেই! সেখানে আমাদের দেখে কেউ বিদ্রূপের হাসি হাসবেনা। কি সুন্দর রাত্রি! ঐ নীল আকাশে চাঁদ হাসছে, এস, সে কুটীরে যাবার পথ আমি জানি; সে পথের প্রত্যেক ধূলিকণা আমার পরিচিত।

ডোরা। তোমার পরিচিত? আমি জানতেম তুমি এখানকার কিছুই জাননা। ধ’রে ফেলেছি, আর লুকোবে? বুঝি এখানকার কোন পল্লীসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হ’য়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতে আসবে?

বিশ্ব। বিশ্বাস কর—তুমি ভিন্ন এ জীবনে আর কখনও কারও রূপে মুগ্ধ হইনি।

ডোরা। শঠ, এমন ছল কোথায় শিখেছ?

বিশ্ব। এস প্রিয়তম, আমার সঙ্গে এস।

ডোরা। আমার লোকজনদের ডাকবেনা? তারা আলো ধরবে না?

বিশ্ব? শশধর রজতধারায় পথ আলোকিত করবে! (স্বগতঃ) আমার এ মনের অন্ধকার দূর করবার আলো কোথায় পাব?

ডোরা। হাওয়া বড় ঠাণ্ডা, আমার শীত ক'চ্ছে।

বিশ্ব। এস, বুক দিয়ে তোমায় ঢেকে নিয়ে যাই। আর শীত ক'রবেনা।

ডোরা। তুমি যদি না হাস, আমি তোমার কাছে যাবনা।

বিশ্ব। (স্বগত) ভগবান্! আমায় ক্ষমা কর।

উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

বিশ্বনাথের বাটী

মহামায়া

মহা। তাইতো, ছেলেটা ক'দিন কোথায় গেল, আজও পর্য্যন্ত তার খোঁজ পেলেম না। সে কি আমার আছে? একটা পরের মেয়ে—জানা নেই, শোনা নেই—পথ থেকে কুড়িয়ে আনা—তারও কোন কিনারা ক'র্‌তে পাল্লেম না। নিজের কষ্ট ভাব্‌ব কি, সে মুখ ফুটে বলেনা তার কি দুঃখ, কিন্তু তার মুখ দেখে বুঝতে পারি, চির অভাগিনী অতি কষ্টে অতি যন্ত্রণায়, সে মরে আছে কি বেঁচে আছে, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত তার নেই! আমার বিশ্বনাথ যদি ঘরে থাকত, তাহ'লেও মেয়েটার একটা উপায় ক'র্‌তে পারতেম।

নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত

কেরে? আমার বিশ্বনাথ এলি? কৈ বাবা?

বিশ্বনাথ ও ডোরা-নলিনীর প্রবেশ

একি! আমি স্বপ্ন দেখছি, না তুই সত্য—

ডোরা। কে এ বৃদ্ধা? তুমি বল্লে তোমার পরিচিত স্থান, তবে এ এমন ইতরের মত কথা কইছে কেন?

মহা। কা'কে সঙ্গে ক'রে এনেছিস? কোন রাজার মেয়ে পথ হারিয়ে—না না,—তোর এ কি বেশ?

ডোরা। যুবরাজ, এ কোথায় নিয়ে এলে? কে এ উন্মাদিনী? তুমি কথা কইছনা যে? যেখানে ছিলেম, সে যে এর চেয়ে ভাল ছিল। বৃদ্ধা, তুমি কে?

বিশ্ব। (মহামায়ার প্রতি) আমার গা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পাচ্ছিনি—তুমি বল—তুমি বল—পরিচয় দাও আমি তোমার কে?

মহা। একি বাবা, তুমি অমন কচ্ছ কেন? কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ?

ডোরা। এ রমণীর স্পর্দ্ধা তো কম নয়! জালন্ধরের যুবরাজকে—

মহা। যুবরাজ কে? আমার ছেলে—আমার হারানিধি! বাবা, কথা ক'চ্ছনা যে?

বিশ্ব। কথা কইতে পাচ্ছিনি, কে যেন গলা চেপে ধরছে—মাথার ভিতর রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে! সুন্দরি—না, আমি ব'লতে পারবনা, তুমি বল, বল—বল যে আমি—ওঃ ভগবান্! এর চেয়ে আমায় মৃত্যু দিলেনা কেন?

ডোরা। কি এ সব? এরা এমন কচ্ছে কেন? এদের ভাব তো ভাল ব'লে বোধ হচ্ছেনা। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। বৃদ্ধা, তুমি কে? বল, বল, তুমি কে? তুমি কথা ক'চ্ছনা যে? তোমার কি বাক্‌রোধ হয়েছে?

মহা। বিশ্বনাথ, তুই আমাকে রহস্য করবার জন্য কা'কে সঙ্গে ক'রে এনেছিস্?

ডোরা। কে বিশ্বনাথ? এ যে জালন্ধরের যুবরাজ—আমার স্বামী!

মহা। অঁ্যা! সে কি? বালিকা, এখনও সংযত হ'য়ে কথা কও। কাকে কি ব'লছ? যুবরাজ কে? এ যে আমার ছেলে বিশ্বনাথ!

ডোরা। না না, আমি যে যুবরাজ বলে এর গলায় মালা দিয়েছি। এই তো আমার স্বামী!

মহা। কি সর্ব্বনাশ করেছ! বিশ্বনাথ, এ বালিকার কথা কি সত্য?

বিশ্ব। হাঁ মা, এ বালিকার কথা সত্য। তোমার সামনে আর আমি মিথ্যা ব'ল্‌তে পারবনা। আমি প্রতারণা ক'রে এই বালিকার সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

ডোরা। একি! একি! আমার গা কাঁপছে কেন? আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

মহা। কি ক'রেছ হতভাগিনি? কাকে স্বামী ব'লে বরণ করেছ? পারিজাত-হার মনে ক'রে কালসাপকে গলায় জড়িয়েছ? এ যুবরাজ ব'লে তোমার কাছে পরিচয় দিয়েছে? ও যুবরাজ নয়—ও আমার ছেলেও নয়—ও প্রতারক—চোর—কুলাঙ্গার! যে কাপুরুষ নিজের পরিচয় গোপন করে, পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে লজ্জিত হয়, ইন্দ্রত্বের জন্যও যে বংশ-মর্য্যাদা নষ্ট ক'রতে কুণ্ঠিত হয়না—তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই! এমন হীন সন্তান আমার গর্ভে জন্মায়না! মা! তুমি কে তা জানিনা, কিন্তু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোন বড়লোকের মেয়ে হবে; কেমন ক'রে তুমি আমার ছেলেকে স্বামীত্বে বরণ কল্লে তা আমি জানিনা—জানতে চাইনা। কিন্তু মা, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মত দুর্ভাগা রমণী জগতে কেউ নেই। দরিদ্রকে পতিত্বে বরণ করেছ ব'লে তুমি দুর্ভাগা নও, তোমার দুর্ভাগ্য—তোমার স্বামী প্রতারক, আত্মমর্য্যাদাহীন কুলাঙ্গার!

বিশ্ব। মা—মা!

মহা। না—আর আমি তোর মা নই! আমার শ্বশুরের ভিটে ধর্ম্ম ও পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—কালমাহাত্ম্যে সে ব্রাহ্মণবংশে তুই জন্মেছিস্;

আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করেছি, আমার ক্ষোভ হচ্ছে—ভগবান্ আমার বুকে দুধ না দিয়ে বিষ দেননি কেন? তাহ'লে তো আজ তুই জোচ্চোর হ'তে বেঁচে থাকতিস্‌নি! জগদীশ্বর! আমার ছেলে জোচ্চোর হবার আগে আমার মৃত্যু হ'লনা কেন?

ডোরা। তোমার ছেলে! সত্য তোমার ছেলে? না—না—ও কথা ব'লোনা, (বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া) একি সত্য? আমি বুঝতে পাচ্ছি এ মিথ্যা নয়—সত্য, কিন্তু তবু বল যে—এ মিথ্যা! বল—একটি কথা—একটি ইঙ্গিত—বল—আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছিনি! আমি যে প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবেসেছি, আমি বিশ্বাস ক'রতে পাচ্ছিনি যে তুমি এমন নীচ—না না—আমি তোমার প্রতি রূঢ় হবনা, আমি তোমার পায়ে পড়ি,—বল।

মহা। হায় হায়! যার মুখ দেখে গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠত, যাকে কোলে ক'রে আমি সংসারের সকল দুঃখ সকল কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করেছি, যে আমার অতীতের অবলম্বন, বর্ত্তমানের শান্তি, ভবিষ্যতের আশা—আমার সেই ছেলেকে দেখে আজ ঘৃণায়, অপমানে, লজ্জায় আমার জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা হচ্ছে! বিধবার বেঁচে থাকার এই ফল! না, আর এখানে দাঁড়াতে পারবনা! বিশ্বনাথ! আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও। মা! এ আমার ছেলে ছিল বটে, কিন্তু আজ থেকে আমি পুত্রহীনা!

প্রস্থান

ডোরা। উঃ—এতদূর! এতদূর! আমায় একটু বিষ এনে দিতে পার?

বিশ্ব। ডোরা, শোন।

ডোরা। কি শুন্‌ব বল, কি শোনাতে চাও? সয়তানেরও মানুষের

মত আকার হয়? সয়তানেরও মা থাকে? বল, কথা কও, যদি আমার অভিসম্পাত শোনবার তোমার ইচ্ছা না থাকে—

বিশ্ব। না—না, তুমি আমায় অভিসম্পাত দাও—উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে তুমি আমায় তিরস্কার কর।

ডোরা। (উচ্চহাস্যে) হাঃ—হাঃ—হাঃ! এই তোমার সেই মর্ম্মর প্রাসাদ? কোথায় সেই স্রোতস্বিনী? সেই অলির গুঞ্জন, সেই পাখীর ঝঙ্কার, সেই শ্বেত পীত লোহিত বরণ ফুলের গাছ—কোথায়? এই কি আমার স্বামীর গৃহ? তুমিই আমার স্বামী? ভণ্ড, প্রতারক, পিশাচ! তোমার ঐ পাষাণবক্ষে কি এতটুকু করুণা লুকোন নেই? যদি থাকে, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় হত্যা কর—হত্যা কর—আমার গলা টিপে মেরে ফেল। যাকে একবার স্ত্রী ব'লে গ্রহণ ক'রেছ, নিষ্ঠুর! তাকে পাগল হ'তে দিওনা—পাগল হ'তে দিওনা। হত্যা ক'রে তার সকল জ্বালার অবসান কর। না—না, এ হ'তেই পারেনা! এও কি কখন সম্ভব হয়? আমি বোধ হয় কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি—এ স্বপ্নের মোহ এখনি ভেঙে যাবে! (অঙ্গ স্পর্শ করিয়া) তুমি কি মানুষ? তোমার এ দেহে কি মানুষের রক্ত আছে? না মানুষ স্বপ্নে যে ছায়া দেখে শিউরে ওঠে, তুমি সেই ছায়া? না না, এতো স্বপ্ন নয়—এ যে সত্য! আমি তোমার কি অপরাধ করেছিলেম যে তুমি আমায় এই শাস্তি দিলে?

বিশ্ব। ডোরা, উচ্চ শৈলে স্রোতস্বিনী জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সে উচ্চতর পর্ব্বতকে আলিঙ্গন করেনা, সাগ্রহে নিম্নভূমিকেই বরণ করে। কিন্তু তাব'লে কি তার মর্য্যাদা নষ্ট হয়? সে কি আক্ষেপ করে? বরং যে মাটীর উপর দিয়ে সে চলে যায়, ফলে ফুলে তরুলতায় সে মাটীকে নন্দনের শোভায় শোভময়ী করে,—আর আপনার সৃষ্ট সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে অবিরাম সঙ্গীতধ্বনিতে এ পৃথিবীকে প্রাণময়ী ক'রে তোলে।

ডোরা। কিন্তু সে তো আমার মত প্রতারিত হয়না। বঞ্চক, তুমি আমাকে প্রতারণা কল্লে কেন? আমার স্বামী প্রতারক—আমি কি ব'লে মনকে প্রবোধ দেব?

বিশ্ব। সত্য ডোরা, আমি প্রতারক, আমি বঞ্চক, কিন্তু কেন প্রতারক? কেন আমি বঞ্চক? তোমায় ভালবেসে আজ আমার এই পরিবর্ত্তন! বাল্যকালে তোমায় আমি দেখেছিলেম। প্রস্ফুটিত গোলাপ-কুঞ্জে বালিকা-কলিকা ডোরাকে দেখে আত্মহারা হয়েছিলেম! কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেম—তুমি আকাশের চাঁদ, আমি খদ্যোত; বুঝেছিলেম যে এ জীবনে তোমায় পাবনা, কিন্তু ভালবাসা ভুলতে পারিনি। দারিদ্র্যে পালিত হ'লেও আমি দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে নানা বিদ্যা অভ্যাস করেছি, তোমায় কাব্যময়ী ক'রে সাজাব ব'লে! আমি গান শিখেছি—সে গানের প্রত্যেক তানে প্রত্যেক মূর্চ্ছনায় তোমার অমৃতময় বাক্যের ঝঙ্কার! আমি অতি যত্নে ছবি আঁকতে শিখেছি—আমার মানসপটে অঙ্কিত তোমার মূর্ত্তি তুলিকাস্পর্শে কেমন ফুটে ওঠে তাই দেখব ব'লে! যা করেছি—তোমার জন্য! তোমাকে পাব ব'লে, তোমার আশায় উন্মাদ হ'য়ে, দরিদ্র হ'লেও, নিজের জীবনকে নূতন ক'রে গড়বার চেষ্টা করেছি। তুমি বড়, আমি ছোট; কি কল্লে ছোট বড় হয়, অহোরাত্রি এই ভাবনাই ভেবেছি। লোকে ঘৃণা করেছে, পাগল ব'লে উপেক্ষা করেছে, বুদ্ধিহীন ব'লে তিরস্কার করেছে—কিছুই গ্রাহ্য করিনি।

ডোরা। (স্বগতঃ) এর কথায় কি মোহিনী! এ কি যাদু জানে?

বিশ্ব। তার পর, কি জানি কেন, একদিন আমার ঘাড়ে ভূত চাপল, আমি তোমাকে চিঠি লিখলেম। সেই চিঠি লেখাই আমার কাল হ'ল! সেই চিঠি দিতে গিয়ে আমার লোক—আমার বন্ধু—মার খেয়ে তোমাদের বাড়ী থেকে ফিরে এল—আমি জ্ঞান হারালেম! ক্রোধে, অপমানে,

ধিক্কারে, অভিমানে, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা প্রতিহিংসায় পরিণত হ'ল। আমি সয়তানের আশ্রয় নিয়ে তোমার এই অনিষ্ট কল্লেম। রূপ-গর্ব্বে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে ক্ষুদ্র কীট ব'লে তুমি যাকে পা দিয়ে মাড়িয়েছিলে, সে প্রাণের জ্বালায় তোমায় দংশন করেছে!

ডোরা। সেই লঘু পাপে কি আমার এই গুরু শাস্তি? এই—একেই আমি ভাল বেসেছিলেম? এই হীন—বর্ব্বর—

বিশ্ব। স্থির হও নারি! আমি হীন নই—বর্ব্বর নই—খেয়ালের বশে, ক্ষণিক উত্তেজনায় যা করেছি, তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর!

ডোরা। না না, তুমি আমায় ছুঁয়োনা। আমি না জেনে মহাপাপ করেছি, আমায় তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। যেমন ক'রেই হ'ক্, এখন আমি তোমার স্ত্রী। আমি তোমার জল তুলব, বাসন মাজব, বাঁদীর মত—দাসীর মত—তোমার আদেশ পালন ক'রব—কিন্তু তুমি আমায় কখন স্পর্শ কোরোনা।

বিশ্ব। না—কখন তোমায় স্পর্শ ক'রবনা। অভিমানিনি! আমি দরিদ্র বটে, তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি বটে, কিন্তু তবু আমি মানুষ! আমার এ হৃদয় মানুষের হৃদয়, আমি তোমার অভিমানে আঘাত দিতে চাইনা। অস্পৃশ্য চণ্ডাল যেমন পবিত্র দেবমন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায়না—দূরে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিমা দেখেই জীবন সার্থক করে—তেমনি দূরে দাঁড়িয়ে আমি তোমায় দেখব, কখন তোমার নিকটে যাবনা। কিসের বন্ধন? কিসের বিবাহ? কেন তুমি আমার স্ত্রী? তোমরা যাই হও, আমি হিন্দু, আমাদের বিবাহ অগ্নি সাক্ষী ক'রে হয়। ও সাহেবী বিবাহ আমাদের নয়। তুমি মুক্ত—আমি তোমার স্বামী নই—আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। চিরপবিত্রা তুমি—তুমি তোমার অক্ষুণ্ণ পবিত্রতা নিয়ে তোমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করগে।

আমি এই তোমার চরণতলে তোমার স্বামী হবার দুরাশা অঞ্জলি প্রদান কচ্ছি—সে অঞ্জলি গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ কর, আমায় পাপভার হ'তে মুক্ত কর।

ডোরা। মাথা ঘুরছে, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনি!

বিশ্ব। মা মা!

মহামায়ার প্রবেশ

আজ রাত্রির মত এই বালিকাকে তোমার কুটীরে আশ্রয় দাও। আমি মিথ্যা বলেছিলেম—এ আমার স্ত্রী নয়—অতিথি—সাধ্যমত অতিথির সম্বর্দ্ধনা কর।—যাও রমণি, নিশ্চিন্ত মনে দরিদ্র ব্রাহ্মণের চিরশান্তিময় কুটীরে আজ রাত্রির মত বিশ্রাম কর।

মহা। এ তোর স্ত্রী নয়? তবে এ কে? অপরিচিতা যুবতীকে আমি এ গৃহে স্থান দেব কেন?

বিশ্ব। মা, রমণী অপরিচিতা বটে, কিন্তু নিষ্কলঙ্কা। আমি এর সঙ্গে প্রতারণা করেছি! আমি ইতর, কিন্তু এ পবিত্রা, তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় পাবার যোগ্য।

মহা। এইতো মানুষের মত কথা। আঃ বাঁচলেম! এক মুহূর্ত্তে সংশয়ের জ্বালা জুড়িয়ে গেল! অদৃষ্ট-প্রেরিত হ'য়ে লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ছেড়ে পূর্ব্বেই এ ভগ্নগৃহে আশ্রয় নিয়েছেন—আর তুমি মা মূর্ত্তিমতী সরস্বতী—সপত্নী বিরোধ ভুলে তাকে খুঁজ্‌তে এখানে এসেছ! এস মা, দরিদ্রার পর্ণকুটীরে সযত্ন-সঞ্চিত শান্তি একরাত্রির জন্য ভোগ করবে এস।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বনাথের গৃহ

ডোরা-নলিনী শয্যায় শায়িতা ও সারদা

সারদা। ঘুমুচ্ছে। সমস্ত রাত্রি একবারও চোখের পাতা বোজেনি। দুঃখের কথা বলেছে আর কেঁদেছে! আহা ছেলেমানুষ! দুঃখের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়; সকালবেলা অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী নিদ্রা বালিকার দুঃখে কাতর হ'যে তাঁর কোলে ক্ষণেকের জন্য টেনে নিয়েছেন! আমি সকলের পায়ে-ঠেলা—নিদ্রাও আমায় পরিত্যাগ করেছে। কতদিন ঘুমুইনি! একেবারে ঘুমিয়ে জ্বালা জুড়োব ব'লে গঙ্গার গর্ভে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেম—সে আশ্রয় পেলাম না। মরে সুখ—কি বেঁচে সুখ—তা বুঝতে পাচ্ছিনি! কতদিন এমনি ক'রে কাটবে—কে জানে!

ডোরা। (নিদ্রিতাবস্থায়) যুবরাজ, এ অতি কদর্য্য স্থান, এখান থেকে পালাই চল। (জাগ্রতে) একি! এ আমি কোথায়? এখানে আমায় কে নিয়ে এল? না না—এ যে আমার স্বামীর গৃহ! মা মা, তুমি কোথায়? একি জ্বালা—একি জ্বালা!

সারদা। কেন বোন্, আর অমন কচ্ছ? বেলা হয়েছে, এতক্ষণ বোধ হয় তোমার বাবার কাছে এঁরা খবর পাঠিয়েছেন, এখনি তোমার বাপ তোমায় নিয়ে যাবেন।

ডোরা। না না, খবর দিয়ে কাজ নেই ; আমি তাঁর কাছে কি ক'রে এ মুখ দেখাব? আমার বাবার উঁচু মাথা হেঁট হবে, তাঁর এখানে এসে কাজ নেই। আমার মা'র সাম্‌নে গিয়ে কি ক'রে দাঁড়াব? আয়নায় নিজের মুখ দেখতে আমার ঘৃণা হ'চ্ছে!

সারদা। তোমার মুখে যা শুনেছি, তাতে বুঝলেম, তোমরা ব্রাহ্মণ এরাও ব্রাহ্মণ। কাল তোমার স্বামীকে দেখলেম, তিনিও দেখতে সুন্দর—সুপুরুষ। আমাদের হিঁদুর ঘরে একটা কথা আছে, সাতপাকের বিয়ে চোদ্দপাকে খোলেনা—অদৃষ্টে যা ছিল তা হয়েছে, এ তো আর ফিরবে না—তা এই ঘর করনা কেন?

ডোরা। তুমি কি বল্‌ছ? কার ঘর ক'র্‌তে আমায় বল্‌ছ? আমার স্বামী দরিদ্র, আমার স্বামী জোচ্চোর, আমার স্বামী মিথ্যাবাদী, এ কথা যখন আমার মনে হবে, তখন কি সুখে তার ঘর ক'রব? আমি কখনও কোন অপরাধ করিনি, কি পাপে আমার এই শাস্তি হ'ল? ওহো—হো! আমার মরণ হ'লনা কেন! আমার মরণ হ'লনা কেন!

সারদা। দেখ, মরা বাঁচা মানুষের হাত নয়। আর অপরাধ কল্লেই যে শাস্তি পেতে হয়, কৈ তাওতো বুঝতে পাচ্ছিনি! মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিয়ে জন্মায়; অদৃষ্টের সুখ—অদৃষ্টের দুঃখ! পোড়াকপাল নিয়ে জন্মেছ, যতদিন অদৃষ্টে আছে, পুড়তেই হবে—পুড়তেই হবে—এ জ্বালার বিরাম নেই!

ডোরা। আমার জ্বালা তুমি বুঝতে পারছনা, তাই তুমি আমায় বোঝাচ্ছ। তুমিতো কখন মনে মনে তোমার হৃদয়দেবতার মূর্ত্তি গড়নি! সে মূর্ত্তি দেখে কখন তো আনন্দে বিভোর হওনি। জীবনের সমস্ত সাধ—সমস্ত চিন্তা—সমস্ত আশা তার চরণতলে ঢেলে দিয়ে কখন তো আপনাকে ভোলনি! সে মানস মূর্ত্তি কখনতো জীবন্ত হ'য়ে তোমার

সামনে এসে দাঁড়ায়নি! তার সঙ্গে তো তুমি কথা কওনি—তার হাসি দেখে তো সংসার ভোলনি—সুখ দুঃখ ভোলনি—আত্মীয় স্বজন ভোলনি; —তার কল্পনার সঙ্গে তোমার কল্পনা-পাখী উড়িয়ে দিয়ে কখনতো নন্দনের নিকুঞ্জে ব'সে সুখের গান গাওনি! তারপর—সেই বড় সাধের—সেই বড় আশার—সেই বড় ভালবাসার হৃদয়দেবতা যে প্রতারক—বঞ্চক—শঠ—মিথ্যাবাদী—এ পরিচয় তো তোমায় পেতে হয়নি! তুমি আমার দুঃখ বুঝবেনা—আমার জ্বালা বুঝবেনা—আমার ব্যথা বুঝবেনা!

সারদা। হা হতভাগিনী!

ডোরা। আমার ব্যথার ব্যথিত নেই—আমার জ্বালা বোঝবার সাথী নেই—আমার প্রাণে শ্মশানের আগুন! এ অপমান এ দুঃখ আমি সহ্য ক'রব কেমন ক'রে!

সারদা। ব্যথার ব্যথি নেই—ওকথা বোলোনা। ব্যথার সংসার! ব্যথা নিয়ে জন্মেছি, ব্যথা বড় আদরে, বড় যত্নে বুকে পুষে রেখেছি। ব্যথা জুড়োতে চাইনি—তাই আজও মরিনি! ব্যথায় যে সুখ—জ্বালায় যে শান্তি—অপমানে লাঞ্ছনায় যে মোহ—তা ভুলতে পাচ্ছিনি—ভুলতে চাচ্ছিনি! ভুলতে গেলে যে তাকে ভুলতে হয়! যার জন্য ব্যথা, তাকে যে ভুলতে হয়! স্ত্রী হয়ে কেমন ক'রে তাকে ভুলব? তোমাদের যে কি তা জানিনি, কিন্তু আমরা হিঁদুর মেয়ে—তাকে তো ভুলতে নেই! এ জ্ঞান আমার এতদিন হয়নি, কিন্তু এই কুটীরে সৌভাগ্যবশে এই কুটীরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কথায় তা বুঝেছি—বুঝে পাষাণ প্রাণ রেখেছি।

ডোরা। কি! কি! তুমিও আমার মত দাগা পেয়েছ? সমস্ত রাত নিজের কথাই বলেছি; তুমি কে, কি, তা একবারও জিজ্ঞাসা করিনি। বল—বল—তুমি কে?

সারদা। বলেছি তো, এখন এই গৃহস্বামিনীর কন্যা—অন্য পরিচয় আমার দেবার উপায় নেই। তোমার একটা সান্ত্বনা—তোমার সব কথা তুমি বলতে পারছ, আমার কি জান? আমার কথা মুখে ফোটবার উপায় নেই! বুক ভেঙে যাচ্ছে, কথা বুক দিয়ে ঠেলে উঠে মুখের কাছ থেকে নেবে যাচ্ছে, তবু বলতে পারছিনি—বলতে পারছিনি!

ডোরা। বল, বল—যদি কিছু বলবার থাকে বল—তুমি যাকে ভালবাস সেও কি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে? সেও কি মিথ্যা-বাদী? সেও কি প্রবঞ্চক?

সারদা। দেখ, এ বাড়ীতে তুমি নতুন এসেছ, আমি আজ ক'দিন এখানে আছি। এ বাড়ীর এ ঘরের কোথায় কি আছে, মোটামুটী একরকম আমি সব দেখিছি। তোমায় যখন দেখিনি, তখন বুঝতে পারিনি; কিন্তু এখন জলের মত সব বুঝতে পারছি। দেখ দেখি·—চিনতে পার—এ ছবি কার?

ডোরা। একি! এ যে আমারি চেহারা! এ চেহারা এখানে কি ক'রে এল? এ ছবি কে আঁকলে?

সারদা। তোমার স্বামী।

ডোরা। আমার স্বামী? ও কথা বোলোনা, তোমার পায়ে পড়ি ও কথা আমায় বোলোনা—বল—এক প্রতারক!

সারদা। হাঁ, প্রতারক—কিন্তু তবু তোমার স্বামী! তুমি বড়-লোকের মেয়ে, তোমার স্বামী দরিদ্র, কখন তোমায় পাবেনা নিশ্চিত জেনে তোমার ছবি এঁকেছে—মনে মনে এই ছবির কাছে গরীবের প্রাণ বিকিয়েছে! ছবিতো ঘৃণা ক'রবেনা—দরিদ্র ব'লে মুখ ফেরাবেনা—তোমার মত আক্ষেপ করবেনা! এ ঘরে এসে যে জিনিস দেখেছি, দেখেছি তাতে লেখা "ডোরা-নলিনী।" ডোরা-নলিনী কে তা জানতেম

না, জিজ্ঞাসা করবার মত কাউকে পাইনি। মনে করতেম বৃদ্ধার পুত্র বুঝি ডোরা-নলিনী ব'লে কাউকে ভালবাসে—এ তারি নাম; ছবি দেখলেম—এক অপরূপ সুন্দরীর—নীচে লেখা "ডোরা নলিনী।" যে টুকু সন্দেহ ছিল তা ভেঙে গেল। কাল রাত্রে তোমায় দেখলেম, মনে হ'ল—আঁকা ছবি বুঝি প্রাণ পেয়ে কুঁড়েয় হেঁটে এসেছে! তার পর তোমার কথা সব শুনলেম, বুঝলেম। বুঝলেম—তোমার স্বামী যদি তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে থাকে—সে তোমার জন্য—তোমায় ভালবেসে—তোমায় পাবেনা এই আশঙ্কায়—নইলে আমার বিশ্বাস হয় না যে দেবীর গর্ভে প্রবঞ্চক জন্মায়!

ডোরা। এত ভালবাসে—অথচ এমন হীন! দরিদ্র হ'লেও মার্জ্জনা ছিল—কিন্তু—ওঃ ভগবান্!

সারদা। তুমি বড় অভাগা—কথার কথা নয়—যথার্থই তুমি বড় অভাগা! বুঝতে পারছ সে তোমায় ভালবাসে, অথচ সে তোমার স্বামী ব'লে আক্ষেপ করছ! সে আক্ষেপ তোমার স্বামী প্রতারক ব'লে নয়—সে দরিদ্র ব'লে! তুমি রূপের গর্ব্বে ঐশ্বর্য্যের মোহে তা বুঝতে পারছনা—তোমার মনে-গড়া-স্বামীর মত এই স্বামী বড়লোক নয় ব'লেই তোমার দুঃখ—তোমার অনুতাপ! নইলে তোমার কিসের ব্যথা? স্বামী—স্বামী; হ'ক সে দরিদ্র—হ'ক সে প্রতারক—হ'ক সে কুৎসিত! কি জানি তোমাদের কি রকম প্রাণ—বড়লোকের কি রকম মন! ঐশ্বর্য্য চিনেছে—মনে করেছে ঐশ্বর্য্যেই সুখ; কিন্তু তা নয়—বড় গলা ক'রে বলছি তা নয়—তা নয়! ঐশ্বর্য্যে সুখ নেই, স্বামী বড় হ'লে সুখ নেই, স্বামী রাজা-বাদশা হ'লে সুখ নেই—সুখ স্বামী যদি আপনার করে—যদি ভালবাসে—যদি আপনার হয়!

ডোরা। তুমি কে? বল, তুমি কে? তোমার সঙ্গে একরাত্রির

আলাপ, কিন্তু ক্রমশঃ আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার কতদিনের পরিচিত—তুমি আমার কত আপনার!

সারদা। আমি কে তাতো বলবার উপায় নেই! তুমি আমার বোন্। যদি বলবার উপায় থাকত, তোমার কাছে কিছু লুকোতেম না—সব ব'লে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেম। তবে বোন্, আমিও নারী—আমারও নারীর প্রাণ! আমায় দেখ—আমায় দেখে বোঝ—নারী-জীবনের সকল সুখের সুখ—স্বামী যদি ভালবাসে। আমি তোমার দুঃখ ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনি, কিন্তু তোমার স্বামীর দুঃখ যে কি তা বুঝতে পাচ্ছি। কেন বুঝতে পারছি, জান? আমাদের দু'জনেরই সমান অবস্থা ব'লে। তোমার স্বামীও দরিদ্র—আমীও দবিদ্র! দরিদ্রের কি মনোবেদনা তা দরিদ্রই জানে। তুমি বড়লোকের মেয়ে—তা বুঝতে পারবেনা। ভালবাস—ভালবাস—এই স্বামীকেই ভালবাস—তোমার নারীজীবন ধন্য হ'ক। এ ভালবাসার মত রত্ন তোমার পিতার ভাণ্ডারে নেই—পৃথিবীর রাজার ভাণ্ডারে নেই—কুবেরের ভাণ্ডারে নেই!

ডোরা। বুঝতে পারছি তোমার স্বামী আছেন, আর তোমার কথার ভাবে এও বুঝতে পারছি—তুমি স্বামী-পরিত্যক্তা। তুমি তোমার স্বামীর পরিচয় দিতে চাওনা, কিন্তু কেন তিনি তোমায় পরিত্যাগ করেছেন, তা বলবে কি?

সারদা। কি জানি, কেন? তাঁর মনের কথাতো আমি জানিনা। ন' বছর বয়সে তাঁকে দেখেছিলেম—তার পর বারো বছর—এক যুগ বয়ে গেছে—আর কখন তাঁকে দেখিনি। ঠিক তাঁর চেহারা মনে ছিলনা—মনে মনে তাঁর চেহারা গড়েছি—মনে মনে বলেছি এই আমার স্বামী! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বামীকে দেখবার সাধ হয়েছে—চক্ষু বুজে দেখেছি—রাত্রে ঘুমুইনি—কি জানি যদি সে ধ্যানের মূর্ত্তি না দেখতে পাই! চোখ

বুজে তাঁকে ভেবেছি—নারীজীবনের সাধ উথলে উঠেছে! চোখ মেলে দেখেছি—সূর্য্য উঠেছে—আকাশভরা হাসি—গাছের পাতায় হাসি—মাঠে ধানের ক্ষেতের উপর হাসির ঢেউ ব'য়ে চলেছে—কেবল আমার চোখের পাতায় আষাঢ়ের মেঘ! চোখ মুছে অনাথিনী দরিদ্রা, ঘরের কাজ করেছি—ভগবান্‌কে ডেকেছি কখন রাত্রি আসবে—আবার তাঁকে নিশ্চিন্তমনে ভাবব! এইরকমে—একদিন নয়—দু'দিন নয়—বারো বৎসর কেটেছে। সে কতদিন—কত যুগ! তার পর—আর থাকতে পারলেম না—তাঁর সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরোলেম—তাঁকে দেখলেম—বারো বৎসরের যাতনা মনে হ'ল যেন একরাত্রির দুঃস্বপ্ন!

ডোরা। তাঁকে দেখলে—তবে তাঁকে ছেড়ে আবার এখানে এলে কেন?

সারদা। কেন? সেখানে থাকা তো আমার হাত নয়। স্বামী আমার বড়লোক—আমি দরিদ্রা, তাঁর অনুপযুক্তা—তিনি আমায় ঠাঁই দিলেন না—আমায় পত্নী ব'লে স্বীকার করলেন না। অভিমানে মরতে গিয়েছিলেম—ভুল করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, স্বামীর সবই সুখ। তিনি বারো বৎসর খোঁজ নেননি, তাতেও সুখ—তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতেও সুখ—তাঁর অনাদরে মরতে গিয়েছিলেম, তাতেও সুখ—তিনি পরিচয় দিতে নিষেধ করেছেন, তাতেও সুখ—মনে মনে গুম্‌রে মরছি, তাতেও সুখ—পরের দোরে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, তাতেও সুখ। আর, তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন—তোমাকেই পাবার জন্য তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন ব'লে দুঃখ করছ? ভুল করছ! ঐ স্বামীকেই ভালবাস—প্রাণ দিয়ে ভালবাস! দরিদ্র ব'লে মুখ ফিরিওনা—ঘৃণা কোরোনা—বড় ভাগ্যে বাঙ্গালীর স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা পায়! এ পরশমণি তুমি হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলনা! ছেলেমানুষ—এখন

বুঝতে পারছনা—এ ভালবাসার পরশমণি যাতে ছোঁয়াবে তাই সোণা হবে—আর তোমার স্বামী দরিদ্র থাকবেনা!—ঐ বুঝি কারা আসছে, আমি যাই। বৃদ্ধা এখনি গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে আসবেন, আমি পুকুর থেকে এইবেলা পূজার বাসনগুলো মেজে আনি। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না জানিনা, যদি কখন দেখা হয়—বোন্, যেন এই দেখি—এই স্বামীকে ভালবেসেই তুমি স্বর্গের সুখ হাতে পেয়েছ!

প্রস্থান

ডোরা। এখনও ঘুমুচ্ছি, না সত্যই সকাল হয়েছে? বুঝতে পাচ্ছিনি—মাথা ঘুর্‌ছে—চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

ঘনবরণের প্রবেশ

একি! তুমি এখানে কেন? আমার দুর্দ্দশায় আমায় রহস্য করতে এসেছ? আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেম, তার শোধ নিচ্ছ? নাও—কি ক'রব, আমি অসহায়!

ঘন। ডোরা, ভুল বুঝেছ। আমি তোমায় রহস্য করতে আসিনি, আমার ঐশ্বর্য্য তোমার পদে অঞ্জলি দিতে এসেছি! আমরা বুঝতে পারিনি যে তোমার স্বামী এত বড় জোচ্চোর। তোমার এ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের জন্য আমরাও কতকটা দায়ী। তোমার জন্য যথার্থই আমি মর্ম্মাহত। এই হীন প্রতারক কি তোমার যোগ্য? তুমি সৌন্দর্য্যের রাণী—আর—এ একটা ছোটলোক। তুমি যদি ইচ্ছা কর, এই মুহূর্ত্তে আমি তোমায় তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস, বাইরে আমার গাড়ী অপেক্ষা করছে। তোমার উপযুক্ত স্থানে এখনি তোমায় নিয়ে যাব—মণিরত্ন দিয়ে তোমায় সাজাব। যার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়েছে সে গরীব,—সে কিছু টাকা পেলেই তোমায় ত্যাগ

করবে। আমি তোমায় বিবাহ কল্লে সমাজে তোমার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে আসবে।

ডোরা তুমি কার সাম্‌নে কথা কচ্ছ, ভুলে যাচ্ছ। যতদিন কুমারী ছিলেম, তোমাদের সাম্‌নে বেরিয়েছি, তোমাদের সঙ্গে কথা কয়েছি। কিন্তু জেনো, আমি এখন একজনের ধর্ম্মপত্নী! এখনি তুমি এ কুটীর পরিত্যাগ কর। যদিও এ কুটীর ভগ্ন জীর্ণ, তথাপি এ জীর্ণ পর্ণশালা আমার স্বামীর! ভগবানের চক্ষে, মানুষের চক্ষে, এ নারীমর্য্যাদার পবিত্র মন্দির! যিনি আমায় প্রতারণা ক'রে বিবাহ করেছেন, সেই স্বামীর হাত ধ'রে আমি ভিক্ষা ক'রব, উপবাস ক'রব— তবু কখন তোমার মুখদর্শন ক'রবনা! আমার স্বামী যে যুবরাজ সেজেছিলেন, সত্যই যদি তুমি সেই যুবরাজ হও—তথাপিও নয়! তুমি দূর হও।

ঘন। কি! এখনও তোমার সে তেজ সে গর্ব্ব খর্ব্ব হয়নি?

ডোরা। না, ঐশ্বর্য্যের সংস্পর্শে যে তেজ জ্বালাময় ছিল—দুঃখের ছায়ায় তা ধর্ম্মের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে।

ঘন। ডোরা, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এখনও তোমার অবস্থা বুঝতে পারছনা। চেয়ে দেখ দেখি,—এই মাটীর মেজে, এই ভাঙা দেওয়াল, এই শতছিদ্র কুটীর—যেন অভাবের কঙ্কাল মূর্ত্তি! এর পরিবর্ত্তে আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধন জন সম্পদ কি লোভনীয় নয়? প্রার্থনীয় নয়?

ডোরা। বাবা, বাবা, কেন আমি তোমাদের ছেড়ে এসেছিলেম? এখানে আমার বলবার কি কেউ নেই? মহাশয়, আমি প্রতারিত— মর্ম্মাহত—বোধ হয় আমার মত অভাগিনী এ পৃথিবীতে দু'টী নেই। আমার যাতনা বুঝে আপনি আমায় পরিত্যাগ করুন।

ধীরে বিশ্বনাথের একান্তে প্রবেশ

ঘন। না, আমি তোমায় পরিত্যাগ ক'রবনা—পরিত্যাগ করতে পারবনা। আমি তোমায় যথার্থ-ই ভালবাসি। আমি তোমায় হৃদয়ে ধারণ ক'রে তোমার সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ভুলিয়ে দেব। তুমি আমার সঙ্গে এস।

ডোরা। ভগবান্! এখানে কি কেউ নেই যে আমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে?

ঘন। তোমার রক্ষাকর্ত্তা আমি,—এস তোমায় বুক দিয়ে রক্ষা করি।

বিশ্ব। পিশাচ! কাপুরুষ! এ কালীঘাটের দোকান নয়, এ আমার বাড়ী—এখানে তোর প্রবেশের কোন অধিকার নেই!

ঘন। ছোটলোক! পাজী! তুই আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করিস? (অগ্রসর)

ডোরা! না না—মেরোনা—মেরোনা। হায় হায়! কি হ'ল! কি হ'ল! (মূর্চ্ছা)

বিশ্ব। কেমন? কাপুরুষের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে? আর আমি তোদের ভয় করিনি। যে পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিলেম, সে পর্য্যন্ত কুকুরের মত তোদের আদেশ পালন ক'রেছি। কিন্তু এখন আর আমি তোদের বাধ্য নই। তোরা বড়লোক ব'লে গর্ব্ব করিস্, তোদের কাছে কথার কোন মূল্য নেই। আমরা গরীব হ'লেও, যা বলি তা করি। তোদের কাছে শপথ করেছিলেম, এ ষড়যন্ত্রের ভিতর তোরা যে আছিস তা প্রকাশ ক'রবনা। প্রকাশ করবার শত প্রলোভন সত্ত্বেও আমি এখন পর্য্যন্ত তা প্রকাশ করিনি। ইচ্ছা ছিল কখনও তা প্রকাশ ক'রবনা, কিন্তু তোরা যদি এতই হীন হ'স—ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে অসহায়া স্ত্রী-

লোকের অপমান করিস—তা হ'লে আমি তোদের সকল কথা প্রকাশ ক'রব।

ঘন। ছোটলোক বলে বেঁচে গেলি। (স্বগতঃ) দেখি, পয়সায় এর শোধ নিতে পারি কি না। ডোরা, তোমার আশা এখনও আমি ত্যাগ করিনি।

প্রস্থান

বিশ্ব। ডোরা, ডোরা! ছেলেমানুষ—কত সহ্য করবে? মূর্চ্ছা গেছে—ডোরা, ডোরা!

ডোরা। দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর—আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনি।

বিশ্ব। আর ভয় নেই। এই দেখ এখানে আর কেউ নেই—কেবল তুমি আর আমি।

ডোরা। আর কেউ নেই? কেবল তুমি আর আমি? এ সব কি স্বপ্ন? তোমার লাগেনি তো?

বিশ্ব। না।

ডোরা। আমার মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছে, তুমি বোসো।

বিশ্ব। ডোরা!

ডোরা। কি?

বিশ্ব। না—কিছু না।

ডোরা। না কেন? কি বলবে বল?

বিশ্ব। বলবার কিছু নেই। তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যবহার করেছি, কি ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রব! কেন তোমায় পাবার দুরাশা করেছিলেম! কেউ আমায় শেখায়নি কেন, বলেনি কেন—চাঁদ আকাশে ওঠে—দুর্ব্বল মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি কেবল তাকে দেখবার—তাকে পাবার নয়!

ডোরা। এখন অনুতাপ বৃথা! এখন তুমি ক্ষমা চাইলেও আমি ক্ষমা করতে পারবনা।

বিশ্ব। আমিও কখন সে প্রত্যাশা করিনা।

ডোরা। কিন্তু তথাপি তুমি আমার স্বামী। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমায় ভালবাসব।

বিশ্ব। ভুল বিশ্বাসে প্রতিজ্ঞা করেছ। সুন্দরি! ধর্ম্মতঃ আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

ডোরা। (স্বগতঃ) এ দেখছি আমায় পাগল ক'রবে! এ যদি একবার বল্‌ত—ঐ গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। (প্রকাশ্যে) শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? বোধ হয় আমার বাবা আসছেন। তোমার কি আমায় কিছু বলবার নেই? যদি থাকে—বল, বল। কেউ না আসতে আস্‌তে বল।

বিশ্ব। কিছু বল্‌বার নেই; তোমার বাবা আসছেন, তুমি মুক্ত— এইবার তুমি সুখী হও।

(নেপথ্যে স্যাভারাম)। এই সেই জোচ্চোরের বাড়ী? কোথায় সেই জোচ্চোর?

সার স্যাভারাম ও দামোদরের প্রবেশ

স্যাভা। ডোরা, ডোরা!

ডোরা। বাবা, বাবা!

স্যাভা। এ একটা বদমায়েসের আড্ডা—এই সেই চোর!

দামো। হাঃ হাঃ হাঃ! চোর কি! জালন্ধরের যুবরাজ! রাজা সাহেব! আপনার এ অবস্থা দেখে আমি মর্ম্মাহত হচ্ছি। এ বাড়ী বোধ হয় সত্বরেই আপনাকে পরিত্যাগ করে ১ নং চৌরঙ্গীতে গিয়ে উঠতে হবে। কেমন, না? হাঃ হাঃ হাঃ!

বিশ্ব। বলুন মহাশয়, আপনাদের যা ইচ্ছা হয় বলুন—আমি অপরাধী। যে শাস্তি ইচ্ছা করেন দিন, আমি মাথা পেতে নেব।

দামো। একটা সদগুণ তোমার আছে ছোকরা, তুমি বরাবরই সপ্রতিভ।

শ্যাভা। জালিয়াত! তোর এতটুকু লজ্জা নেই? তুই এখনও আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছিস্?

বিশ্ব। মহাশয়, আমায় মারুন, আপনার সহিসকে ডেকে বলুন, সে আমায় চাবকে দিক্, আমি একটীও কথা কইবনা।

শ্যাভা। না, আমি তোকে জেলে দেব—আমার মাথা হেঁট করেছিস! তুই জালিয়াত, গরীবের ছেলে যুবরাজ সেজে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস, জেলই তোর উপযুক্ত শাস্তি।

দামো। এ কথাটা নেহাত illogical হ'ল! গরীবের ছেলে যুবরাজ সাজলে যদি জেল হয়, ভিখিরী বামুনের ছেলে সাহেব সাজলে কি হওয়া উচিত? তোমরা যে এই ধুতি চাদর ছেড়ে হ্যাট কোট প'রে নাম পাল্‌টে সাহেব হয়েছ, ঠিক সাদা কথার বল দেখি, এটা জুচ্চুরি নয়? একটা কথা আছে, "শঠে শাঠ্যং"—তোমরাও শঠ লম্পট, বাপ পিতামহের নাম ভুলে John Gomis এর নাতি ব'লে পরিচয় দিচ্ছ—হিঁদুর মেয়েকে শাঁখা শাড়ী না পরিয়ে গাউন পরাচ্ছ—তোমাদের ভিতরে এ রকম জুচ্চুরী দেখলে তারিফ না ক'বে শিউরে ওঠ কেন? আর জেলে দিয়ে কি হবে বল? ঘরের কুৎসা পাঁচখানা হয়ে বাইরে রট্‌বে বইতো নয়? তার চেয়ে এক কাজ কর।

শ্যাভা। কি বল?

দামো। যা হবার, হয়ে গেছে। আমি সন্ধান নিঁয়েছি, এরা সৎ-ব্রাহ্মণ, আমাদেরই ঘর। পাকে চক্রে যখন বিয়ে হয়েই গেছে, তখন একটু

ক্ষমা ঘৃণা ক'রে একেই জামাই ব'লে বরণ ক'রে নাও। ইজ্জতও বজায় থাকবে, জাতও বজায় থাকবে।

বিশ্ব। না মহাশয়, আমি এ বালিকাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত নই। আমি এর যোগ্য নই, আমি প্রতারক—প্রতারক এ সরলার স্বামী হ'তে পারেনা। (শ্যাভারামের প্রতি) শুনুন মহাশয়, আপনি আপনার কন্যাকে ঘরে নিয়ে যান। কাল পবিত্রা কুমারী জ্ঞানে যে কন্যার মস্তক স্পর্শ ক'রে আশীর্ব্বাদ করেছেন, আপনার কন্যা তেমনি পবিত্রা। আপনি নিঃশঙ্কোচে পবিত্রা কুমারীকন্যার মস্তক চুম্বন করুন, এ কন্যার উপর আমার কোন অধিকার নেই।

ডোরা। না না, কেন অধিকার নেই? আমার উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—আমি যে তোমার স্ত্রী—ধর্ম্মপত্নী!

শ্যাভা। একি! মেয়েটা শুদ্ধ পাগল হ'ল নাকি? ডোরা, তুই কি মনে করেছিস্ আমাদের পরিত্যাগ কর্‌বি?

ডোরা। না বাবা, না। আপনি এঁকে মার্জ্জনা করুন।

শ্যাভা। কখন না! যদি তুই একে স্বামী ব'লে গ্রহণ করিস্, জেনে রাখ্, আজ থেকে তুই আমার কেউ ন'স্! আমি সৎপথে অর্থ উপার্জ্জন করেছি, সেই অর্থে এই প্রতারকের স্ত্রীর কোন অধিকার নেই।

ডোরা। আমি দরিদ্রের স্ত্রী—অর্থে আমার কোন প্রয়োজন নেই। স্বামীর এই ভগ্নগৃহ আমার স্বর্ণ অট্টালিকা! যার স্বামী দরিদ্র, তার ঐশ্বর্য্যে কি সুখ? আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গাছতলায় বাস ক'রব—একসঙ্গে ভিক্ষা ক'রব—রাজার ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে আমার সংকল্প পরিত্যাগ ক'রবনা। (বিশ্বনাথের প্রতি) তুমি আমায় পরিত্যাগ কোরোনা—তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হোয়োনা।

দামো। যা বাবা! সব উল্‌টে গেল! একেই বলে "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং

পুরুষস্য ভাগ্যং" ! এতখানি বয়েস হ'ল, হাতের জল শুদ্ধ হয়নি ; মেয়ে-মানুষ যে কি দিয়ে গড়া, তা বুঝব কেমন ক'রে ! এই ডোরানলিনী—একরাত্রেই একেবারে "নলিনী মলিনী দিবসো গতে !"

বিশ্ব। বজ্রও বুঝি এত কঠিন নয় ! এই বালিকার সঙ্গে প্রতারণা করেছি ! মহাশয়, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন্, একটা ঝোঁকে আমি প্রতারণা করেছিলাম—কিন্তু আমি জন্মপ্রতারক নই। যথার্থই আমি বালিকার যোগ্য নই। দরিদ্র ব'লে যোগ্য নই নয়—বড়ঘরে জন্মান গরীবের ঘরে জন্মান দৈবাধীন,—যোগ্য নই, আমার নিজের মনের কাছে আমি অপরাধী ব'লে। আমি সব সহ্য করতে পারব, কিন্তু লোকে যে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—এই সরলা বালিকার স্বামী একটা জোচ্চোর—তা সহ্য করতে পারবনা।

দামো। (স্বগতঃ) ছোকরা ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেলেছে, কিন্তু এখনও দেখছি এর ধাত আছে—একে এখনও মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলা যায়।

বিশ্ব। মা, তোমায় এ মুখ আর দেখাবনা—তোমায় উদ্দেশে প্রণাম করি—আশীর্ব্বাদ কর—এবার যখন ফিরে আসব—যেন রাজার চেয়ে বড় হ'য়ে ফিরে আসি—বাদশার চেয়ে বড় হ'য়ে ফিরে আসি—সৎকার্য্যে বড় হ'য়ে ফিরে আসি ! আর তুমি—যাকে আমি উন্মাদের মত পূজা করেছি—দানবের মত নৃশংস ব্যবহার করেছি—তোমার স্মৃতি আমি আমরণ বুকে ক'রে রাখব ! যদি বেঁচে থাকি—পুণ্যকার্য্যে এমন নাম রেখে যাব—যে নাম শুনলে তুমি আর জোচ্চোর বলে শিউরবেনা ! যদি মরি—সমীরণ আমার শেষ নিশ্বাস-বায়ু তোমার পদপ্রান্তে বহন ক'রে আনবে ! (স্যাভারামের প্রতি) মহাশয়, এই আমাদের বিবাহের কাগজ—হিঁদুর ঘরে ম্লেচ্ছাচার—এই আপনার সামনে আমি টুকরো

টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলছি। (দামোদরের প্রতি) মহাশয়, আপনি সত্যবাদী, নির্ভীক,—আপনাকে শতসহস্র নমস্কার, আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন।

প্রস্থান

দামো। (স্বগতঃ) একে ছাড়া হবেনা, সঙ্গ নিতে হ'ল।

ডোরা। আমায় ফেলে যেওনা—আমায় ফেলে যেওনা। আমি তোমার স্ত্রী, আমার ভার কার উপর দিয়ে যাচ্ছ? আমার আশ্রয় কোথায়?

স্যাভা। কেন মা, তোমার পিতার গৃহে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

প্যারীচাঁদ ও শ্যামলাল

প্যারী। বলিস কি ?

শ্যাম। আর বলিস কি ? আপনার ডোরা-নলিনী তার পায়ের নখের যুগ্যি নয় !

প্যারী। বয়েস কত ?

শ্যাম। আজ্ঞে, কুড়ি পেরোয়নি। আর রং কি ! গোলাপফুল বলে মুখ লুকোব কোথায় ?

প্যারী। বটে ? তবে তো একটা দাঁও !

শ্যাম। আজ্ঞে, দাঁও ব'লে দাঁও ! এতদিন এ কাজ করছি, কিন্তু এর জোড়া দেখিনি। কত মেহন্নত ক'রে বা'র করেছি, বামী বৈষ্ণবীকে আড়াইশ' টাকা ক'বলে তবে তাকে দিয়ে সন্ধান নিইছি। দেখুন, অনেকদিন আপনাদের দালালী করছি, এটা যদি গাঁথতে পারি—আমার বাড়ীখানি বাঁধা আছে—বেশী নয়, সাতশ'য়, আর চব্বিশ টাকা হারে আড়াই বছরের সুদ—সেখানি আপনাকে খালাস করে দিতে হবে।

প্যারী। না দেখে কিছু বল্‌তে পারিনি। হালফিল্‌ অনেকগুলো টাকা এক ঘুঁটে-কুড়ুনীর ছেলেকে রাজা সাজাতে জলে গেছে ; নইলে হাজার বারোশ' টাকা খরচ ক'র্‌তে কি নারাজ ? আর তোর কথা তো আমার বিশ্বাস হয়না। সেবার শান্তিপুর থেকে একটাকে নিয়ে এলি—

বল্লি গেরস্থের বৌ—তার পর তার এক বেটা ভাই এসে হাজির হ'ল। নালিশ কর্‌বে ভয় দেখালে, এক কথায় পাঁচ হাজার টাকা গ'লে গেল—শেষ প্রকাশ হ'ল সে এক বেটী ঝিয়ের মেয়ে।

শ্যাম। আজ্ঞে, কি ক'র্‌ব বলুন, সে কি আর ইচ্ছা ক'রে করেছি? সে ঐ বেটী বিন্দে ঘটকী—তার দমে প'ড়ে গিয়ে আমি শুদ্ধ তো বোকা ব'নে গেলেম। কিন্তু এবার আর তা হচ্ছেনা, এবার নিজের চক্ষে দেখেছি, সব খবর খুঁটিয়ে নিয়েছি। এবারে আর বাঁশবনে ডোম-কাণা হ'চ্ছিনি।

প্যারী। কোথায় থাকে?

শ্যাম। আজ্ঞে, যেমন নভেলী নভেলী করেন, এতেও নভেলী আছে। একেবারে romantic! যেমন কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর বাড়ী ছেড়ে হীরে মালিনীর কুঁড়েয় শুয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল পড়ছে! আমাদেরও একটু নভেলী ধরণে হরণ ক'রে আন্‌তে হবে।

প্যারী। থাকে কোথায়?

শ্যাম। আজ্ঞে, ঐ যে বল্লেম—নভেলী—যা কেউ কখন মনেও করেনি, তাই—আপনাদের বকেয়া যুবরাজ বিশে পাগলার বাড়ীতে।

প্যারী। দূর! বিশে পাগলার বাড়ীতে কি?

শ্যাম। আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে কি আমি মিছে কথা বল্‌তে পারি?

প্যারী। বিশের কেউ হয় নাকি?

শ্যাম। না, তবে আর রগড় কি? পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—সধবা—কলকাতায় বুঝি গঙ্গাস্নানে এসেছিল—তার পর কালীঘাটে ভিড়ে হারিয়ে যায়! বিশের মা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। বামী বৈষ্ণবীকে যেমন আপনি মাসোহারা দেন, সে আপনার নেমকহারাম নয়—সেই তো খুঁজে খুঁজে সন্ধান বা'র করেছে। বৈষ্ণবের মেয়ে, ভিক্ষা

ক'র্‌তে যায়—তাকে দেখে তো কারও সন্দেহ কর্‌বার যো নেই, কথায় কথায় সব বা'র ক'রে নিয়েছে। জেলের ফেরত ঘাগী! তার কাছে এক ফোঁটা মেয়ে উড়্‌বে কি! দেশ এখান থেকে অনেক দূর, চিঠি লিখেছে, দেশ থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। বামী ভারি খেলোয়াড়—ভারি যোগাড় করেছে!

প্যারী। তুই যে বামীর ভারি ব্যাখ্যানা কর্‌ছিস, তোর সঙ্গে তার কিছু আছে বুঝি?

শ্যাম। আরে রাম রাম—মাসী—মাসী—বামী আমার মাসী। (স্বগতঃ) মায়ের! বাবা, পেটের জ্বালায় কত উল্‌টো পাল্‌টাই বলতে হয়!

প্যারী। তার পর, এখন কি কর্‌তে হবে?

শ্যাম। আজ্ঞে, নাটক রচতে হবে।

প্যারী। না বাবা, এক নাটক রচতে অনেক খরচ হয়ে গেছে—আর ওতে নেই।

শ্যাম। আরে ছ্যা! ছোটবাবু বলেন কি! "None but the brave, none but the brave, deserves the fair!" এ সব কাজে পেছোলে চলে? এ কাজ হাসিল কর্‌তেই হবে।

প্যারী। কি ক'রে?

শ্যাম। থাকে টালীগঞ্জে বিশে পাগলার বাড়ীতে। তার বাড়ীতে আর কেউ নেই, এক বুড়ো মা, পাড়াটাও ছোটলোকের পাড়া।

প্যারী। জোর ক'রে আনতে বলিস্ না কি? এই কলকাতার বুকের উপর! কেন, টাকায় রাজী কর্‌তে পারলিনি?

শ্যাম। পার্‌লে আর নাটক রচতে বলি? সে বামী বলেছে, টাকায়, হীরে জড়োয়ার গহনায় কিছু হবেনা। বিষ নেই—কুলোপাণা চক্র! গরীবের মেয়ে, তিনকুলে কেউ নেই, স্বামী বড়লোক, নেয়না, বিয়ের

পরে বারো বচ্ছর স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই মনের দুঃখেই থাকে। দেশে থেকে লোক এলেই এখান থেকে চলে যাবে।

প্যারী। তুই এত খবর জানলি কি করে?

শ্যাম। ঐ বামীর কাছে। তার কাছে কি চাপবার যো আছে? সে জেরায় জ্যাকসান্ সাহেবের কান কাটে!

প্যারী। গরীবের মেয়ে, স্বামী নেয়না,—পয়সায় রাজী কর্‌তে পারলিনি? তুই কোন কাজের ন'স।

শ্যাম। আজ্ঞে কাজের নই কিনা দেখিয়ে দিচ্ছি। যখন রুক্মিণীহরণ ক'রে আনব, তখন বলবেন শ্যামলালের একটা টাইটেল হওয়া উচিত ছিল। টাকায় হবেনা—ধ্যানপরায়ণা স্বামীর ধ্যান করেন, ঐ স্বামী দিয়েই ধ্যানভঙ্গ যোগভঙ্গ, মানভঙ্গ, সব কর্‌তে হবে।

প্যারী। বল্, শুনি।

শ্যাম। আর শোনাশুনি কি? আপনি সাজবেন ছুঁড়ীটার স্বামী।

প্যারী। স্বামী সাজব কি?

শ্যাম। আজ্ঞে, সাজবেন বৈ কি। বড়লোকের ছেলে, মাথার উপর কেউ নেই, লোকে জ্ঞানোদয়ে বোধোদয় পড়ে—আপনাদের হাতেখড়ী সোণাগাছীর টোলে—কত অবলার স্বামী সেজেছেন, কত সাজবেন, শিউরোলে চলে? দেখুন, আমার যোগাড়, আপনাদের পয়সা—একবেটা রাস্তার ভিখিরীকে জালন্ধরের যুবরাজ সাজিয়ে স্যাভারামের মেয়ের গতি ক'রে দিলেন, এ আপনাকে স্বামী সাজিয়ে এক পাড়া-গেঁয়ে অবলার গতি করতে পারবনা? বিশেষ, আপনার যখন মোটর আছে, বাড়ী আছে, বাগান আছে, কোম্পানীর কাগজ আছে।

প্যারী। দেখ্, বড় গুরুতর কাজ, শেষ কোন ফ্যাসাদে না পড়ি!

শ্যাম। ফ্যাঁসাদ আবার কিসের? কত বড়ঘরের কুপুত্র পয়সায়

জোরে চির জীবনটা জুচ্চুরী বাটপাড়ী ক'রে সমাজের আদর্শ ব'লে চলে গেল, আপনার আবার ফ্যাঁসাদ! সে সব আমি ঠিক করে নেব—আপনি কেবল সায় দিয়ে যাবেন।

প্যারী। বেশ।

শ্যাম। বিশে বেটা শুনেছি মনের খেদে বাড়ী ছেড়েছে, ছুঁড়ীটার অভিভাবকের মধ্যে আছে কেবল বিশের মা। তা সে মাগী তো সকালে গঙ্গা নাইতে যায়, ফেরে বেলায়। সন্ধ্যার আগে কালীঘাটে যায়, আসে আরতির পর। সে যখন বাড়ী থাকবেনা, সেই সুযোগ বুঝে একেবারে মোটর, লোকজন, দরওয়ান, ঝি নিয়ে বিশের মার বাড়ীতে চড়োয়া হব। আপনি বলবেন আপনার স্ত্রী, আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এখানে পালিয়ে আছে। পাড়ার লোক রকম সকম দেখে অবাক্ হয়ে যাবে, ছুঁড়ী পাঁড়াগেয়ে, থতমত খাবে, আতাউল্লাকে আর "আ" বলতে দেবনা, ঝি হাত ধ'রে টেনে গাড়ীতে তুলবে—তার পর বাস্—একেবারে আপনার কামারহাটীর বাগানে!

প্যারী। বড় শক্ত কাজ! তবে Policyটা মন্দ নয়। পাড়ার লোক যদি সন্দেহ করে?

শ্যাম। সন্দেহ ক'র্‌তে দেব কেন? আপনি তো Amateur Theatre এ খুব act করেছেন—হাত পা নেড়ে act কর্‌বেন—আমি কখন prompt ক'র্‌ব, কখনও সায় দেব।

প্যারী। দেখ্, একটা নূতন রকম Campaign হবে বটে! আর ঘনবরণ যেমন বিশেকে দিয়ে ডোরার উপর শোধ নিয়ে আমাদের কাছে খুব বুদ্ধিমান্ ব'লে জাহির হয়েছে, এ তেমনি ঘনবরণের উপর এক চাল চালা হবে। যখন বাগানে গিয়ে কেরামতি দেখবে, তখন বুঝবে যে বাবার বাবা আছে।

শ্যাম। তবে আর বলছি কি ? এ মরা-কাগজ পেষা নয় বাবা জ্যান্ত নাটক রচা হবে !

প্যারী। কিন্তু দেখ্, শুধু ঝি সঙ্গে ক'রে গেলে চলবেনা। আরও একজন গ্রামভারি-গোছের মেয়েমানুষ সঙ্গে নিলে কেউ সহজে সন্দেহ ক'র্‌বেনা।

শ্যাম। আজ্ঞে, বলেন তো আপনার পিসী—

প্যারী। তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা ! আমার পিসী !

শ্যাম। অ্যা হ্যা—সত্য মনে করছেন কেন ? সাজস—সাজস—একটা পিসি তৈরী করে নেব।

প্যারী। তৈরী করবি কি ?

শ্যাম। একটা "বৃদ্ধ-বেশ্যা-তপস্বিনী" গোছ দেখে পিসী সাজিয়ে নিয়ে গেলেই চলবে। গরদের থান প'রে 'বৌমা' 'বৌমা' ক'রে আদর ক'রে যখন হাত ধ'রে গাড়ীতে তুল্‌বে, তখন ছুঁড়ীর সত্যকারের স্বামী এলেও সন্দেহ ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রবে। সে আপনি ভাববেন না, আমি একটা পিসী তামিল দিয়ে নিচ্ছি।

প্যারী। বেঁচে থাক বাবা শ্যামলাল—দেখি তোর বুদ্ধি নিয়ে কি হয়।

শ্যাম। আজ্ঞে, শুধু শ্যামলাল হ'লে কি এতটা হ'ত ? আমি দালালকে দালাল, ঘটককে ঘটক—আমাদের policy কত !

প্যারী। তুমি সন্ধান রাখ, তোড়জোড় ঠিক কর, ও শুভস্য শীঘ্রং। আমি একবার ঘনবরণের সন্ধান নিয়ে যাই। তবে, আগে তার কাছে কিছু ভাঙা হবেনা, একেবারে একটা surprise করতে হবে।

শ্যাম। আজ্ঞে, কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বে কাউকে কিছু বলবেন না, ষট্‌

মন্ত্রভেদ। বিশেষ এ সব মেয়েমানুষের ব্যাপারে jealousy না হয় এমন বেটাছেলেই নেই।

উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বনাথের প্রবেশ

বিশ্ব। জীবন অন্ধকার। কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল! যৌবনের একটা নেশায় আকাশে ফাঁদ পেতে নিষ্কলঙ্ক বংশে কালি দিলেম, সংসারে শোকা-তাপা এক বুড়ো মা, তাঁকে কাঁদালেম—এক সরলা অবলার বুকে শেল হানলেম—একটা বড়ঘরে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিলেম! কি ক'রে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি? ম'লেতো ফুরিয়ে গেল! না, মরা হবেনা—কাপুরুষের ন্যায় আত্মহত্যা ক'রে—মনুষ্যত্ব তো হারিয়েছি—আর আত্মাকে নরকগামী করবনা। যা প্রতিজ্ঞা ক'রে বাড়ী ছেড়েছি—বুড়ো মাকে ত্যাগ ক'রে এসেছি—তাই করব; মানুষ হবার চেষ্টা করব। দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করব। যেমন করে পারি অর্থ উপার্জ্জন করব। আমার মত গরীব অসহায় ছেলেরা যাতে প্রকৃত লেখা-পড়া শিখে—আমার মত ভূত না হ'য়ে—যথার্থ মানুষ হয়, তাই করব। এই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বেঁচে থাকব—কাজ ক'রব—গরীব আছি—বড় হব।

দামোদরের প্রবেশ

দামো। যুবরাজ, রাজ্যহারা হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে? আমায় চিনতে পারছেন কি?

বিশ্ব। মহাশয়, কেন আমায় বারবার লজ্জা দিচ্ছেন? আমি সব হাত এড়াব ব'লেই বাড়ী ছেড়েছি, আর আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'রে লাভ কি?

দামো। দেখ ছোকরা, ব্যঙ্গ করা কেমন আমার জিভের দোষ, ও

তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমার আচার ব্যবহারে অন্যে তোমায় যাই ভাবুক, আমার মনে হয় তোমাতে কিছু পদার্থ আছে। বয়েস দোষে, শিক্ষার দোষে, সংসর্গের দোষে, একটা খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছ। করেছ—কবেছ, জীবনে কত মহাপাপ করছি, মুখ ফুটে বলিনা ব'লেই তো সাধু; নইলে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড়! তোমার বয়েস কম, এখন থেকে যদি শোধরাও—আর যে ঘা খেয়েছ, আমার মনে হয়, আর বক্তৃতা দিয়ে তোমাকে শোধরাতে হবেনা—তা হ'লে জীবনকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারবে, মানুষ হ'তে পারবে।

বিশ্ব। আজ্ঞে হাঁ, মানুষই হ'ব, অন্ততঃ হবার চেষ্টা ক'রব, তার পর অদৃষ্টে যা আছে!

দামো। কি ক'র্বে ঠাউরেছ?

বিশ্ব। ঠিক ব'ল্তে পারিনা, তবে মোটামুটি ঠাউরেছি, তেমন সৈ-সুপারিস নেই, এখানে থেকে হঠাৎ যে পয়সা রোজগার ক'র্তে পারব, তার কোন আশা দেখছিনা। তবে শুনেছি এখান থেকে অনেক লোককে ইংরেজ বাহাদুর Egypt প্রভৃতি Colonyতে কাজ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার সংসারে কোন টান নেই, এই রকম একটা কাজ নিয়ে বিদেশে যাব।

দামো। ও—এখনও দেখছি তোমার ঘোর কাটেনি, মাথায় বিষ উঠেছে, আর আমি এসেছি তাগা বাঁধতে! দেশে থেকে বুঝি আর মানুষ হওয়া হ'লনা? সাত কোটী বাঙ্গালী প্রায় সবাই Egyptএ গিয়ে মানুষ হ'য়ে আস্ছে! এখনো ঝোঁকে রয়েছ, আমি মনে করেছিলেম ঘা খেয়ে বুঝি ধাতে এসেছ,—তা নয়!

বিশ্ব। নইলে কি ক'র্ব বলুন, এখানে তো আমার সহায় কেউ নেই; কোথায় চাকরীর জন্য কার দ্বারস্থ হব?

দামো। দেখ, সহায় খুঁজতে হ'লে বড়লোকের সম্বন্ধী হ'য়ে জন্মাতে হয়। আমাদের মত গরীবের সহায় বড় থাকেনা, ক'রে নিতে হয়। কি ক'রে জান? নিজেকে বল্‌তে হয় নিজের সহায় হ'তে। নিজের উপর বিশ্বাস রেখে ভগবানের নাম ক'রে কাজ ক'র্‌ব বলে দৃঢ়সঙ্কল্প হও দেখি; দেখবে—কাজও পাবে, সহায়ও পাবে। বিকারের ঘোরে ঘুরলে স্রোতেই ভেসে যাবে, স্রোতকে আয়ত্ত ক'র্‌তে পারবেনা। যা হ'ক্ একটা কাজ ক'রে দেখ দেখি, কাজ ক'র্‌তে পার কি না, কাজ ক'র্‌বার ক্ষমতা তোমার আছে কি না। তার পর ওয়াকিব-হাল হ'য়ে Egyptএ যেতে হয় যেও, না হয় Ambulance Cropsএ নাম লিখিও।

বিশ্ব। কি কাজ বলুন?

দামো। মুটেগিরি।—চম্‌কাচ্ছ যে? মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছি, মুটেগিরি ক'র্‌ব কি? ভিক্ষে বল্লে বোধ হয় এতক্ষণ চাঁদার খাতা নিয়ে ছুটতে! ভিক্ষে নয়—মুটেগিরি! নিজের উপর বিশ্বাস থাকে যদি, ঐ মুটেগিরি থেকেই একদিন রাজা হবে।

বিশ্ব। মহাশয়, আপনি কে তা বিশেষ জানিনা। আপনার সঙ্গে অল্পদিনের আলাপে বুঝেছিলাম আপনি বড় রূঢ়ভাষী, কর্কশ। একটু পূর্ব্বেই আপনার ব্যঙ্গে আমি মর্ম্মাহত হ'য়েছিলেম, কিন্তু এখন দেখছি কর্কশতার আবরণে আপনি একজন আস্ত মানুষ!

দামো। দেখ, আমি কি, তার ব্যাখ্যার জন্য তোমার মত মল্লিনাথের বড় তোয়াক্কা রাখি না। আমি কি, আমার চেয়ে সেটা তুমি নাই বুঝলে।

বিশ্ব। আপনিই যথার্থ আমার সুহৃদ্।

দামো। সৌহার্দ্দ্যের কি দেখলে, যে অমনি সুহৃদ্ বল্‌তে গলা শুকিয়ে গেল? ওসব কেতাবে-পড়া বাক্যি রাখ, যা বলি শোন। Mortgage-

এর দলিলের মত Parchment কাগজে লেখা ম্লেচ্ছাচারের বিবাহের দলিল টুকরো টুকরো ক'রে তো ছিঁড়লে—কিন্তু বেশ ক'রে দেখ দেখি—মনের উপর ডোরার যে মূর্ত্তিখানি এঁকেছ, সেটাকে কি যথার্থ-ই মুছে ফেলতে পেরেছ ?

বিশ্ব। আর মহাশয়, ও কথা তুলবেন না।

দামো। আর মহাশয়, সে কথা তুলবনা কেন ? মুছতে পারনি ব'লেই তো ? Egyptএ যাচ্ছ, লড়াইয়ে গিয়ে Hero সাজছ, বলি আমাদের কি যৌবন ছিলনা, না দু' একখানা নাটক নভেল পড়িনি ? ও সব চাঁদের আলোয় শুয়ে শুয়ে ঢের করা গেছে হে ছোকরা, তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলো ঘন হয়ে এসেছে, এখন 'রজত-ধার' নয়—'ক্ষুর ধার' ! ও সব Egyptএ যাওয়া sentiment ছেড়ে দাও। তুমি যা করেছ, কাজটা যদিও নেহাত নোংরা—অন্ততঃ ভদ্রলোকের করা উচিত নয়,—তবু এক হিসাবে আমি তোমার উপর খুসি আছি। এই এঁসো আঁব আর টেঁসো বাঙ্গালী—এ আমার দু'চক্ষের বালাই ! শালা স্ত্যাভারাম যে অমন মেয়েটাকে Ludhianaর লবেজান মিয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একটা খানে খারাপ ক'রৃত—অন্ততঃ সে মহাপাপ থেকে ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বাঁচিয়েছ—ব্রাহ্মণের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করেছ। এর জন্য, আর কেউ না হ'ক্, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ ; আর সেইজন্যই তোমার সঙ্গ ছাড়িনি, খুঁজে খুঁজে তোমায় ধরেছি। আর যখন ধরেছি, তখন এটাও নিশ্চিত, সহজে আমি তোমায় ছাড়ছিনি। আর মেয়েটাকেও দেখলেম—হাজার বিবিয়ানা ঢংয়ে মানুষ হ'ক্, হিঁদুর মেয়ের রক্ত তাতে আছে। তোমার মত পাহাড়ে-জোচ্চোরকেও সে যখন মুক্তকণ্ঠে স্বামী বলে স্বীকার করেছে, বাপের সামনে আমার সামনেও লজ্জা করেনি কোঁচ খায়নি—তখন মা আমার এখনও বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী ! তুমি যে সাগর

পারে যাবে, আর মা লক্ষ্মী যে আমার Electric পাখার নীচে শুয়ে চক্ষে সরষে ফুল দেখবে—না হয়, যে অপোগণ্ড ষণ্ড বাপ-হয় তো আর একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েই দেবে—এটা আমি বেঁচে থাকতে সহজে হ'তে দেবনা।

বিশ্ব। আঁ্যা—বলেন কি—ডোরার আবার বিয়ে দেবেন? তা দিন্, ডোরা সুখী হ'ক্—আমি এখানে থেকে তার সুখের পথের কণ্টক হবনা।

দামো। না, বীরপুরুষ কিনা, "প্রতাপের" মত সঙ্গীনের মুখে বুকটা পেতে দিয়ে আসন্নকালে পরিত্রাহি চীৎকার ক'র্‌বে—"কি বুঝবে সন্ন্যাসী, শৈবলিনীকে আমি কত ভালবাসতেম!" দেখ, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমিও যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করেছি, এখনও কার্য্যক্ষেত্র থেকে pension নিইনি—আর যখন বিয়ে করিনি, multiplication নেই—তখন মনে হয় এখনও বিশ ত্রিশ বছর বাঁচব। তবে কাজটা কিছু ফেলোয়া ক'রে ফেলেছি, একা পেরে উঠিনি—আজ থেকে তুমি আমার Assistant হ'লে। দেখ, আমার চাকরী নয়, আমি তোমাকে আমার কাজের কিছু অংশ ক'রে দেব। পার, নিজের উপর বিশ্বাস থাকে—কাজ কর, মানুষ হও। কিসের দুঃখ? আমিও একদিন তোমার মত সংসার অন্ধকার দেখেছিলেম। তারপর মনে হ'ল—দূর শালা! যখন অন্ধকার দেখতে পাই, তখন কি আর আলো দেখতে পারিনা! তারপর নিজের পথ নিজে ক'রে নিলেম। কথার কথা নয়, সত্যই মুটেগিরি করেছি, সত্যই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজকার করেছি। বৈদ্যবাটী থেকে আলু কুমড়ো কিনে এনে মাথায় ক'রে বাজারে বেচেছি। তারপর এখন জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, যদিও "এণ্ড কোং" লেজ গজায়নি, তবুও আমার কারবারে চার পাঁচ লাখ টাকা খাটে। এই আমায় দেখে একটু আশ্বস্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে এস। তোমার ভার যাতে তুমি নিতে পার তার ব্যবস্থা ক'রে দিই।

বিশ্ব। মহাশয়, আপনাকে আর কি বলব, আপনার প্রধান দোষ কথা কইলেই আপনি রহস্য করেন। আপনার আশ্রয় আমি ত্যাগ ক'রবনা, চলুন।

ব্যাগহস্তে শিরোমণির প্রবেশ

শিরো। আজব সহর! যাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ সোজা কথায় বলেনা টালীগঞ্জের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী কোথায়। রাস্তার নাম বাড়ীর নম্বর যে চিঠিখানায় লেখা ছিল, সে চিঠিখানা হারিয়ে গিয়েই মুস্কিলে পড়েছি। জিজ্ঞাসা করলেই লোকে ঠাট্টা করে। একবেটা বদমাইসী ক'রে একটা বেশ্যাবাড়ী দেখিয়ে দিলে। উঠে দেখি বীভৎস কাণ্ড! রাম রাম!—দু'জন ভদ্রলোক যাচ্ছে, এদেরই একবার জিজ্ঞাসা করি—আর একবার বোকা হই।—মহাশয়, বলতে পারেন এখান থেকে টালীগঞ্জ কতদূর?

বিশ্ব। টালীগঞ্জ?

দামো। আজ্ঞে হাঁ, এই বালীগঞ্জেরই পাশে।

শিরো। মহাশয়, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, বালীগঞ্জই চিনিনা।

দামো। অথচ টালীগঞ্জে যাবেন! তা এক কাজ করুন, এই হাবড়ায় গিয়ে একখানা মোগলসরাইয়ের টিকিট কিনুন, সেখানে গিয়েই বালীগঞ্জের গাড়ীতে উঠবেন, তার পরেই টালীগঞ্জ!

শিরো। মহাশয়ও রহস্য কল্লেন! প্রাতঃকাল থেকে এই মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত টালীগঞ্জের সন্ধান করছি, এখনও কিছু কিনারা করতে পারিনি।

বিশ্ব। টালীগঞ্জে কোথায় যাবেন?

শিরো। রাস্তার নাম আর নম্বর হারিয়েই তো গোলে পড়েছি। এ তো আমাদের পল্লীগ্রাম নয় যে দশক্রোশের মধ্যে বাড়ীওয়ালার নাম কল্লে ঠিকানা বলে দেবে?

দামো। নম্বর হারিয়েছেন বেশ করেছেন, দেশের মানুষ দেশে ফিরে যান, এখানে আর বৃথা খুঁজে কি করবেন? এখানে মুড়ী মিছরীর একদর, নাম করলে কেউ চিনবেনা।

বিশ্ব। টালীগঞ্জে আমার অজানা কিছুই নেই, কা'র বাড়ী বলুন, আমি হয়তো বলতে পারব।

শিরো। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক।

দামো। আজ্ঞে, সেটা আপনি না বল্লেও উনি বেঁচে থাকবেন। কা'র বাড়ী যাবেন বলুন, আমাদের বেলা হয়েছে।

শিরো। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী।

দামো। আপনারও আইবুড়ো মেয়ে ছিল নাকি? আপনারও সদ্‌গতি ক'রেছেন?

শিরো। তিনি আমার পরম উপকার করেছেন, সে কথা আর কি বলব! তাঁর বাড়ীতে যাওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন।

দামো। টালীগঞ্জের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য সশরীরে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কি প্রয়োজন এঁকেই বলতে পারেন।

শিরো। এটা সত্য বলছ, না রহস্য ক'রছ?

বিশ্ব। না মহাশয়, আমারই নাম বিশ্বনাথ। আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন? আমিতো আপনাকে চিনিনা।

শিরো। আঃ! নারায়ণ হরি! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেম। আপনারই বাড়ীতে আমার একটী আত্মীয়ার কন্যা—

দামো। নিজের নয়, আত্মীয়ার?

বিশ্ব। মহাশয়, কি বলুন?

শিরো। একটী আত্মীয়কন্যা আশ্রয় পেয়ে আছে। আমি তারই অনুসন্ধানে এসেছি।

দামো। ও বাবা, "কুলি" ডিপো হয় শুনেছি, তোমার বাড়ীটা দেখছি "কনে'র" ডিপো! এতক্ষণ আমি রহস্য করছিলেম, এবার দেখছি সত্য সত্যই রহস্য হ'য়ে প'ড়ল!

বিশ্ব। একটী কন্যা আমার মায়ের আশ্রয়ে আছে বটে; আপনিই কি শিরোমণি?

শিরো। হাঁ, আমি তার চিঠি পেয়েই এখানে এসেছি। তাকে আশ্রয় দিয়ে আমার যে উপকার করেছ, তা কি বলব। ঈশ্বর তোমায় মনের সুখী করুন, মেয়েটীর জন্য কি বিপদেই পড়েছিলেম! কয়েক দিবস যাবৎ আহার নিদ্রা ছিলনা, এবার তাকে পেলে হয়! ম্লেচ্ছ ঘনবরণ বেটার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করি।

দামো। ঘনবরণ! কোন্ ঘনবরণ? তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি?

শিরো। কেশবরায়ের কুলাঙ্গার—বাড়ী গৌরীপুর—কল্‌কাতায় এসে সাহেব হয়েছেন।

দামো। তা—তাহ'লেতো দেখছি আমাদের ঘনবরণ! তার মুণ্ড-পাতের ব্যবস্থা করবেন কেন? সে কি করেছে?

শিরো। সতী সাধ্বী স্ত্রী—তাকে মেরে ফেলবার সঙ্কল্প করেছে, আর কি কর্‌বে!

দামো। সঙ্কল্প করেছে কি? তার স্ত্রী তো বাল্যকালেই মরে গেছে।

শিরো। তবে আর বলছি কি? পাষণ্ড—নরাধম—বর্ব্বর কল্‌-কাতায় এসে রটিয়েছে যে তার স্ত্রী মরে গেছে। তার স্ত্রী বেঁচে আছে, আর এই বিশ্বনাথ বাবুর বাড়ীতেই আছে—সে আমারি ভ্রাতুষ্পুত্রী।

বিশ্ব। সে কি!

দামো। বটে? এতো দেখছি আগাগোড়াই "Mysteries of

London !" ও বেটা ঘনবরণ, তোমার পেটে পেটে এত ? মহাশয়, বুঝে নিয়েছি, চলুন, আর আপনার কোন চিন্তা নেই। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ-প্রায়, টালীগঞ্জ এখান থেকে অনেক দূর, আমার বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন ক'রে অপরাহ্ণে বিশ্বনাথবাবুর বাড়ী যাবেন। চলুন চলুন, আর রাস্তায় নয়, বাড়ী বসেই আপনার সব কথা শোনা যাবে। দেখছ হে বাবাজী, "There are more things in Heaven and Eurth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy !"

শিরো। বাঁচালে বাবা, বাঁচালে, তোমাদের জয় হ'ক্।

দামো। আজ্ঞে, তা আর ব'লে কষ্ট পেতে হবেনা। "জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" চলুন, এখন আমার বিষ্ণুপুরের জনার্দ্দন শর্ম্মা কি পাক করেছেন তার খোঁজ নিইগে।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিশ্বনাথের বাটী

সারদা, ঝি, গোলঞ্চ পিসী, প্রতিবেশিনীগণ

সারদা। তোমরা কাকে কি বলছ? বোধ হয় তোমরা বাড়ী ভুল করেছ। আমার পিস্‌শাশুড়ী তো কেউ নেই!

গোলঞ্চ। আর মা, যা করেছ তাতে আমাদের না থাকাই উচিত। সোয়ামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়, রাগ হয়, তা ব'লে কি এমনি ক'রে শত্রু হাসাতে হয়? ছি ছি, লোকালয়ে মুখ দেখাবার যো নেই। রমানাথ আমার মরমে মরে রয়েছে।

সারদা। রমানাথ কে? তোমরা কাকে কি বলছ? তোমরা কেমন মানুষ, কথা বল্লে বোঝনা কেন?

গোলঞ্চ। আহা বৌমা, তুমি তো এমন ধারা মেয়ে ছিলেনা গা! বোধ হয় তোমায় কেউ ওষুধ করেছে, নইলে এমন মতিচ্ছন্ন তোমার হবে কেন? সোয়ামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে একেবারে ঘর ত্যাগ কল্লে? তোমার এই সোমত্ত বয়েস, ছি ছি লোকে বলবে কি? এস ধন আমার যাদু আমার! রমানাথ আমার গাড়ী নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

১ম প্রতি। হাঁ গা, এ মেয়েটী তোমাদের কে গা?

গোলঞ্চ। আর মা, বুঝতেই তো পারছ, জিজ্ঞাসা ক'রে আর লজ্জা দাও কেন?

ঝি। তোমরা কেমন লোক? বুঝতে পাচ্ছনা, এঁর ভাইপো-বৌ।

২য় প্রতি। ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছে বুঝি? এটা বুঝি ওর

কুটুম বাড়ী? তাইতো বলি, কোথাও কিছু নেই, বিশুর মা'র বাড়ী কখন কাকেও দেখলেম না, এ মেয়েটা এল কোথা থেকে!

গোলঞ্চ। এই মা, ঠিক বুঝেছ! সোয়ামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আবাগীর বেটী কপাল পুড়িয়েছে। রাগ ক'রে লোকে আফিং খায়, আজ কাল শুনছি এক ঢং হয়েছে কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে পুড়ে মরে। তা কল্লিনি কেন? তা হ'লে আপদ চুকে যেত, এ লোক হাসাহাসি হ'তনা।

সারদা। এ কি বিপদে পড়লেম! মা কালীঘাটে আরতি দেখতে গেলেন, কখন ফিরবেন কে জানে। এরা বলে কি? এদের মতলব তো ভাল নয়! কি ক'রব, কি ক'রব!

ঝি। বৌদিদি, আর অবুঝ হোয়োনা। শাশুড়ীর তুল্যি পিস্‌শাশুড়ী তোমায় আদর ক'রে ঘরে ফিরে যাবার জন্য ডাকছে—আহা দাদাবাবুর মুখটী আমার শুকিয়ে আম্‌শী হ'য়ে গেছে। তুমি গৃহত্যাগ করা থেকে একেবারে দেহত্যাগ করেছেন। অমন শরীর, নোকলজ্জায় অপমানের ভয়ে যেন ধারাপাত হ'য়ে গেছে! আর অবুঝ হোয়োনা বৌদিদি, আর অবুঝ হয়োনা, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চল।

৩য় প্রতি। হাঁ গা, তুমি কেমন ধারা বৌ গা? আমাদেরও কি ঘর করতে ঝগড়া হয়না? যা কল্লুম, ঘরে ব'সে কল্লুম; তোমার মতন বাবু অমন কুলত্যাগিনী তো হইনি। সোয়ামী পায়ে হেঁটে খোসামোদ ক'রে নিতে এসেছে, পিস্‌শাশুড়ী আদর ক'রে ডাকছে, ঘরের বৌ ঘরে ফিরে যাওনা।

সারদা। ওগো, তোমরা এদের কথা বিশ্বাস করছ? এদের আমি কখন দেখিনি, কখন চিনিনি. এ আমার পিস্‌শাশুড়ী নয়, কি কু-মতলবে আমার পিস্‌শাশুড়ী সেজে এসেছে, আমার স্বামীর নাম রমানাথ নয়।

১ম প্রতি। তোমার স্বামীর নাম রমানাথ কি প্রাণনাথ তা আমরা কি ক'রে জানব বল? মুখ নেড়ে বল্‌ছে দেখনা! এমন বেহায়া বৌ তো কখন দেখিনি।

২য় প্রতি। নইলে আর বেরিয়ে আসে।

গোলক। এই বল তো মা, বল তো। এমন ছোটলোকের মেয়ে ঘরে এনেছিলুম!

৩য় প্রতি। তা বাবু এক কাজ কর, বিশুর মা তোমাদের কুটুম্, সে ফিরে আসুক, তার পর তোমরা জোর ক'রে ধ'রে তোমাদের বৌ নিয়ে যেও।

গোলক। ওগো বিশুর মা কে গো? কুটুম কি? তাকে কি আমরা চিনি? কত পয়সা খরচ ক'রে সন্ধান ক'রে তবে বা'র করেছি, আবাগী এখানে পালিয়ে আছে। নৈলে এত ঢলাঢলি কেন? কুটুম-বাড়ী থাকলে এত লুকোছাপা করবার কি দরকার ছিল?

১ম প্রতি। ওমা এর পেটে পেটে এত! তা হ'লে অত খোসামোদ করছ কেন, তোমাদের বৌ তোমরা জোর ক'রে নিয়ে যাও।

সারদা। জোর ক'রে নিয়ে যাবে কি! এ কি রকম দেশ? এখানে কি পুরুষ মানুষ কেউ নেই? তোমাদের সামনে আমায় জোর ক'রে নিয়ে যাবে, অথচ আমি এদের চিনিনি! আমায় যে দিব্যি করতে বল করছি। তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা একটা উপায় কর, আমায় যেন এরা নিয়ে যায়না, আমি কখনও কল্‌কাতায় আসিনি কেন মরতে কল্‌কাতায় এসেছিলেম!

গোলক। না, এ দেখছি বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লে। ভৈরবী, তুই রমাকে খবর দে, তার মাগ সে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাক্। আমরা শুদ্ধ তো আর পাগল হইনি যে এখানে বসে নাট ক'রব।

১ম প্রতি। ওলো এদের পুরুষমানুষরা আসছে, চ আমরা সরে যাই।

২য় প্রতি। কলিকালে কতই দেখব।

৩য় প্রতি। ওর নাম লেখাবে ব'লে বেরিয়ে এসেছে, ও কি আর বাড়ী যায়? পোড়াকপাল ভাতারের, অমন মাগকে ঘরে নেওয়া কেন? আমাদের ওঁরা হ'লে আঁশবঁটি দিয়ে নাক কেটে দিত।

প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান

ঝি। তাই যাই, সোজায় তো হবেনা।

প্রস্থান

গোলক। দেখ, আর যদি চেঁচাস্, গলা টিপে এখানে মেরে রেখে যাব! যা বলি শোন্, তোর ভালর জন্যই তো বলছি, এখনও স-মানে চল্।

ঝি, প্যারীচাঁদ ও শ্যামলালের প্রবেশ

সারদা। ওমা, এরা আবার কারা

প্যারী। শ্যামলাল, তোর যেন মাগ, তুই হাত ধরে নিয়ে আয়। আমার সাহস হচ্ছেনা।

শ্যাম। আজ্ঞে, তা কি হয়? ছাঁদলাতলায় বর-বদল! আপনি কেবল হাঁ হুঁ দিয়ে যাবেন। আমি চোখের পালট ফেলতে না ফেলতে গাড়ীতে তুলছি। একবার মোটরে চড়াতে পারলে হয়, তার পর উধাও!

প্যারী। তুই এগো, আমি এই দরজা গোড়ায় থাকি।

শ্যাম। পিসীমা, বাবু বলছেন আর কতক্ষণ দাঁড়াবেন? বৌমার কি এখনও রাগ পড়েনি? ছি ছি, বড় ঘরের কথা, জানাজানি হ'লে য মুখ দেখাতে পারবনা।

গোলঞ্চ। শ্যাম, তুই রমাকে বল্ হাত ধরে গাড়ীতে তুলুক, ও নাথির ঢেঁকি চড়ে উঠবেনা।

শ্যাম। যান না ছোটবাবু, দেরী করলে সব মাটী হয়ে যাবে। এখনি কে এসে পড়বে, শেষটা আপনার জন্য জেল খাটব না কি?

প্যারী। তুই এগো, আমি পেছনে থাকি।

শ্যাম। আমি কোন্ কাজেই বা পেছপাও, যা থাকে কপালে! সৈরভী! বৌমার মুখে কাপড়টা চাপা দে, চেঁচিয়ে না লোক জানা-জানি হয়।

ঝি। আমার বাড়ী ঘাঁটালে, আমাকে আর তা বলতে হবেনা।

শ্যাম। (অগ্রসর)

সারদা। আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, আমি পরস্ত্রী, আমায় ছুঁয়োনা, মা মা! কোথায় তুমি?

শ্যাম। ছি বৌমা, শেষকালে গায়ে হাতটা দেওয়ালে? (হস্ত ধরিল)

সারদা। ওগো সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল, কে কোথায় আছ শীগ্‌গির এস, আমায় ডাকাতে নিয়ে যায়!

শ্যাম। সৈরবী, মুখের কাপড়টা চেপে ধর্‌না।

গোলঞ্চ। ওকি সৈরবীর কাজ? দাঁড়া তো।

সারদা। কেন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলেম! কেন গঙ্গায় ডুবে মরতে গিয়েছিলেম! তার ফল হাতে হাতে ফল্‌ল। ওগো কে কোথায় আছ—

প্যারী। পাঁটা খাই বটে, কিন্তু বলির সময় ব্যা ব্যা শোনা যায় না —আমি গাড়ীতে বসিগে, যা হয় শেষো করবে এখন।

প্রস্থান

শ্যাম। গোলঞ্চ, পাঁজাকোলা ক'রে ধর।

সারদা। দীননাথ!

দামোদর ও শিরোমণির প্রবেশ

দামো। বাইরে মোটর, ভিতরে এরা কারা ? একি !

সারদা। (ছুটিয়া গিয়া) আপনার পায়ে পড়ি আমায় নিয়ে যাবেন না, আমায় নিয়ে যাবেন না।

শিরো। সারদা, মা এ কি এ ?

সারদা। জ্যাঠা মশাই ! জ্যাঠা মশাই ! (মূর্চ্ছা)

শ্যাম। পালাই কি ক'রে। (পলায়নোদ্যত)

শিরো। পালাচ্ছিস যে ? কে তুই ? (ঘাড় ধরা)

দামো। তাই তো, ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। এ দু' মাগীই বা কে ?

ঝি। আমি তিনুর মা সৈরবী গো।

গোলঞ্চ। ওগো আমার কোন দোষ নেই, আমায় পিসি সাজিয়ে এনেছে।

দামো। সাজিয়ে এনেছে ? শিরোমণি মহাশয়, দেখুন দেখুন, মেয়েটী মূর্চ্ছা গেছে। আমি এ বেটাকে ধরছি, আপনি মেয়েটীকে দেখুন।

শিরো। সারদা, সারদা, মা ওঠ। এখানে একটু জল নেই ?

প্রতিবেশিগণের প্রবেশ

সকলে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? কিসের গোলমাল ? বাড়ীতে ডাকাতপড়া চীৎকার ! কি হ'ল ?

শিরো। মহাশয়, পরে বল্‌ছি, আগে একটু জল আনুন, মেয়েটীর প্রাণরক্ষা হ'ক্।

১ম প্রতি। আমি আনছি, আমি আনছি।

সারদা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) জ্যাঠা মশাই, এরা আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছে, আমায় জোর ক'রে নিয়ে যাবে!

শিরো। আর সাধ্য কি মা? প্রকৃতিস্থ হও, ভয় নাই।

দামো। তুমি যে কাঠের মুরদ হয়ে গেলে!

শ্যাম। আজ্ঞে, আর কি বলব বলুন।

সারদা। এরা জোর ক'রে আমায় নিয়ে যাচ্ছিল। এই মাগী আমার পিস্-শাশুড়ী সেজে এসেছিল। আমার মুখে কাপড় বেঁধে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; বলে আমার স্বামী গাড়ীতে আছেন।

২য় প্রতি। বটে? এত বড় আস্পর্দ্ধা! ঠাউরেছে কি? অরাজক না কি? মার শালাকে।

সকলে। মার শালাকে, মার শালাকে।

১ম প্রতি। এই মাগী দু'টো ঘাগী কুট্নী। এই রকম ক'রে ভদ্র-লোকের পাড়ার ভিতর ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকে ডাকাতী ক'রে লোকের বৌ ঝি নিয়ে যায়—এত বড় বুকের পাটা!

২য় প্রতি। মাগীর নাক কেটে দাও, মাগীর নাক কেটে দাও।

দামো। মার ধোরে কাজ নেই, বেটা বেটীদের ধ'রে পুলিসে দিই। তাহ'লেই গোড়া বেরিয়ে পড়বে এখন।

গোলঞ্চ। ও বাবা পুলিসে দেবে কি বাবা! ও গুখেগোর বেটা শেমো, তোর মনে এই ছিল!

শ্যাম। আজ্ঞে, পুলিসে আর দেবেন কেন? এই রকম কাজ করতে গিয়ে ব্যাটরায় এই কানের খানিকটে কেটে নিয়েছিল—আপনারা না হয় কানদু'টো কেটেই ছেড়ে দিন। নাক কান মলছি,—এমন কাজ আর ক'রবনা।

দামো। চৈতন্য বড় অসময়ে হয়েছে হে বাপু! তোমার নাম কি? ভদ্রলোক সেজে আছ, অথচ এই কাজ ক'রে বেড়াও?

শ্যাম। আজ্ঞে, যখন ধরা পড়েছি, আর মিছে কথা বলবনা। হয় জেল না হয় দ্বীপান্তর, একটা তো কিছু হবেই। আমার নাম শ্যামলাল, আমি দালাল আর ঘটক—both combined.

দামো। তুমি এই ঘৃণিত কাজ কর?

শ্যাম। আজ্ঞে, কি ক'রব পেটকোয়াস্তে!

দামো। চমৎকার! ঐ এক বুলি হয়েছে "পেটকোয়াস্তে"; ভদ্রলোক ব'লে পরিচয় দেয়, জাল জুচ্চুরী নোটোমী পকেটমারা পর্য্যন্ত করে—আর ধরা পড়লেই বাহাদুরী জানিয়ে বলে "পেটকোয়াস্তে!" বাঙ্গলায় খুব শয়তানের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি! এ মাগীরও কি পেটকোয়াস্তে নাকি?

গোলঞ্চ। ওগো আমি গোলঞ্চ। এই আঁটকুড়ীর বেটারা আমায় পিসী সাজিয়ে এনেছে। বলেছে, পিস্-শাশুড়ী সেজে একজনদের বৌকে ভুলিয়ে আন্‌তে হবে।

১ম প্রতি। দাও ঘুঁসী মেরে বেটীর দাঁত ক'টা ভেঙে।

গোলঞ্চ। ও বাবা, দিলে দিলে দাঁত ভেঙে!

২য় প্রতি। না, ও পুলিসে দেওয়াই ভাল—টানুক ঘানি।

ঝি। ওগো বাবাগো, আমার কি হবে গো!

১ম প্রতি। চুপ কর্ মাগী, কাঁদবি যদি—এক চড়ে—

ঝি। না বাবা, কাঁদবনি বাবা, তোমাদের গোড় ধরি, আমাকে কিছু বোলোনি বাবা। ওরে তিনুরে—বাবারে!

দামো। উঃ এ হ'ল কি! সহরের বুকে, রাত্রি নয়, কিছু নয়, সন্ধ্যের সময় এই ব্যাপার! আমরা বাড়ীতে ঢুক্‌তেই মোটরে ক'রে যে

চলে গেল, সেই হচ্ছে পালের গোদা! আচ্ছা বাবা, যখন কানে হাত পড়েছে—তখন মাথা পাবই। শিরোমণি মহাশয়, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে কথা ক'ন্, আমরা বাইরে একছিলিম তামাক খেয়ে এদের সম্বন্ধে সংব্যবস্থা করছি।

১ম প্রতি। তাই আসুন, ভাগ্যে আপনারা এসে পড়েছিলেন, নইলে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে দিনে ডাকাতি করেতো চলে যেত। আসুন, বাইরেই আসুন। সন্ধ্যেও হয়ে গেছে, বিশুর মা এখনি ফিরল বলে।

চতুর্থ দৃশ্য

সার স্যাভারামের বাটী

সার স্যাভারাম ও লেডী স্যাভারাম

স্যাভা। এ সুযোগ আমি ছাড়তে পারবনা। ঘনবরণ শুধু আমার ইজ্জত রক্ষা করছে নয়, আমাকে জেল থেকে বাঁচাচ্ছে, insolvency থেকে বাঁচাচ্ছে। মেয়ের যদি বিয়ে না দিই, ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবনা। কানাঘুষোয় এর মধ্যেই লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করেছে। তারপর—টাকা!

লেডী। Fie! তুমি কোন কাজের নও। তিন তিনখানা জাহাজ একেবারে ডুবল, তুমি কিছু করতে পারলেনা?

স্যাভা। জাহাজ ডুবলো Atlanticএ, আমি এখানে বসে কি ক'রব? তিনখানা জাহাজে প্রায় ছ লাখ টাকার মাল ছিল, Insurance Co. লড়াইয়ের সময় বলেই insure করলেনা, চারগুণ লাভ হবে আশায় কপাল ঠুকে চামড়া পাঠালেম; বেশী সাবধানী ব'লে একখানা জাহাজে দিইনি, তিনখানা জাহাজে দিয়েছি। অদৃষ্ট মন্দ, তিনখানাই ডুবল। এতে আর আমায় Fie বল্লে কি হবে বল? তবু আমি—

লেডী। রাখ তোমার—"তবু আমি"! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা কচ্ছে। হাঁগা, কিছু থাকবেনা?

স্যাভা। থাকবেনা কেন? যাতে থাকে, সেই ব্যবস্থাই তো আমি করেছি। যা কিছু টাকা—ছড়ান আছে, হাতে নেই, বিলিতী কণ্টাক্ট্

ঠিক মত মাল দিতে পাল্লেম না, সাত আট লাখ টাকা খেসারত ধ'রে দিতে হবে। এর আর কাটান ছিড়েন নেই। এখন দিতে গেলে বাড়ী ঘরদোর mortgage দিয়েও এর অর্দ্ধেক টাকাও জোগাড় করতে পারবনা। কিন্তু তাতে অপমান—লোকে বলবে আমি দেউলে হয়ে গেলেম। ঘনবরণ টাকাটা এখন ধার দিতে চায়। তবে তার কথা, ডোরার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে। এখন দেখছি তোমার কথা না শুনে গোড়াতেই ঘনবরণের সঙ্গে বিয়ে দিলে এ কেলেঙ্কারীটা আর হ'তনা, তা তুমি 'রাজা রাজা' ক'রে আমায় তো আর চোখ মিলে দেখতে দিলেনা, তবু—

লেডী। ওগো আর জ্বালার উপর জ্বালা বাড়িওনা—আর "তবু"তে কাজ নেই। এখনতো আমার দোষ হবেই!

স্যাভা। দেখ, আর নাকে কেঁদনা, আমার আর ভাল লাগছেনা। তুমি ডোরাকে রাজী কর। সে বিয়ে করতে চায়না কেন? এক বেটা জোচ্চোরের সঙ্গে ভুলক্রমে একটা কাজ হয়ে গেছে, তার সংশোধনের উপায় রয়েছে, সংশোধন ক'রবনা?

লেডী। আমি কি বোঝাইনি? ঢের বুঝিয়েছি। সে কিছুতেই শুনবেনা, আমি কি ক'রব? তার তো কোন দোষ নেই, আমরাই দেখে শুনে জোচ্চোরের হাতে দিয়েছিলেম।

স্যাভা। তবু তুমি আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখ, না হয় আমার কাছে ডেকে দাও, আমি তাকে বুঝিয়ে বলি। আমার মান যায়—গিন্নি, আমার মান যায়! আমি তার বিয়ে না দিলে কোনদিকেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনা।

লেডী। তোমার মেয়ে তুমি বোঝাও, আমি হার মেনেছি। আমি তাকে ডেকে দিয়ে খালাস।

প্রস্থান

শ্যাভা। কি করি! ঘনবরণ যা propose করেছে, সে দেখছি আমার পক্ষে একটা boon! হতভাগা মেয়েটা আবার বেঁকে বসল। Misfortune never comes alone—নইলে এ অপমানের উপর আবার এ লোকসান হবে কেন? একেবারে তিন তিনখানা জাহাজ ডুবল! এখন কথা চাপা আছে, কিন্তু due মত contract এর টাকা না দিতে পারলে এক কথায় আমার মানসম্ভ্রম খ্যাতিপ্রতিপত্তি সব যাবে। কিছুতেই না! বরাবর নিজের জেদে ব্যবসা করেছি, নিজের জেদে এই মানসম্ভ্রম করেছি, বজায় রেখেছি। সুযোগ হাতে থাকতে সে নাম খোয়াব? কখনও না। আমি জোর ক'রে ঘনবরণের সঙ্গে ডোরার বিয়ে দেব।

ডোরা-নলিনীর প্রবেশ

শ্যাভা। ডোরা!

ডোরা। বাবা!

শ্যাভা। তুমি কখনও আমার অবাধ্য নও, আজ অবাধ্য হচ্ছ কেন? কে একটা জোচ্চোরের সঙ্গে ভুলে তোমার বিয়ে হয়েছে, আর সে যখন ইচ্ছা ক'রেই তোমায় পরিত্যাগ ক'রে গেছে, তখন তো সে বিয়ে null and void! ঘনবরণ খাসা ছেলে—অগাধ পয়সা—

ডোরা। (স্বগতঃ) কি ক'রে বাবার কাছে সব বলি? তিনি পরিত্যাগ করে গেছেন; কিন্তু কি ক'রে পরিত্যাগ করেছেন, তা আমি জানি আর অন্তর্যামী জানেন! হিঁদুর মেয়ে—দু'বার বিয়ে ক'রব কি ক'রে! এ কি বিপদের উপর বিপদ! কেন আমার স্বামীর ঘর থেকে এরা আমায় এখানে নিয়ে এল?

শ্যাভা। চুপ ক'রে রয়েছ যে মা? তা হ'লে কি বুঝব তুমি সম্মত?

ডোরা। না।

স্থাভা। না! কিন্তু আমি কথা দিয়েছি। আজ রাত্রেই আমি তোমাদের বিয়ে দেব।

ডোরা। (স্বগতঃ) বিয়ে দেওয়া বাবার হাত, মরা কি আমার হাত নয়? (প্রকাশ্যে) বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিন, নয় আমার শাশুড়ীর কাছে আমায় পাঠিয়ে দিন। আমার প্রতি নিষ্ঠুর হবেন না। আমি যে আপনাদের সেই আদরের ডোরা—

স্থাভা। আদরের বলেই তো বলছি মা! তোমার ভবিষ্যৎ ভেবেই তো এ কাজ করছি। আজ যদি তোমার বিয়ে না দিই, এই যে বাড়ী ঘর দোর দেখছ, এ সব কিছুই থাক্‌বেনা। দেনদার হয়েছি—দেনার দায়ে সব বিকিয়ে যাবে, তোমাদের নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে! আমি বুড়ো বাপ, এতদিন তোদের খাওয়ালেম পরালেম, তোর হ'তে যদি একটা উপকার হয়, তা করবিনি? কোথায় দাঁড়াব? কার কাছে গিয়ে হাত পাতব? আমার এত আদরের মেয়ে তুই, তোর কি হবে?

ডোরা। কেন? আমি ভিক্ষা ক'রে আপনাদের খাওয়াব।

স্থাভা। ও সব কথা শোনবার বয়স আমার নেই, আমি যা ব'লব তা শুনতেই হবে। আমি আদরও ক'রতে জানি, শাসনও ক'রতে জানি। তুমি মন ঠিক কর। আমি যাই, ঘনবরণের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করিগে। যদি তোমার জন্য আমায় অপমানিত হতে হয়, তাহ'লে নিশ্চয় জেনো—আমি Suicide ক'রব।

প্রস্থান

ডোরা। মাকে অনেকটা নরম করেছিলেম, বাবা কিছুতেই শুনলেন না। দ্বিচারিণী হব? কখন না। আমি বিয়ে না করলে বাবাকে ভিক্ষা করতে হবে? বাবা আত্মঘাতী হবেন? যে জেদী, অসম্ভব নয়। উপায়

কি? হয় দ্বিচারিণী—নয় পিতৃঘাতিনী! এ বিপদে কিছুই উপায় স্থির করতে পারছিনি। আমি তো আসতে চাইনি, আমায় জোর করে আমার স্বামীর ঘর থেকে কেন এঁরা নিয়ে এলেন! আমার স্বামী শত্রু, বাপ শত্রু, মা শত্রু,—অদৃষ্ট আমার শত্রু! আজ সেই একরাত্রের পরিচিতা সারদাকে মনে পড়ছে। সে বলেছিল—ব্যথার সংসার। সংসার তো ব্যথারই বটে! সে ম'রে জুড়ুতে গিয়েছিল—মরেনি; কিন্তু আমার মত বিপদে তো পড়েনি—পড়লে বোধ হয় সে ম'রত। মরণ ভিন্ন আমার তো অন্য কোন গতি দেখছিনি। কেন এত ভাবছি? মরতে পা'রবনা? তবে, মরতে ইচ্ছা হয়না। তাঁকে আদর করিনি, যত্ন করিনি, একটা মিষ্টি কথা কইনি—শুধু অপমান করেছি, কটু বলেছি!—মরতে ইচ্ছা হয়না!

দামোদরের প্রবেশ

দামো। হাঁরে ন'লে, তোর বাবা নাকি আবার তোর বিয়ে দেবে?

ডোরা। মামা, মামা!

দামো। একি? কেঁদে কেঁদে তোর চোখ ফুলেছে, ব্যাপারটা কি বল্ দেখি?

ডোরা। মামা, আপনি আমায় রক্ষা করুন, বাঁচান! আমি জানি, আপনি মেয়ের মত আমায় ভালবাসেন—হয় আমায় বিষ এনে দিন—নয় আমায় এখান থেকে আর কোথাও নিয়ে যান।

দামো। কেন?

ডোরা। হিঁদুর মেয়ের ক'বার বিয়ে হয়? আমি হিঁদুর মেয়ে, বাবা সে কথা ভুলে গেছেন, মা সে কথা ভুলে গেছেন। আমাদের ইংরাজী চাল বলে আপনি বরাবরই আমাদের ঘৃণা করতেন, আজ আর

আমি ইংরাজি-পড়া মেম নই—যথার্থ-ই হিঁদু। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি দয়া ক'রে আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে আসুন।

দামো। দেখ্, আমি তোর মা'র কাছে সব শুনেছি, শুনেই এখানে আসছি। তোর বাপ, টাকার লোভেও বটে—শালা কসাই কি না—আর কতকটা Prestige বজায় রাখতেও বটে, ঘনবরণের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে ঠিক করেছে। তা আমিও বলি, তুই এতে রাজী হ'।

ডোরা। মামা, শেষ আপনিও ?—ওঃ আজ যদি—

দামো। সেই পাজী বেটা বিশে এখানে থাকত,—কেমন—না ? তা শুনেছি সে বেটা তো বিবাগী হয়ে গেছে।

ডোরা। (স্বগতঃ) মরতে ইচ্ছা হয়ও বটে, হয়নাও বটে—সারদা ঠিকই বলেছিল। তার কথা শুনিনি, পরশমণি পায়ে ঠেলেছি—এখন ভাবলে কি হবে ? মরা তো কেউ ঘোচাবেনা !

দামো। কি ভাবছিস্ ?

ডোরা। তুমি যাও, আমার মনে যা আছে তাই হবে।

দামো। তোর মনে যা আছে, তা কি বুঝতে পাচ্ছিনি ? তা কেন পাগলামো করছিস, জালন্ধরের যুবরাজের সঙ্গে তোর যে বিয়ে হয়েছিল সে বিয়ে জাল—আর সে হিঁদু আচারেও নয়। ও বিয়েই নয়। এবার ঘনবরণের সঙ্গে তোর বাপ যে সম্বন্ধ করেছে, সে সম্বন্ধ তো মন্দ নয়। চোখ কান বুজে বিয়ে ক'রে ফেল্। আমরা একরাত্রি আমোদ ক'রে যাই। তবে, তোর বাবাকে ব'লে, আর আমি থেকে, এবারে চেলী প'রে, ঘোমটা দিয়ে, পুরুত ডাকিয়ে শাস্ত্রমতে যাতে বিবাহটা হয় তা ক'রতেই হবে। ও রেজিষ্ট্রী ফেজিষ্ট্রী ক'রে বিয়ে আর চলবেনা। তুইও হিঁদু আচারে না হ'লে বিয়েতে মত দিসনি।

ডোরা। মামা, আগে মনে করতেম আপনি আমায় ভালবাসেন ;

আপনি মুখে লোককে কড়া কড়া বলেন বটে, কিন্তু সে আপনার মুখের কথা—প্রাণের নয়। মনে করতেম—আমরা ইংরিজী শিখে সাহেব হয়েছি, আপনি হিঁদু। এখন দেখছি, তা নয়—আপনিও আমাদের মত হীন। নইলে মানুষ হ'লে কখন আমায় আবার বিবাহ করতে বলতেন না। আমার কি দোষ? আপনারাই তো আমাকে ইংরিজী পড়িয়ে মেম ক'রে তুলেছিলেন—আপনারাই তো অবাধে আমাকে পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে দিতেন—আপনারাই তো আমাকে বাক্সের আঙ্গুর ক'রে আতুপুতু ক'রে কাঁচের আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছিলেন! আমি কি জালন্ধরের যুবরাজকে চিনতেম? আপনারাই—আমার মা বাবাই তো বড়ঘরে কুটুম্বিতা করবেন ব'লে আমায় একটা জোচ্চোরের সঙ্গে মিশতে দিয়েছিলেন! বাল্যকাল থেকে আমাকে রাণীগিরির স্বপ্নে ডুবিয়ে রেখেছিলেন! আমার সে স্বপ্ন ভেঙেছে—আমার সে মোহ কেটেছে! এখন বুঝতে পারছি, আপনারা আমার ভাল দেখেন নি, আমার সর্ব্বনাশ ক'রে নিজেদের ইষ্ট খুঁজেছেন! বেশ—আমি আপনাদের কারও কথা শুনবনা—আমার কারও পরামর্শে প্রয়োজন নেই—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে—আমি কখন আর বিবাহ ক'রবনা—মরে গেলেও না।

প্রস্থান

দামো। ওরে ন'লে, শোন্ শোন্।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দামোদরের বাসাবাটী

বিশ্বনাথ

বিশ্ব। মিথ্যা—মিথ্যা—এ সংসারে সকলই মিথ্যা! মিথ্যা স্নেহ, মায়া, মমতা—মিথ্যা প্রেম—মিথ্যা ভালবাসা! অর্থ-ই সব! ডোরা আমার সঙ্গে প্রণয়ের ভান দেখিয়েছিল—ভালবাসেনি। ভালবাসলে কি আবার বিবাহ করতে সম্মত হয়? সেদিন আমার আশ্রয় ত্যাগ করতে চায়না—আবার আজ শুনছি ঘনবরণের সঙ্গে তার বিয়ে! এক একবার মনে হয় ঘনবরণেব জুচ্চুরী সব ভেঙে দিই, আবার মনে হয়—না, কথা দিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে আর নিজেকে হীন ক'রবনা। আমার কি? হ'ক্ না ডোরার বিবাহ, আমি তো আশা ত্যাগ করেছি, তবে আর সে কথা ভাবি কেন? ভাবি কেন? কে জানে! বুঝতে পারছি, রমণীর সবই প্রতারণা—বুঝতে পারছি, এ সংসার স্বার্থের সংসার—তবু ভুলতে পারছিনি! এ কি মোহিনী! এ কি যাদু! এ কি যন্ত্রণা! ভুলতে চাই—ভোলা উচিত—ভুলব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—তবু ভুলতে পারছিনি—আততায়ী হৃদয় আমায় ভুলতে দিচ্ছেনা!

দামোদরের প্রবেশ

দামো। ওহে প্রেমিকবর!—হায়, হায়! বাবাজী একেবারে ধ্যানমগ্ন দেখছি যে! বলি ও মহাশয়—মহাশয়! ওঃ কূটস্থ চৈতন্যে মনকে

বিলীন করেছে! আর কি হুঁস্ আছে?—ওহে! অয়মহম্ভো! আমি দুর্ব্বাসা—ধ্যানভঙ্গ না হ'লে এখনি অভিশাপ দিয়ে যাব—গৃহে অতিথি!

বিশ্ব। অ্যাঁ! আপনি? কতক্ষণ? নতুন কিছু সংবাদ আছে?

দামো। বেশ বাবা! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, ডেকে এনে ঠাঁই দিলেম—খুব কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছ! হুকুম হচ্ছে, "নতুন কিছু সংবাদ আছে?"—একেবারে কারপরদাজ ক'রে তুল্লে দেখছি।

বিশ্ব। মাফ করবেন, আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলেম। আপনি কবে আপনার কার্য্যস্থানে যাবেন? এখানে আর ভাল লাগছেনা। এখান থেকে বেরোতে পারলেই বাঁচি।

দামো। আর বেশীদিন থাকতে হবেনা, আমি কালই যাব। আজ রাত্রে ন'লের বিয়ে। নেহাত আত্মীয়, বিয়েটা না হয়ে গেলে যাওয়াটা ভাল দেখায়না, কালই যাব।

বিশ্ব। বেশ, তাই হবে।

দামো। শুধু তাই হবে নয়। আমি তোমায় আমার কারবারের অংশীদার ক'রব বলেছি। যখন বলেছি, তখন ক'রবই। তবে একবার তোমায় পরীক্ষা করে নেব। তুমি তো ন'লের সঙ্গে বিয়ের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলেছ; বলেছ—তাকে ভুলবে; সেটা কথার কথা কিনা, একবার দেখব। আমার সঙ্গে ন'লের বিয়ে দেখতে তোমাকেও যেতে হবে! তার পর কাল সকালে এ সহরের পায়ে নমস্কার ক'রে চলে যাব।

বিশ্ব। মহাশয়, আপনি আমার উপকারী—সুহৃদ্; আপনি যদি আমায় মরতে বলেন আমি তাতেও প্রস্তুত। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ, মিনতি—আমায় আপনার সঙ্গে যেতে বলবেন না—আপনার এই কথাটি আমি রাখতে পারবনা।

দামো। না—রাখতে হবেই! এই তোমার মনের জোর? যার আশা ত্যাগ করেছ—যার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই ব'লে চীৎকার ক'রে গগন ফাটিয়েছ—আর একজনের সঙ্গে তার বিয়েটা বুঝি চর্ম্মচক্ষে দেখতে পারবেনা? তবেতো খুব আত্মত্যাগী বীরপুরুষ দেখছি!

বিশ্ব। মহাশয়, আপনি মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। আত্মত্যাগ? কি আত্মত্যাগ করেছি জানেন? আশা জলাঞ্জলি দিয়েছি—কল্পনায় নতুন পৃথিবী তৈরী করেছিলেম—তাতে দুঃখ ছিলনা—দৈন্য ছিলনা—অশ্রুজল ছিলনা—সে পৃথিবী সদাই প্রভাত-রবি-কিরণে হাস্যময়ী ছিল! আমার সে জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—তার পেষণে আমার বুকের হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে—চামড়া ঢাকা আছে, তাই দেখাতে পাচ্ছিনি! আত্মত্যাগ কি বলছেন? আমার আর আত্ম নেই—কিছু নেই—সব শূন্য—সব শূন্য!

দামো। (স্বগতঃ) হায রমণী! তুমি মানুষের শাদা বুকে কি কালির আঁচড় কাট—সারাজীবন চোখের জল ঢেলেও তার বিন্দুমাত্র দাগ মোছা যায়না! ছেলেমানুষ—অপরাধ কি? (প্রকাশ্যে) শূন্য শূন্য করছ কি? আমি শূন্য থাকতে দেবনা—তোমায় পূরো ক'রে তবে ছাড়ব। তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমার সঙ্গে তোমায় যেতেই হবে। তবে এ মুখে হবেনা, একটু বেশ ক'রে নিতে হবে; তা সে কাজেতো তুমি পাকা আছ! তোমার কিছু হ'ক না হ'ক, তারা তোমায় হঠাৎ দেখলে অপমানিত মনে করবে। জেনো—আজ তোমার অগ্নিপরীক্ষা!

বিশ্ব। (স্বগতঃ) ইচ্ছা হয় বটে আবার তাকে দেখি, আবার তার কথা শুনি, তার শুক্‌নো মুখে আবার হাসি দেখে সুখী হই! তার দোষ কি? আমিই তো দোষী! আমিই তো তার সঙ্গে প্রতারণা করেছি! আমিই তো তার ছবি এঁকেছিলেম—সে তো আঁকেনি!

দামো। কি ভাবছ?

বিশ্ব। আর নিজের কিছুই রাখবনা—ভাবনাও না—ঝড়ের এঁটো-পাত, যেদিকে যখন হাওয়া সেইদিকেই উড়ে যাব!—আপনার যা অভিরুচি।

দামো। আহা, এই রকম সুমতি তোমার মত উচক্কা প্রেমিক ছোঁড়াগুলোর যদি হয়, তাহ'লে পৃথিবীর অনেক দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়! চল, আমারও একটু কাজ আছে, সেগুলো সেরে নিয়ে তবে সেখানে যেতে হবে।

উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

সার স্যাভারামের উদ্যান-বাটী

বিবাহ-মণ্ডপ

ডোরার সহচরীগণ

১ম সহ। স্যাভারাম সাহেব খুব boldness দেখিয়েছেন। Enlightend Societyতে একটা কীর্ত্তি রেখে গেলেন!

২য় সহ। ন'লেরও দেখ সেই ঘুরে ফিরে ঘনবরণের সঙ্গেই বিয়ে হ'ল!

৩য় সহ। যেমন ছেলেবেলা থেকে নভেলী ভাব, বিয়েটাও দেখ নভেলী ধরণেই হ'ল! এর পরে এদের জীবন নিয়ে একটা কাব্য লেখা চলবে।

১ম সহ। হাঁ, বিয়ের আগে অম্বল চাকা মন্দ নয়! তবে এবারে ঢং বদলালে কেন বল্ দেখি? শাঁখা শাড়ী প'রে পুরুত ডাকিয়ে বিয়ে!

২য় সহ। আজকাল নাকি আমাদের ভিতরেও কতক কতক হিঁদুয়ানির চালও চলছে। বাবা ম'লে কাচা গলায় দেয়না, জুতো পায়ে দেয়, অথচ পুরীতে গিয়ে শ্রাদ্ধ সেরে আসে! ন'লে বল্লে—যখন সাহেবী ধরণের বিয়ে সইলনা, এবারে একটু romantic ক'রে নেওয়া গেল।

৩য় সহ। তা সত্য কথা যদি বল ভাই, ও গাউনপরার চেয়ে চেলী প'রে ন'লেকে মানিয়েছে চমৎকার!

২য় সহ। শুনলেম প্রথমে বিয়ে কর্‌তে রাজী হয়নি, তার পর হঠাৎ যে রাজী হ'ল ?

৩য় সহ। সেটা বয়সদোষে, রাত্রে ঘুম হবেনা ব'লে।

১ম সহ। শুনেছি সভ্যজাতির মধ্যে যার বিয়ের যত edition হয়, ততই নাকি তার দর বাড়ে। ন'লের বিয়েতে এ চলনটা হ'য়ে বড় মন্দ হ'লনা।

৩য় সহ। হাঁ, নজীর রইল। তুই সাত edition পর্য্যন্ত স্বামী বদলাতে পারবি।

১ম সহ। পোড়া কপাল! আমি বিয়েই ক'রবনা।

৩য় সহ। না, Suffrigist দলে নাম লেখাবি!

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি

২য় সহ। সম্প্রদান বোধ হয় হ'য়ে গেল, এইবার বর-ক'নে এই দিকেই আসবে।

১ম সহ। শুভদৃষ্টি হবেনা ?

৩য় সহ। শুভদৃষ্টিতো আমরাই করাব, আসুকনা।

নব-বধূর সহিত ঘনবরণ, দামোদর প্রভৃতির প্রবেশ

ঘন। (স্বগতঃ) এ চেলীপরা একরকম মন্দ নয়, কিন্তু টোপরটা বড় খড়মড় করে! বাবা, সাধে বলেছিলেম—পয়সার সঙ্গে যদি বুদ্ধি থাকে তো কি না হয়! "সেইতো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।" আমার মত প্রতিশোধ বোধ হয় কেউ নেয়নি। সাধে সেই ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে পেত্নীটাকে তাড়িয়েছিলেম? সে moral courage ছিল ব'লেই আজ আমার হৃদয়-সরোবরে ডোরা-নলিনী ফুটল! আর আমায় পায় কে ?

দামো। হাঁগা মা লক্ষ্মীরা, তোমরা অত থতমত খাচ্ছ কেন? বিবিই সাজ আর যাই হও, মামুলী আমলের কানমলা ভুললে চল্‌বে কেন? আমি যে নেহাত মামাশ্বশুর, আমারই হাত নিশ্‌পিশ্‌ কর্‌ছে!

১ম সহ। সত্যি লো! দে না শালার কান ম'লে। বিয়েটা হিঁদু-মতে হ'ল, কানমলাটা বাকী থাকে কেন?

ঘন। (স্বগতঃ) মল' বাবা, আমি বর, আমার হাত থাকতেও নেই!

লেডী স্যাভারামের প্রবেশ

লেডী। দামু, এখানে কি করছিস? আয় আমরা সরে যাই, এরা বাসরে আমোদ আহ্লাদ করুক। এর পর এদের খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করতে হবে।

দামো। দিদি, আমোদ ক'রব ব'লেই তো এখানে এলেম, আমোদের এখন হয়েছে কি? আমার ভাগ্নীর বিয়ে, আমি আমোদ ক'রবনা? আমোদ তো হবেই, আগে শুভদৃষ্টিটা হ'ক।

১ম সহ। আমরা যখন আছি, শুভদৃষ্টি কি আর বাকী থাকবে? আয়লো ন'সে—আমিই তোর ঘোমটা খুলে শুভদৃষ্টি করাই।

ঘন। (স্বগতঃ) "সেই মুখখানি—আহা কেমন করিয়া বলিব—সেই মুখখানি!"

দামো। দিদি, এস আমরা একটু সরে থাকি।

লেডী। আয়।

উভয়ের অন্তরালে প্রস্থান

১ম সহ। (বধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া) ওলো চেয়ে দেখ্‌।

ঘন। এ কি এ! What nonsense! এ কে! কোথা থেকে এল!

সহচরীগণ। ওমা এ কে! একে তো কখন দেখিনি! এতো ন'লে নয়—এ তবে কে?

দামোদরের পুনঃ প্রবেশ

দামো। কি কি, গোলমাল কিসের? গোলমাল কিসের?

সহ। আমরা তো ন'লের বিয়ে দেখতে এসেছি,—ন'লে কৈ? এ কে?

দামো। তাইতো বাবাজী, সত্যই তো, এ আবার কে? এ কি হোসেন খাঁর magic নাকি? চেলীর ভিতর ক'নে বদল!

ঘন। জুচ্চুরী! জুচ্চুরী! ডোরার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে কথা হয়েছে। শুধু কথা নয়—আমি দু'লক্ষ টাকা হ্যাভারামকে গুণে দিয়েছি আমি তার ইজ্জত বাঁচিয়েছি—তার দেউলে হওয়া বাঁচিয়েছি, এখন আমার সঙ্গে জুচ্চুরী? কোথায় হ্যাভারাম সাহেব, আমি তো সহজে ছাড়বনা!

দামো। দিদি, আর আড়ালে থাকলে চলবেনা, এইদিকে এস।

লেডী হ্যাভারামের পুনঃ প্রবেশ

লেডী। কেন রে কি হ'ল?

দামো। বোনাই শালাকে একবার ডাক, আমিতো একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি! এমনটা কি ক'রে হ'ল? তুমি ন'লে বলে কার সঙ্গে বিয়ে দিলে?

লেডী। তাইতো দামু, এ কে? একে তো কখন দেখিনি!

ঘন। দেখেছ—কি দেখনি, সে বোঝাপড়া হবে পুলিশকোর্টে! টাকা নিয়ে আমায় April fool বানিয়ে দেবে—তা হবেনা!

সার শ্যাভারামের প্রবেশ

শ্যাভা। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের—

দামো। সপিনে দিতে হবে—পুলিসকোর্টে গিয়ে সাক্ষী দেবে!

লেডী। ওগো দেখগো, এতো আমার ন'লে নয়!

শ্যাভা। সে কি! এ সব কি ব্যাপার?

ঘন। ব্যাপার Perjury and Forgery! এ সব গড়াপেটা ছিল—আমি বুঝিনি?

শ্যাভা। I am quite astonished! দামু, এ সব কি? তোরি উপর বিয়ের ভার দিয়েতো আমরা নিশ্চিন্ত ছিলেম!

লেডী। ঐ তো বল্লে হিঁদুমতে বিয়ে হবে—ঐ তো তার সব যোগাড় কল্লে!

২য় সহ। ওঁর কথায় তো আমরা কান মললেম!

শ্যাভা। তবে এ সব কি? এ মেয়েটীকে কোথা থেকে নিয়ে এলি? কে এ?

দামো। এ যে কে তা আমার চেয়ে ঘনবরণ বাবু জানেন ভাল। ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, উনিই সঠিক উত্তর দেবেন। কি হে কুমার বাহাদুর, কথা কচ্ছনা যে? শুভদৃষ্টিতো হয়ে গেছে। The evil is done.—ইনি কে বল?

ঘন। (স্বগতঃ) এমন মুস্কিলে তো কখন পড়িনি! এ আমার স্ত্রী সারদা নয়? সেই মাঝে একদিন দেখেছিলেম,—সেই তো!

শিরোমণি ও উড়ে খানসামার প্রবেশ

খান। আপনি কৌঁটি যিবি? কৌটি যিবি? এ সাহেব-কুঠী পরা! তোম্মে দেখিলি সাহেব চিড়ি যিব, মতে মারি পকাইব!

শিরো। দূর তোর মারি পকাইব!—কি হে ঘনবরণ? রুদ্রদেব-পুরের বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীকে চেন? তার মেয়ে সারদা? সে বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত ছিলেম, আজ এ সভাতেও উপস্থিত আছি। এইবার বল—চিনতে পারছ কিনা?

ঘন। Nonsense! সব বুঝতে পেরেছি। এরা চক্রান্ত ক'রে আমায় জব্দ ক'রবে ব'লে এইরকম করেছে! আচ্ছা, আমিও যদি ঘনবরণ হই, এর যদি শোধ না নিই, তাহ'লে আমি বাপের পয়দা নই!

দামো। Bravo! Bravo! বাবাজী, এটা বোধ হয় সত্য বলেছ। যে বেটারা বিনাদোষে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে—আর শুধু পরিত্যাগ নয়—দূরদূর ক'রে বাড়ী থেকে শিয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়—পয়সা ছড়িয়ে, জুড়ীগাড়ী চড়ে, ভদ্রসমাজে মিশে, ভদ্রয়ানার জারি করে, আর সম্ভ্রম বজায় রাখতে তোমার মত এইরকম কথায় কথায় কটু দিব্যি করে—তারা তোমার মতই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ!

ঘন। না, এদের বিদ্রূপ আর সহ্য হয়না। এ শালারা সবাই চোর! এখনি এর ব্যবস্থা করছি। প্যারীচাঁদ! প্যারীচাঁদ!

দামো। ও বাবা, "একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর!"

প্যারীচাঁদের প্রবেশ

প্যারী। রাত্রি হচ্ছে, বরযাত্রীরা সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—ওহে ঘনবরণ—(স্বগতঃ) ও বাবা! এ শালী আবার এখানে কোথা থেকে এল?

দামো। মহাশয় আপনি কি বলবেন বলুন, চোখ কপালে তুলছেন কেন?

ঘন। প্যারীচাঁদ, এখানে একটা clear case of Forgery and Fraud—

দামো। And Kidnapping too! প্যারীচাঁদ বাবু, চুপ করে থাক্‌লে হবেনা—শেমো দালালের মারফত অধীন আপনার কীর্ত্তিকলাপ সব শ্রুত হয়েছেন। শেমো দালাল, গোলক্ষ পিসী আর সৈরভী ঝি হাজতঘরে বাস করছেন—আপনাকেও ত্বরায় সেখানে যেতে হবে,—এ সময়ে আপনার চুপ করে থাকলে হয়? বন্ধুকে দু' একটা সৎপরামর্শ দিন! বন্ধুর স্ত্রীকে তো তার স্বামী সেজে হরণ করতে গিয়েছিলেন! আপনিই বলুন, এ মেয়েটীকে ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখেছেন—কুমার বাহাদুর তো চিনেও চিনতে পারছেন না।

প্যারী। এঁ্যা!

ঘন। প্যারীচাঁদ, তুই একে আর কখনও দেখেছিস নাকি?

প্যারী। আমি—আমি—

দামো। ইনিইতো রমানাথের মূর্ত্তি ধ'রে তোমার স্ত্রী এই সারদাকে কামারহাটীর বাগানে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

শিরো। এই সেই বেল্লিক? ভদ্রবংশে জন্মে বেটার এমন কদাচার!

শ্যাভা। আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

দামো। আপনি একটু পরে বুঝতে পারবেন—কুমার বাহাদুর হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। কুমার বাহাদুর! বাঙ্গালীঘরের স্ত্রী—নেহাত অবলা, খুব পুরুষত্ব দেখিয়ে তাকেতো ত্যাগ করেছিলে, কিন্তু ত্যাগ করার পরিণামটা একবার ভেবেছিলে কি? যদি ঘটনাক্রমে আমি আর শিরোমণি মহাশয় সময়ে উপস্থিত হতে না পারতেম, তাহ'লে তোমার স্ত্রী—তুমি গ্রহণ কর আর না কর—এতক্ষণ তোমারি বন্ধু এই প্যারীচাঁদের উপপত্নী হ'য়ে—

ঘন। (স্বগতঃ) এ কি লজ্জা! এ কি ঘৃণা! আর আমার স্ত্রী নয় বলাও তো চলবেনা! সকলের সামনে এমনি ক'রে exposed হলেম!

মাটীর ভিতর মাথা লুকোতে ইচ্ছা হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) প্যারীচাঁদ, কি এ সব ?

প্যারী। ভাই ঘনবরণ, তুমি আমায় মাফ কর। আমি জানতেম না যে ইনি তোমার স্ত্রী।

দামো। যার স্ত্রী—সেই যখন জেনেও জানতনা, তখন তুমি জানবে কেমন ক'রে বাবা ?

প্যারী। শেমো দালাল বলেছিল যে পাড়াগেঁয়ে কে একটী মেয়ে টালীগঞ্জে বিশ্বনাথের বাড়ীতে আছে। তুমি তো জান, চিরদিনই আমরা কুকার্য্যে রত! কু-সঙ্গী, কু-আচার, কু-ব্যবহার—শেমোব কথায় নেচে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে আমি তাকে চুরি ক'রে আনতে গিয়েছিলেম।

দামো। বন্ধুব যোগ্য কার্য্যই করেছিলেন! কি বলেন কুমার বাহাদুর ? বন্ধুত্বের বাঁধন এতে দৃঢ়ই হ'ত! জোচ্চোরের বন্ধু জোচ্চোর—লম্পটের বন্ধু লম্পট—আর ঘনবরণের বন্ধু প্যারীচাঁদ! বাবা, পয়সা থাকলেই মানুষ হয়না—মানুষ হ'তে হয়। Evolution Theoryতে Darwin বলেছিলেন বাঁদর থেকে মানুষ হয। Darwin যদি আজকাল বাঙ্গালায় এসে জন্মাতেন, তাহ'লে তাঁকে মত বদলাতে হ'ত। তাঁকে বলতে হ'ত—যে Revolution Theoryতে বাঙ্গালীর ঘরেব অনেক অকালকুষ্মাণ্ডই ক্রমশঃ তোমাদের মত বাঁদর হচ্ছে! আফিম জোটেনা ? দড়ী জোটেনা ? ভদ্রলোক সেজে সমাজের বুকের উপর পা দিযে বেড়াও—আর নিজের স্ত্রী ত্যাগ ক'রে পরস্ত্রীগ্রহণে নেচে ওঠ ?

ঘন। মহাশয়, আর বলবেন না, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেম—কিন্তু ভাবিনি তো যে পরিণাম এতটা দাঁড়াতে পারে। বাস্তবিকই যদি দৈববশে আপনি না উপস্থিত হতেন, তাহ'লেতো আমার স্ত্রী—আমার এই সুহৃদ্‌বন্ধুর আচরণে—

প্যারী। ভাই ঘনবরণ, এই নাক কান মলছি; আমারও চৈতন্ত হয়েছে। ছি ছি লম্পটের এই পরিণাম! আত্ম পর জ্ঞান থাকেনা? সুহৃদ্ বন্ধু বিচার থাকেনা? ভুলে যাই যে আমাদেরও ভগ্নী আছে, স্ত্রী আছে, কন্যা আছে?

লেডী। আমার মেয়ে ন'লে কোথায় গেল? তার কি হ'ল?

দামো। যোগাস্থানেই আছে। দিদি, ঐ তোমার মেয়ে-জামাই আসছে, বরণ ক'রে নাও।

বিশ্বনাথ ও ডোরা-নলিনীর প্রবেশ

স্যাভা। এ যে সেই জোচ্চোর দেখছি! এখানে একে কে আসতে বল্লে?

দামো। আগাগোড়াই জুচ্চুরীর কাণ্ড—জোচ্চোর না হ'লে মানাবে কেন? কাজেই এ ঘটকালীতে আমাকেও একটু জুচ্চুরী করতে হয়েছে। জালন্ধরের জাল-যুবরাজের সঙ্গে যখন মেয়ের পরিচয় ক'রে দিয়েছিলে তখন বারণ করেছিলেম, শোননি, জুচ্চুরীরই প্রশ্রয় দিয়েছিলে, এখন জোচ্চোর ব'লে শিউরোলে তো চলবেনা। আর জোচ্চোর নয়—তোমার জামাই! আমি দেখলেম মেয়েটা যখন নেহাত বিয়ে করতে রাজী নয়, আর ভগবান্ যখন ঘটনাক্রমে এই ঘনবরণ বেটার স্ত্রী আমার মা লক্ষ্মী সারদাকেও মিলিয়ে দিলেন, তখন আমারও জুচ্চুরীবুদ্ধি জেগে উঠল। সেইজন্যই তো চেলী পরিয়ে হিঁদুমতে বিয়ের আয়োজন করেছিলেম। সারদাকে চুপিচুপি নিয়ে এসে চেলী পরিয়ে ন'লের ঘরে রেখে দিই। আমারি পরামর্শে ন'লেও চেলী প'রে বিয়ে করতে রাজী হ'ল। তার পর কন্যাসম্প্রদানের সময় গোলেমালে চেলীঢাকা ক'নে বদল

ক'রে দিই। সম্প্রদানের ভাবটা, তোমরা সাহেব লোক নেবেনা জেনেই, আমি নিয়েছিলেম, তারপর তো সবই দেখছ।

ডোরা। মা মা, সতীলক্ষ্মীর গর্ভে আমার জন্ম—হিঁদুর মেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয়? (সারদার প্রতি) বোন, তোমার গুণেই আমি পরশমণি চিনেছি।

সারদা। মা'র আশীর্ব্বাদে আমিও আমার রামচন্দ্রকে পেয়েছি।

শিরো। মা সারদা, স্বামী গ্রহণ করুক আর না করুক—তবু সে স্বামী! এইটাই চিরদিন মনে রেখ। আজ আমি যথার্থ ই ঋণমুক্ত।

লেডী। ন'লের মুখে ক'দিন হাসি দেখিনি, ন'লে খুসী হয়েছে—আর আমার রাজা-জামাইয়ে কাজ নেই—এই জামাই আমার রাজা-জামাই। (বিশ্বনাথের প্রতি) বেঁচে থাক বাবা, মনের সুখে সুখী হও। আমাদের ছেলে নেই, আজ আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পেলেম।

দামো। যুবরাজ বাহাদুর, একবার উর্দ্দু বয়েদ্ ঝেড়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করুন।

বিশ্ব। (ঘনবরণ ও প্যারীচাঁদের প্রতি) আপনারা যথার্থ-ই আমার বন্ধু, আপনাদের জন্যই আজ আমি মর্ত্ত্যে দেবী লাভ করেছি। আপনাদের সঙ্গে যে দুর্ব্ব্যবহার করেছি, অনুগ্রহ ক'রে আমায় মার্জ্জনা করুন।

ঘন। তুমি যথার্থ-ই মহৎ, আমরাই হীন, ক্ষুদ্র প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছিলেম, তুমি সে মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছ! তুমিই প্রকৃত মহৎ!

স্যাভা। তা হ'লে ঘনবরণের যে টাকাটা নিয়েছি—

দামো। সেটা ফিরিয়ে দাও।

স্যাভা। তাহ'লে contractএর টাকার জন্য দেখছি আমাকে insolvent হ'তে হবে। আমি তবু যা হ'ক্ একটা ব্যবস্থা করেছিলেম—

লেডী। পোড়াকপাল তোমার 'তবু'র! আর তোমার 'তবু'তে কাজ নেই। পয়সার খেলাতো দেখলে—আজ আছে, কাল নেই! বামুনের মেয়ে—কাজ কি আমার বিবিয়ানা-চালে? না হয় গোলপাতার ঘরে থাকব—রেঁধে খাব! পয়সা পয়সা ক'রে তো একবার মেয়েটাকে কা'র হাতে দিচ্ছিলেম তা চেয়েও দেখিনি—ভাগ্যে দামু ছিল—তাই জাতও বাঁচল, মানও বাঁচল।

স্যাভা। তবু—

দামো। শালা কসাই কিনা—তবু 'তবু' যায়না! ওরে বাপু, তোমার 'তবু'তো তোমার টাকা? মেয়ে বেচে টাকা নিতে লজ্জা হয়না—লজ্জা হয় বুঝি আত্মীয় কুটুম্বের কাছে হাত পেতে চাইতে? যদি এতই টাকার দরকার, আমায় বলনি কেন? ঘনবরণের টাকা ফিরিয়ে দাও, তোমার যা টাকার দরকার, তা আমিই দেব।

ঘন। টাকা আমি চাইনা, ডোরা আমার বোন্, ও টাকা আমি ডোরার বিবাহে যৌতুক দিলেম।

স্যাভা। যাক্—তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হলেম, বাইরে যাই, ভদ্র-লোকদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করিগে।

দামো। চল, আমরাও যাচ্ছি, তবে বেয়ানকে আনতে বিশ্বনাথের বন্ধু বেহারীকে পাঠিয়েছি।—ঐ যে বেহারী আসছে—বেয়ান এলেন কি না শুনে যাই।

বিহারীর প্রবেশ

বিশ্ব। কিহে বেহারী, খবর কি? মা এসেছেন?

বিহারী। মাসীমা এলেন না, বল্লেন—নাতী না হ'লে বেইবাড়ী যেতে পারিনা। আর বল্লেন—বল্লেন—

দামো। কি ?

বিহারী। এঁরা বিলেত ফেরত, প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে বৌ-বেটাকে—

দামো। হাঁ হাঁ প্রাচিত্তির করাতে হবে বৈ কি! প্রাচিত্তির করাতে হবে বৈ কি! বোনাইশালাকে গোবর খাইয়ে শুদ্ধ ক'রে নিতে হবে। ধুতি পরতে হবে, ত্রিকণ্ঠি ধারণ করতে হবে, তিলক পরতে হবে, মস্তক মুণ্ডন ক'রে টিকি রাখতে হবে—শালার হয়েছে কি!

স্যাভা। কেন ? আমরা তো আজকাল 'হরি' 'হরি' বলি।

দামো। শালার পেটে মটন-কারি আর মুখে বল 'হরি হরি'! জগন্নাথে গিয়ে নব-বেশ পরাব, শালার এখন হয়েছে কি!

উড়ে। মহাপ্রভু বিদ্যমান—শেঠি আউ জাতিবিচার না হস্তি, মহাপ্রসাদ ধারণ করিলি সব জঞ্জাল ছিড়ি যিব। মহাপ্রভুঙ্ক অপার দয়া অচ্ছি—কেত্তে চণ্ডাল তরি যাউছি, আউ ই বঙ্গাড়ী সাহেব ন তরিবি ? ই কঁড় ?

বিহারী। বৌদিদি, এখন আমায় চিনতে পারছনা, পরিচয় পরে পাবে। আমিও সাত পাগলের এক পাগল! আমিই সেই কবিতা নিয়ে এসে তোমাদের ভোজপুরী দরওয়ানের নাগরা খেয়ে যাই। পিঠে বোধ হয় এখনও কালশিরার দাগ আছে।

বিশ্ব। বেহারী, বেহারী, তুমিই যথার্থ আমার বন্ধু।

উড়ে। মু এবে চিনি পারুছি—ই বচ্ছাসাহেব ফলার-সাজী মো হাতেরে দিনদিনরে দিই থন্তা।

দামো। বাবাজী, বলি, আর Egypt এ যাবে ?

বিশ্ব। আর আমি কোথাও যাবনা।

দামো। হাঁ হাঁ, "There is no world beyond Verofia's walls!" তা হ'লে আর কেন ? "All's well that ends well!"

মা লক্ষ্মীরা একটা শুভ সঙ্গীতে আসর মুখরিত করুন, আমরা খাওয়াবার ব্যবস্থা করিগে।

সকলের প্রস্থান

সহচরীগণ।—

গীত

হ'ল সুধার বৃষ্টি শুভদৃষ্টি যে যার পেলে মনের মতন।
হেলাফেলার নয়তো এতো, সাগর-ছেঁচা মানিক রতন॥
অনাদরে কত জ্বালা জানলে কি এখন?
আর ব্যথা দিও না, যখন বুঝলে নিজের মন,
আদরের ধন ঘরের রতন কোরনা তার অযতন॥
(কোরো) যেমন মাটী তেমনিটী গড়ন,
(হ'য়ো), দেশের মানুষ দেশেরি মতন,
টাকার ঝাঁজ আর রূপের গরব—দু' দিনের ওড়ন পাড়ন।
যদি বুঝে থাক, মনে রেখো, বিগড়োনা আর যখন তখন॥

যবনিকা